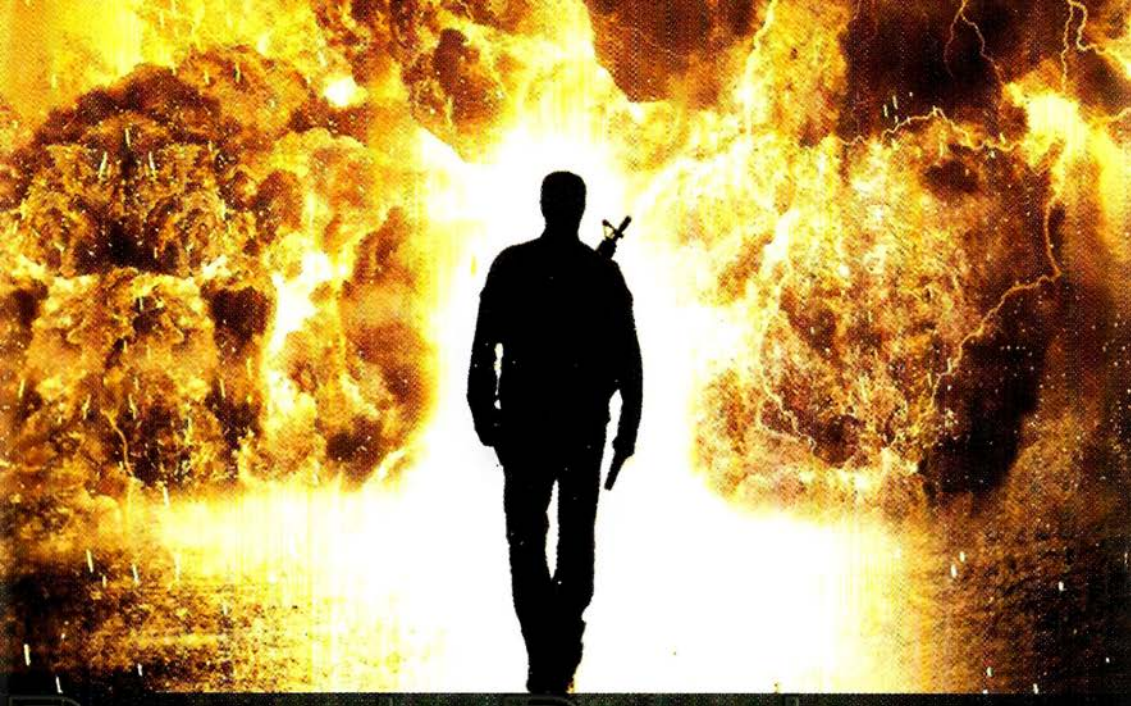

BanglaBook.org

জেরেমি রবিনসন

কলসাইন: কিং

অনুবাদ : মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

www.BanglaBook.org

আবিষ্কৃত হয়েছে হাতিদের এক কিংবদন্তির গোরস্তান। ওখানে যে পরিমাণ হাতির দাঁত রয়েছে, তা দিয়ে ইথিওপিয়া খুব সহজেই বিশ্বের সেরা ধনী রাষ্ট্রের কাতারে নাম লিখতে সক্ষম। তবে সেই গুহায় আরও রয়েছে এমন কিছু, যা দিয়ে সহজেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যাবে সারা বিশ্বকে।

পনেরো জন বিজ্ঞানী পা রাখলেন গুহায়, বের হতে পারলেন মাত্র একজন!

জেরেমি রবিনসন ষাটটিরও বেশি উপন্যাস আর উপন্যাসিকার জনপ্রিয় লেখক। অ্যাপোক্যালিপস মেশিন, আইল্যান্ড ৭৩১, সেকেন্ডওয়ার্ল্ড তাঁর রচিত পাঠক নন্দিত বই। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত তাঁর জ্যাক সিগলার থ্রিলার সিরিজের কারণে। বিজ্ঞান, ইতিহাস আর পুরাণের দক্ষ সংমিশ্রণ তাকে এনে দিয়েছে অন্যতম জনপ্রিয় লেখকের সম্মান। তাঁর লেখা উপন্যাস অনুকরণে বানানো হচ্ছে একাধিক চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিজ, সেই সাথে তেরোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর লেখা।

বর্তমানে তিনি স্ত্রী আর তিন সন্তানকে নিয়ে হ্যাম্পশায়ারে বাস করছেন।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ জন্মগ্রহণ করেন সিরাজগঞ্জ শহরে। এরপর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ থেকে পাশ করার পর ভর্তি হন শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজে। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

www.BanglaBook.org

কলসাইন কিং

জেরেমি রবিনসন
শন এলিস

অনুবাদ : মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

কলসাইন কিং

মূল : জেরেমি রবিনসন, শন এলিস

অনুবাদ : মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

অনুবাদ স্বত্ব
অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৯

প্রকাশক
আকিকুল ইসলাম আতিক (অমর্ত্য আতিক)
চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার
তৃতীয় তলা, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : 01725 657047, 01611 864688
e-mail: amortoatik@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস
অনুবাদক কর্তৃক কম্পোজকৃত।

প্রচ্ছদ
আদনান আহমেদ রিজন

মুদ্রণ
মাসুম আর্ট প্রেস,
১০/১ বি, কে, দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

কানাডা প্রাপ্তিস্থান

A T N MEGA STORE
2976 Danforth Ave.
Toronto, Ontario M4C IIM6
Phone : 416.671.6382/416.686.3134
e-mail : atnmegastore@gmail.com

ISBN: 978 984 92679 2 8

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

উপন্যাসিকার প্রতি আলাদা একটা আগ্রহ কাজ করে আমার মধ্যে। বই ভাল হলে, যেন ট্রেনের গতিতে শেষ হয়ে যায় ঘণ্টা খানেক সময়। তাই অহরহ ব্যস্ত থাকি উপন্যাসিকার খোঁজে। এভাবেই খুঁজতে খুঁজতে মিলে যায় জেরেমি রবিনসন এবং তার চেস টিম সিরিজের উপন্যাস এবং উপন্যাসিকাগুলো।

উপন্যাসিকাগুলো প্রকৃতপক্ষে সহায়িকা। তবে উপন্যাস না পড়া থাকলেও, এই বইগুলো উপভোগ করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। অনেক আগেই অনুবাদ শেষ হয়েছিল। এতদিনে চর্চা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যানারে বেরোচ্ছে।

দুইজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। একজন আদনান আহমেদ, এবং অন্যজন সিয়াম।

আশা করি উপন্যাসিকাটি ভাল লাগবে পাঠকদের। একে-একে সবগুলোয় অনুবাদ এবং প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে আমাদের।

ডা. মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ
কক্সবাজার, ২০১৮।

অনুবাদকের উৎসর্গ

নাসিম পারভেজ

প্রারম্ভ

আফার জেলা, ইথিওপিয়া

এক সপ্তাহ আগে

একা একা পানাহার করছে মোজেস সেলাসি।

খুব একটা অস্বাভাবিক না এই দৃশ্য। এমনিতেও মোজেস একা একা থাকতে পছন্দ করে। যাদেরকে সে নিজের চাইতে কম বুদ্ধিমত্তার বলে মনে করে, তাদের সাথে মেলামেশার খুব একটা আগ্রহ ওর মাঝে তাই দেখা যায়নি। তবে হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আচরণের কারণ কেবলই গর্ব নয়। আসলে বাকি সবাই যে সব বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী, সেগুলো ওকে টানেই না। এই যেমন গুজব, সরকার আর অর্থনীতির বিষয়ে অভিযোগ, ফুটবল খেলার ফলাফল—এসব নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না মোজেসের। অবশ্য যে লোকের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার যোগ্যতা আছে, তার তেমনটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে কপালের ফেরে এখন ওকে দিনমজুরের কাজ করতে হচ্ছে! ইথিওপিয়া যেন এখনও শ্বেতাঙ্গদের কলোনি!

সামন্ত প্রভুরা নেই, তাই বলে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি দৃশ্যপটে। আফ্রিকার সম্পদ এখনও কুক্ষিগত করে রেখেছে বাইরের মানুষ। আগে তারা ছিল ইউরোপ থেকে আগত সম্রাট, এখন সেই স্থান নিয়েছে বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি; আফ্রিকাবাসীদের জন্য কিছু ছিটে-ফোঁটা ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখেনি। যে নবীর নামে মোজেসের নাম, স্বপ্ন দেখত একদিন তার মতই দেশবাসীকে মুক্ত করবার। এখন সেই স্বপ্ন যেন দূর অতীতের কোন কল্পনা!

তবে আজ রাতে নিজেকে অন্য দুই ডজন মজুরের কাছ থেকে আলাদা রাখার বিশেষ কারণ আছে। মজুরদের সবাইকে ভাড়া করেছে বিদেশিরা। তিন দিন আগে গুহায় শেষ প্রবেশ করেছে মানুষ, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ বের হয়নি। তাই মজুরদের মাঝে শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা-কল্পনা।

ঝামেলা একটা হয়েছে নিশ্চয়ই, মজুররা বলাবলি করছে।

আচ্ছা, গুপ্তধন পায়নি তো?—কয়েকজনের ধারণা।

পরের গুজবটার ফল তো নিজেই দেখতে পেয়েছে মোজেস, উপস্থিত সবার চোখ যেন লোভে চকচক করে উঠেছিল। ওই গুহায় সোনার স্তূপ বা হীরার খনি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু এই জমিতে অন্য ধরনের গুপ্তধন থাকাটা একেবারে অস্বাভাবিকও না। গ্রেট রিফট উপত্যকার খননকার্য থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মানবজাতির প্রাচীনতম কিছু নিদর্শন। অনেকে তো এ-ও বলেন, এখান থেকেই শুরু হয়েছে মানবজাতির ধারা। এ ধরনের 'গুপ্তধন'-ই তো বিদেশিদের আকৃষ্ট করে। এই অভিযানের লক্ষ্যও যে তেমন কিছু, সে ব্যাপারে মোজেসের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আদ্দিস আবাবা ছাড়ার আগে, মনিবদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে ও। যে কোম্পানির নাম নেক্সাস

BanglaBook.org

জেনেটিক রিসার্চ, সেই কোম্পানির তেল বা স্বর্ণখনির পেছনে ছোটার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। বরং মানবজাতির প্রাচীনতম আদিপুরুষের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

সাথে সাথে মনঃস্থির করে ফেলেছিল মোজেস, ওই গুহায় কী রয়েছে তা দেখতেই হবে।

ক্যাম্পে সবার কাজ ভাগ করে দেয়া আছে। প্রথমে মজুরদের কাজ ছিল মাল নামানো, তাঁবু খাটানো আর সেই সাথে রান্না-বান্না ও টুকিটাকি কাজ করা। কয়েকজনকে কাজে লাগিয়ে অবশ্য গুহামুখ উন্মোচনও করেছিল গবেষকরা। কিন্তু গবেষকের দল সন্তুষ্ট হওয়া মাত্র তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল কাজটা থেকে। সেই সাথে স্থান ত্যাগ করার ওপর আরোপ করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এমনকী যে খাবার মজুরেরা প্রস্তুত করছে, সেটাও গবেষকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে একদল সশস্ত্র লোক। গবেষকদের মত এই লোকগুলোও বিদেশি, তবুও তাদেরকে যে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি তা পরিষ্কার। খাবারগুলো গুহামুখে রেখে ফিরে আসছে তারা।

তবে পুরো ব্যাপারটায় কোন-না-কোন কিন্তু আছে। গত তিনদিনে গুহা থেকে কেউ খাবার নিতে বেরোয়নি!

আগুনের চারপাশে যেমন পোকা ওড়ে, তেমনি ক্যাম্প জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব। মজুরদের কাছ থেকে তেমন কিছু গুজব শুনেছে মোজেস। এদিকে বিদেশিরাও অস্বস্তি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

নাস্তার অল্প কিছুক্ষণ পরে, দুই সশস্ত্র লোককে সাথে নিয়ে গুহামুখে গিয়েছিল ক্যাম্পের সঞ্চালক। মিনিট পনেরো ইতস্তত করার পর, ভেতরে প্রবেশও করে। প্রথম কিছুক্ষণ সহকারীর সাথে রেডিয়োতে সংযোগ ছিল সঞ্চালকের, তারপর থেকে একেবারে নীরব হয়ে আছে যন্ত্রটা; যেন তিন জন মানুষ গুহামুখ দিয়ে পা রেখেছে অন্য কোন মহাবিশ্বে!

বিদেশিরা নিজেদের কাজও দক্ষতার সাথে ভাগ করে নিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে একমাত্র গবেষক দল, কেননা সব সরঞ্জাম এখন গুহার ভেতরে! তাই সহকারী অন্য কারও সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ভেতরে ঢুকতে হবে।

ঘণ্টার সাথে পাল্লা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে ক্যাম্পবাসীদের ভয় আর আতঙ্ক। অনেক ইথিওপিয়ান মজুর তো ক্যাম্প থেকে পালাবার কথাও ভাবছে!

এদিকে প্রহরীদের চোখেও ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। তাই মজুরদের শান্ত রাখার প্রয়াস হিসেবে শক্তি প্রদর্শনে নেমেছে তারা। যানবাহনগুলোর প্রহরা তো দ্বিগুণ করেইছে, সেই সাথে ক্যাম্প জুড়ে স্থাপন করেছে বেশ কিছু নজর রাখার স্থান।

বিদেশিদের প্রতি আনুগত্য নেই মোজেসের, আবার ক্যাম্প থেকে পালাতেও চায় না। গুহা নিয়ে ভয় ওর মাঝেও রয়েছে, কিন্তু তাকে হার মানিয়েছে সহজাত কৌতূহল। গবেষকরা নিশ্চয় ওই গুহায় কিছু না কিছু পেয়েছে। সেটা কী, তা ওকে জানতেই হবে।

প্লেটে রাখা খাবারগুলো অনেকটা জোর করেই গিলছে মোজেস। কাঠ-কাঠ

BanglaBook.org

খাবারগুলো যখন গলা নিয়ে নামতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন ছুঁড়ে ফেলে দিল আধ-খাওয়া প্লেট। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল তাঁবুর ফাঁক ধরে। যতদূর সম্ভব নিঃস্পৃহ একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে; ক্যাম্পের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে, কাজটাকে কঠিন বলতেই হয়। কিছুক্ষণের মাঝেই গুহামুখের যতটা কাছে সম্ভব উপস্থিত হলো মোজেস। দুটি মোটা তার–একটা বিদ্যুতের আর অন্যটা ইন্টারনেটের, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের দেয়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। ওগুলোকে ভালমত লক্ষ্য করল মোজেস, পথ চিনতে কাজে লাগবে।

প্রহরা দলের প্রায় পুরোটাই লেগেছে ক্যাম্প পরিত্যাগকারীদের পেছনে। তাই বলে অভিযানের প্রধান লক্ষ, গুহামুখ, একেবারে অরক্ষিত নেই কিন্তু! দু'জন প্রহরীকে রাখা হয়েছে নজরদারিতে। পশ্চিম দিগন্তে ঝুলে রয়েছে সূর্য; মোজেস জানে কাজটা হয় এখনই করতে হবে, আর নয়তো কখনও করা হবে না। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে একেবারে কাছের গার্ডের দিকে পা বাড়াল ও।

লোকটার চোখে সূর্যের আলো পড়ছে, তাই পিটপিট করে ওর দিকে তাকাচ্ছে প্রহরী। তাই দেখে বন্ধুবাৎসলভাবে হাত নাড়ল মোজেস। একটু ইতস্তত করে হাত নাড়ল প্রহরীও, অ্যাসল্ট রাইফেলের নল নেমে গিয়েছে নিচের দিকে।

আর কী চাই! এক ছুটে প্রহরীর কাছে পৌঁছে গেল মোজেস। বিভ্রান্ত লোকটা রাইফেল ফেলে কোমরে থাকা অস্ত্রের দিকে হাতটাও বাড়াতে পারল না, তার আগেই মোজেস ধাক্কা মারল তার গায়ে। সামলাতে না পেরে ক্যাম্পের দঙ্গল বাঁধানো তারগুলোর উপর আছড়ে পড়ল প্রহরী। মোজেস ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিল বলে ওর খুব একটা অসুবিধা হলো না।

দ্বিতীয় প্রহরী সূর্যের জন্য তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সঙ্গী যে অকেজো হয়ে আছে, তা বুঝতে সময় লাগল তার। কিন্তু খোলা জায়গায় পায়ের আওয়াজ শুনে ধরে ফেলল, ঝামেলা হয়েছে কোন। লোকটার চিৎকার কানে এল বটে মোজেসের, কিন্তু পাত্তা দিল না। এমনভাবে গুহামুখের দিকে দৌড়ানো শুরু করল যেন এর উপর নির্ভর করছে ওর জীবন।

বাস্তবতাও তেমনই।

কয়েক পা ফেলতে না ফেলতেই কানে এল বন্দুকের গর্জে ওঠার শব্দ। এর কয়েক মুহূর্ত পর আবার...তারপর আবারও।

তবে একটা বুলেটও লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হলো না। গুহামুখের পঞ্চাশ মিটারের মধ্য এসে পৌঁছাতে পারল বহাল তবিয়তেই, এরপর ত্রিশ মিটার...এরপর? ভেতরে।

নিজেকে অভিনন্দন জানিয়ে সময় নষ্ট করল না মোজেস। প্রহরীরা ওকে ধাওয়া করে আসবে বলে মনে হয় না, কিন্তু গুলি ছুঁড়তে তো আর কোন বাঁধা নেই! দৌড়ানো থামাল না সে, আশেপাশের দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। কানে একমাত্র যে শব্দটা আসছে তা হলো ওর দৌড়াতে থাকা হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি।

অ্যাড্রেনালিনের স্রোতে একটু স্তিমিত হলে, দাঁড়িয়ে পড়ল মোজেস। গুহার মসৃণ দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল। কেউ পিছু ধাওয়া করেনি নিশ্চিত হবার

BanglaBook.org

পর, মন দিল চারপাশটা দেখে নেবার কাজে।

এর আগে কখনও কোন গুহায় পা না রাখলেও, দেখতে তা কেমন হওয়া উচিত–সে ধারণা ছিল মনে। এই গুহাটা ওর ধারণার সাথে একবিন্দুও মিলল না। দিনমজুরদের সাথে নিয়ে যে টানেলটা খুঁড়েছিল সে, ওটা দিয়ে বড়জোর একজন মানুষ প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান দিয়ে ট্রাক যেতেও সমস্যা হবে না।

গুহার ভেতরটা ঝুলন্ত বাতি দিয়ে আলোকিত। ছাদে নেই কোন ক্যালসিয়ামের পাথর, বা নিচে নেই জমাটবদ্ধ পানি; রয়েছে কেবল ধুলো আর শুকনো পাথর। আর আছে আওয়াজ, দূর থেকে ভেসে আসছে। কাজ করছে একদল মানুষ। শব্দ লক্ষ করে আবার হাঁটা ধরল মোজেস।

অনেক লম্বা একটা সুড়ঙ্গ, একে-বেঁকে এগোচ্ছে। আচমকা খাঁড়া হয়ে নেমে গেল পথ, তারপর দেখা গেল এক বিশাল বড় চেম্বার। ছাদ থেকে ঝুলন্ত আলোও সেই বিশাল ঘরটার পুরোটা আলোকিত করতে পারেনি। তবে দেখে মোজেসের মনে হলো, এই জায়গাটা একটা ফুটবল স্টেডিয়ামকেও ধারণ করতে পারবে।

এই গেল প্রথম চমক!

সুড়ঙ্গটা ফাঁকা হলেও, এই ঘরটা ভর্তি। মেঝেটা ভরে আছে বড় বড় সাদাটে পাথর দিয়ে!

'হাড়!' ফিসফিস করে বলল মোজেস। মানুষের হাড় না, আকারে মানুষের চাইতে বড় কোন প্রাণীর হবে। হাজার হাজার কঙ্কাল পড়ে রয়েছে ওখানে, কয়েকটার সাথে তো এখনও মাংস আর রগ লেগে আছে! যতদূর চোখ যায় আর যতদূর দেখা যায়, শুধু হাড় আর হাড়।

কাছের একটা দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা হয়েছে একগাদা প্লাস্টিকের ক্রেট। সেই সাথে আছে ভাঁজ করা যায় এমন কিছু টেবিল আর অনেকগুলো ল্যাপটপ, কিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রও আছে। কিন্তু গবেষক দলের কোন হদীস নেই। যন্ত্রগুলো এক নজরে দেখে নিয়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিল ও। বুঝতে পারল, স্তূপকৃত হাড়ের ঠিক কেন্দ্র পর্যন্ত একটা পরিষ্কার রাস্তা করে রেখেছে কেউ। একটু আগে শোনা শব্দগুলো সম্ভবত ওখান থেকেই এসেছে।

ছাদ থেকে ভেসে আসা আলোয় পথ দেখে এগোতে কষ্ট হচ্ছে না মোজেসের। প্রায় চল্লিশ মিটার এগোবার পর গোলাকার একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌঁছল সে, দেখতে পেল শব্দের উৎপত্তিস্থল।

নড়াচড়া নজরে পড়ছে সামনে, কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর চিনতে পারল গবেষকদের কয়েকজনকে। পাঁচজন পুরুষ আর দু'জন মহিলা তিন দিন আগে প্রবেশ করেছিল গুহায়। হাড়ের এই জঙ্গলের ভেতর ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে তারা, গবেষণা করছে বলে মনে হলো না। বরঞ্চ মনে হলো, কিছু একটা বানাচ্ছে...

সব মিলিয়ে মোট দশ জন ঢুকেছিল গুহায়, ভাবল মোজেস। অন্যরা কই?

এই গুহায় ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে, সামনে থাকা লোকগুলো হয় সেই ঘটনার শিকার...আর নয়তো তার হোতা। নিজেকে তাই লুকিয়ে রাখল মোজেস, কারও দৃষ্টি

BanglaBook.org

আকর্ষণ করতে চায় না।

সাত গবেষক রোবটের মত হাঁটাচলা করছে। তাদের চেহারা অনুভূতি-শূন্য। হাড় সরাচ্ছেও নিঃস্পৃহভাবে। অধিকাংশই সরিয়ে ফেলছে, তবে মাঝে মাঝে একটা-দুটো আবিষ্কার বের করে এনে সাজিয়ে রাখছে মাঝখানে। মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা বানাচ্ছে। একটু সামনের দিকে এগিয়ে এল মোজেস, কৌতূহল ওকে পেয়ে বসেছে।

মনে হচ্ছে যেন কোন মন্দির, ভাবল ও। কিন্তু কার?

ঝুঁকি নিয়েই সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল মোজেস। তবে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ আছে বলে মনে হলো না–এক গবেষক ওর মাত্র এক হাতের ভেতর দিয়েই চলে গেল! কিন্তু ফিরেও তাকাল না। পরিশ্রমী গবেষক যেন ওকে দেখতে পায়নি...যেন দুনিয়াতে ওই হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই!

হাড়ের স্তূপের কাছে এসে উঁকি দিল মোজেস। অষ্টম এক গবেষককে খুঁজে পেল সাথে সাথে, হাত-পা ছড়িয়ে কিছু একটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মেয়েটা। কিন্তু নড়ছে না...মারা গিয়েছে নাকি? সন্দেহ হলো ওর। কিন্তু না, একদম হালকা হলেও শ্বাসের সাথে উঠছে-নামছে মেয়েটার বুক।

ডক্টর ফেলিস কার্টার, জেনেটিসিস্টদের একজন–চিনতে পারল মোজেস। সেই সাথে গবেষক দলের একমাত্র কালো সদস্য। ও জানে, মেয়েটা আফ্রিকান না। সম্ভবত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। কিন্তু চামড়ার কালো রঙ মোজেসের মাঝে এক ধরনের বন্ধনের অনুভূতির জন্ম দিল। অবচেতন মনেই হাড়ের স্তূপের মধ্যখানে শুয়ে থাকা মেয়েটার দিকে হাত বাড়াল ও...

...সাথে সাথেই বুঝতে পারল, এই গুহাটা আসলে কী!

মেয়েটাকে টেনে সরিয়ে আনল মোজেস।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেল আওয়াজ।

ফেলিসকে কাঁধের উপর ফেলে অন্য সাত গবেষকের দিকে তাকাল ও। সবাই কাজ থামিয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চোখে এখনও নেই কোন অনুভূতি, কিন্তু দেখছে যে ওদেরকে–তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দৌড়াতে শুরু করল মোজেস।

হাড়ের ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা আটকে আছে এক লোক। কিন্তু মোজেস এক মুহূর্তের জন্যও থামল না, সরাসরি লোকটার গায়ে ফাঁকা কাঁধটা দিয়ে ধাক্কা দিল ও। ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। একটুও গতি না কমিয়ে ছুটে চলল সে, কিন্তু ওর নিজের পদশব্দ ছাপিয়েও শুনতে পেল পিছু ধাওয়াকারীদের পায়ের আওয়াজ।

সুড়ঙ্গ পার হয়ে এল যেন চোখের পলকেই। গুহামুখে আসার পর আচমকা উপলব্ধি করতে পারল, বাইরে বিপদটা সম্ভবত ভেতরের চাইতে বেশি! প্রহরীরা নিশ্চয় অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে কাঁধে ফেলিস রয়েছে, আশা করা যায় মহিলাকে দেখে তারা গুলি-বর্ষণ করবে না।

কিন্তু না, গুহামুখের বাইরে দাঁড়িয়ে নেই কোন প্রহরী! তাদের সব মনোযোগ ক্যাম্পে শুরু হওয়া গোলমালের দিকে।

BanglaBook.org

বোঝা গেল, মোজেসের দিকে ছোঁড়া গুলির আওয়াজে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে ক্যাম্পের মজুররা। এমনিতেই উত্তেজিত হয়ে থাকা শ্রমিকদের পুরোপুরি খেপিয়ে তুলতে ওই শব্দটুকুই যথেষ্ট! তারা ধরে নিল–মজুরদের কাউকে উদ্দেশ্যে করে ছোঁড়া হয়েছে গুলি। আর তাই ক্ষেপে গিয়ে নরক নামিয়ে এনেছে। গোধূলি বেলার আকাশকে মনে হচ্ছে ধোঁয়ার চাদরে মোড়া! ভোঁতা চিৎকার আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে উপত্যকা। মাঝে মাঝে দুই-একটা গুলির আওয়াজও ভেসে আসছে।

এক মুহূর্তের জন্য থেমে কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল মোজেস, রোবটের মত এখনও পিছু ধাওয়া করে চলছে গবেষকরা। তপ্ত কড়াইতে থাকবে, নাকি ঝাঁপ দেবে জ্বলন্ত উনুনে–তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেল বেচারা। একটু চিন্তা করে বেছে নিল ক্যাম্পের গোলমালকে।

এদিকে আসার সময় যে প্রহরীদের দেখেছিল, তাদেরকে দেখতে পেল না এবার। তবে ধোঁয়ার আড়ালে কয়েকটা অবয়বকে নড়তে দেখল বটে। কপাল ভাল, কারও নজরে না পড়েই চুপিসারে ক্যাম্পে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো মোজেস।

ওর লক্ষ্য–অভিযানে ব্যবহৃত বাহনগুলো যেখানে রাখা হয়েছে, সেদিকে যাওয়া। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অলস পড়ে রয়েছে ওগুলো। কিন্তু উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার সাথে সাথে পালাবার আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল তার। আরও কয়েকজন শ্রমিকের মাথাতেও একই চিন্তা এসেছে। কয়েকটা রাইফেল দখল করে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। সাহসের শেষটুকু জড়ো করে এক অস্ত্রধারীর কাছে গেল মোজেস। 'দয়া করে আমাদেরকে একটা বাহনে ওঠার অনুমতি দাও।'

একটা ল্যাণ্ড ক্রুজারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোক জবাব দিল। 'এসো, নিষেধ করেছে কে? তবে একেকজনের জন্য পাঁচশো বার গুণতে হবে।'

এই পরিমাণ অর্থ যে একজন শ্রমিকের কাছে নেই–তা লোকটা ভাল করেই জানে। কিন্তু মোজেস যেন আশার আলো খুঁজে পেল। কাঁধে ঝোলানো মেইটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই মহিলা একজন গবেষক। এর জন্য কোম্পানি তোমাকে অনেক পয়সা দেবে।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লোকটার মুখ। কিন্তু লেনদেন সম্পন্ন হবার আগেই পেছন থেকে ভেসে এল অদ্ভুত এক আওয়াজ। সাথে সাথে অস্ত্রধারীরা সবাই বন্দুকের নল সেদিকে তাক করল।

ঘুরে দাঁড়ান মাত্র মোজেসের নজর পড়ল গুহা থেকে এই পর্যন্ত ছুটে আসা গবেষকদের দলটার উপর।

সাবধান করে দেবার জন্য হাঁক ছাড়ল এক অস্ত্রধারী, বন্দুক তখনও গবেষকদের দিকে তাক করা। কিন্তু আক্রমণকারী দলটাকে পরিচালনা করছে কোন পাশবিক শক্তি, পাত্তাই দিল না তারা। বাহনগুলোকে ঘিরে ফেলল অদ্ভুত দক্ষতায়, হৃদপিণ্ডের একবার ধুকপুকানি সমাপ্ত হবার আগেই কালো মানুষদের উপর হামলা করে বসল।

একটা গুলিও হলো না ছোঁড়া। রাইফেলগুলো জোর করে রক্ষীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে, তাই স্বভাবতই ওগুলো খালি। তবে গবেষকের দল ওগুলোকে প্রাণঘাতী অস্ত্র

BanglaBook.org

বলে চিনতে পারল, অতিপ্রাকৃত শক্তি খাটিয়ে অস্ত্রগুলোকে কেড়ে নিল তারা। তারপর সেই অস্ত্রগুলো দিয়েই পেটাতে শুরু করল শ্রমিকদের।

জীবনে নৃশংসতা কম দেখেনি মোজেস, কিন্তু এই দৃশ্য ওকেও চমকে দিল। হাড় ভাঙ্গার মচমচ আর দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গগুলোর থেঁতলে যাবার গা শিহরানো আওয়াজ তাকে অসুস্থ করে তুলল। এমন হচকচিয়ে গেল বেচারা যে ফেলিসসহ সে যে নিরাপদে আছে, তা উপলব্ধি করতেই কেটে গেল একটা মুহূর্ত।

কেন? আমাকে...আমাদেরকে ওরা আক্রমণ করছে না কেন?

সুযোগ চিনতে ভুল হয় না মোজেসের, তাই নিজেকে সামলে নিয়ে সদ্ব্যবহার করল এটারও। একদম কাছের ল্যাণ্ড ক্রুজারের কাছে গিয়ে ওটাতে চড়ে বসল ও।

দরজা বন্ধ করার পর কাঁধ থেকে নামাল ফেলিসকে। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে সাথে সাথে সামনের সীটে গিয়ে বসল। কপাল ভাল, চাবিটা জায়গামতই আছে। ওটা ঘোরাতেই খকখক করে কেশে উঠলো ইঞ্জিন, স্বস্তির একটা পরশ বুলিয়ে গেল মোজেসের দেহ-মনে।

তবে ওই পরশ পর্যন্তই। চোখ তুলে তাকানো মাত্র লোকটার নজরে পড়ল, রোবট গবেষকের দল তাদের হাতের কাজ শেষ করে এবার ল্যাণ্ড ক্রুজারটাকে ঘিরে ধরেছে!

এই মেয়ে, বুঝতে পারল মোজেস। এই মেয়েকে রক্ষা করতে চাইছে এরা!

কিন্তু না, গুহার ভেতরে দেখা দৃশ্যটা আরেক ধারণার জন্ম দিল ওর মনে। গবেষকের দল এই মেয়ের রক্ষাকর্তা নয়...তার উপাসক! আর মোজেসকে তারা দেখছে দেবীর অপহরণকারী রূপে!

দেখুক। পারলে ঠেকাক আমাকে।

অ্যাক্সিলেটরে পা চেপে বসল মোজেসের। এস.ইউ.ভি. সাথে সাথে লাফ দিল সামনে, পথে দাঁড়ানো তিন গবেষককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। কিল আর রাইফেলের বাটের আঘাত পড়তে লাগল ফেণ্ডার এবং কাঁচে। কিন্তু এতকিছু করেও ওকে থামাতে পারল না গবেষকের দল। সবকিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে চলল ল্যাণ্ড ক্রুজার, সামনে কে পড়ছে তার তোয়াক্কা করল না। পরিস্থিতির সাথে বেমানানভাবে আরামসে হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

BanglaBook.org

–সারা ফগের নেতৃত্বে পাঠানো সি.ডি.সি. দলটা প্রধান লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ফগের মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক্স এবং বায়ো-কেমিস্ট্রিতে উচ্চতর ডিগ্রী রয়েছে। সফলভাবে টিকা আবিষ্কারের সম্ভাবনা ৫৩.৩%।

৫৩.৩%? মাত্র!

–অন্যান্য দলগুলোর ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা যথাক্রমে ৩৯.৭%, ৩৬.২% এবং ২৮.৮%। ফগের দলের সফল হবার সম্ভাবনা তাই সবচাইতে বেশি।

তুমি যা বলো।

–সতর্কবার্তা! ফগ রওনা দেবার আগে অননুমোদিত একটা সংযোগ স্থাপন করেছে।

কার সঙ্গে?

–মেয়েটা জ্যাক সিগলারকে একটা খুদে বার্তা পাঠিয়েছে। লোকটার সর্বশেষ অবস্থান: ফোর্ট ব্র্যাগ, নর্থ ক্যারোলিনা।

আর্মির লোক নাকি?

–খোঁজা হচ্ছে। সিগলারের সেনাবাহিনীর ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সর্বশেষ উন্মুক্ত নথি অনুসারে, ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে সে ষষ্ঠ রেঞ্জার ব্যাটেলিয়নের প্লাটুন লিডার ছিল।

খুব ভাল! এর মানে লোকটা গোপন কোন দলের সঙ্গে সংযুক্ত!

–৮২.৫% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, সিগলার এখনও ইউ.এস. মিলিটারির হয়ে কাজ করছে।

ফগের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? কী বার্তা পাঠিয়েছে মেয়েটা?

–বার্তার ধরন দেখে আন্দাজ করা যায়, দু'জনের সম্পর্কটা অনুরাগের। তবে এই বার্তার মাঝ দিয়ে গোপনে দলের লক্ষ্য সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার সম্ভাবনা শতকরা ৬৯.৭%।

এর আগে এতটা নিশ্চয়তা দিয়ে তুমি আর কিছু বলোনি!

–সিগলার বার্তা পাবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রধান লক্ষ্যে যাবার জন্য বিমানের টিকিট কেটেছে। তাই এমন নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব।

তাহলে প্রথমে সেটাই বলতে! তার মানে, এই ফগ মেয়েটার প্রেমিক আসলে এক র‍্যাম্বো। এই মুহূর্তে সে প্রধান লক্ষ্যের দিকে রওনা দিয়েছে। তা আমাকে কী করতে বলো?

–যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই বলে, সিগলারের উপস্থিতি আমাদের উদ্দেশ্যের উপর কী প্রভাব ফেলবে, তা বলা যাচ্ছে না।

প্রতিকারের চাইতে, প্রতিরোধই উত্তম। ঠিক আছে, আমি দেখছি ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

বাজি

এক

আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া

কিংকে খুন করতে পাঠানো হয়েছে চারজন মানুষ।

অবশ্য তারা ওকে **'কিং'** নামে চেনে না, চেনে জ্যাক সিগলার নামে। কিন্তু এই নামটার কোন গুরুত্বও ওদের কাছে নেই। আর দশটা লক্ষ্যের মতই, কিং কেবলই আরেকটা লক্ষ্য! তবে হ্যাঁ, যদি জানত ওদের লক্ষ **চেস টিম** নামের এক গোপন সংগঠনের নেতা, তাহলে সম্ভবত চার জন না পাঠিয়ে চল্লিশ জনকে পাঠাত!

***

ট্যাক্সির পেছনের সীটে আরাম করে বসার প্রয়াস পেল কিং, ক্লান্ত চোখ দুটোকে একটু বিশ্রাম দিতে চাইল। এই ক্লান্তির উৎপত্তি কিন্তু শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম থেকে নয়, কেননা ও দুটো জ্যাক সিগলারকে বাড়তি উদ্দীপনা জোগায়!

সেনাবাহিনীতে দারুণ কাজে লেগেছিল এই বৈশিষ্ট্য। হুমকির ধরন যেমনই হোক না কেন, খুব সহজেই সেগুলোকে পরাস্ত করতে পেরেছিল ও। বারো মাইল লম্বা মাইন পোঁতা রাস্তা, রাতের অন্ধকারে পার হওয়া; অথবা বিশ্বের সবচেয়ে রক্তপিপাসু সন্ত্রাসীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নেমে পড়া–এসব ছিল জ্যাকের বাঁ হাতের খেল। পরবর্তীতে চেস টিমের প্রধান হিসেবেও দারুণ কাজে লেগেছে এই বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার সবচেয়ে গোপন, আর সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দল এই চেস টিম। শুধু নিজ দেশের নয়, সারা বিশ্বের সুরক্ষার দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত। যেখানে সাধারণ সেনাবাহিনী হার মানে, সেখানে শুরু হয় ওদের কাজ। দলের সদস্যের দাবার ঘুঁটি অনুসারে যার-যার কলসাইন, মানে ছদ্মনাম বেছে নিয়েছে। দলনেতা বলে স্বভাবতই জ্যাক সিগলারের নাম 'কিং', হাজার পুরুষের ভিড়েও যোদ্ধা হিসেবে আলাদা নজর কারতে সক্ষম জেলডা বেকার হচ্ছে 'কুইন'। এরিক সমার্স, জন্মসূত্রে ইরানিয়ান, আর কড়া আমেরিকান হলো 'বিশপ', লোকটার দেহ দেখে আর্নল্ড শোয়ার্জিনেগারও পালাবার পথ পাবেন না। কোরিয়ান দাই-জুং নাম নিয়েছে 'নাইট' আর 'রুক' হচ্ছে স্ট্যান ট্রেম্বলে...

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিং। রুক অনেক দিন ধরেই নিখোঁজ। যারা যারা স্ট্যানের শেষ অভিযান সম্পর্কে জানে, তারা ওকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে। কিংয়ের ক্লান্তির এটাও একটা কারণ। সেই সাথে ওর নিজের বাবা-মা সম্পর্কে সদ্য জানা তথ্যটাও সেজন্য কম দায়ী না। জ্যাক জানতে পেরেছে, ওর স্নেহময়ী মা আর ওদেরকে পরিত্যাগ করা বাবা, দু'জনেই আসলে রাশিয়ার গুপ্তচর! সরাসরি চেস টিমের বিপক্ষে তাদেরকে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল!

এর সাথে আবার যোগ হয়েছে ফিয়োনা লেনের পালক পিতা হিসাবে আসা দায়িত্ব।

BanglaBook.org

তেরো বছর বয়সী এতিম মেয়েটা অতি-প্রাচীন আর আপাত-স্বর্গীয় এক ভাষায় দারুণ দক্ষ। আর তাই সে পরিণত হয়েছে অপহরণ বা গুপ্তহত্যার লক্ষ্যে। প্রথম প্রথম কিংয়ের দায়িত্ব ছিল মেয়েটাকে দেখে রাখা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নিজের সন্তানের মতই তাকে ভালবেসে ফেলেছে ও।

কাগজে কলমে অবশ্য এখন আর ফিয়োনা লেন বলে কেউ নেই। চেস টিম উদ্ধার করার পর, মেয়েটা ওদের সাথে চলে এসেছে। তবে তাই বলে কিংয়ের ঝামেলা কমেনি। মাঝে মাঝে তো জ্যাকের মনে হয়, এর চাইতে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করা বড় সহজ কাজ।

তবে ওর ক্লান্তির আসল কারণ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা। গত বিশটা ঘণ্টার প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয়েছে প্যাসেঞ্জার জেটের ছোট খুপরিতে। সেই সাথে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়ানো আর সিকিউরিটি চেকের মত একঘেয়ে ব্যাপারগুলো তো আছেই!

সারা ফগ বিপদে পড়েছে, এই চিন্তাটা আরও কাবু করে ফেলেছে ওকে। সারা, কিংয়ের প্রেমিকা।

প্রেমিকা শব্দটা বড় অপরিচিত ঠেকে কিংয়ের কাছে। ভালবাসার দেবী ওর প্রতি কখনওই প্রসন্ন ছিলেন না। কয়েক মাসের বেশি টেকেনি আগের একটা সম্পর্কও। কিন্তু ২০১০ সালে ভিয়েতনামে একটা সমস্যা একসাথে সমাধান করার পর থেকে সেই যে প্রেম শুরু হয়েছে দু'জনের মাঝে, তাতে এখনও ভাঁটা পড়েনি। সারা সি.ডি.সি.র গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য, 'রোগের গোয়েন্দা' হিসেবে মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই ওর কাজ!

ওদের সম্পর্কটা যে আর দশটা সম্পর্কের মত সাধারণ নয়, তা তো বলাই বাহুল্য!

কালো, অগোছালো চুলে একবার হাত বুলিয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করে আনল ও। পর্দায় বড় বড় করে লেখা–সংযোগ নেই। তবে ওর আগ্রহের বস্তুটা ফোনে সেভ করাই আছে। সারা বার্তা পাঠিয়েছে ওকে: সাফারিতে যাই :)। গরম জায়গা, সব কিছু ঠিক আছে। এক সপ্তাহ পর পিজ্জা খেলে কেমন হয়?

গরম জায়গা–এই দুইটা শব্দ সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে কিংয়ের মনে। সারার মত এপিডেমিওলজিস্টদের কাছে, যেকোন ছোঁয়াচে রোগের উৎপত্তিস্থলই হলো হট জোন বা গরম জায়গা। ম্যাসেজের বাকি অংশটা অবশ্য নিরীহ বলে মনে হয়।

কিন্তু যারা সারা ফগকে চেনে, তারা সে কথা ধরে নেয়ার ভুলটুকু করবে না।

দেখার সাথে সাথে বার্তাটার আসল অর্থ ধরতে পেরেছে কিং। সারা এমন ভাষায় ম্যাসেজ পাঠাতেই পারে না, তার উপর আবার স্মাইলি! অসম্ভব!

আসলে ম্যাসেজ আসাটাই একটা বড় ব্যাপার। সি.ডি.সি.র কোন দলকে যখন কোথাও পাঠানো হয়, তখন বাইরের দুনিয়ার সাথে একেবারে সংযোগহীন হয়ে পড়ে তারা। দলের প্রধান হিসেবে সারা এই নিয়মটা খুব ভাল করে জানে। তাই বিশেষ এই বেনিয়মটি বড় বেশি চোখে লাগছে, খুব বড় কোন ঝামেলা না হলে মেয়েটা এই কাজ করত না।

ম্যাসেজের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পনেরো সেকেণ্ডও লাগেনি জ্যাকের। বড় হাতের

BanglaBook.org

অক্ষরগুলোই সারার গন্তব্য পরিষ্কার করে দিয়েছে: ইথিওপিয়া'। খুব কঠিন কোন কোড না, তবে এন.এস.এ.র বিখ্যাত এশলনের মত কম্পিউটারাইজড নজর রাখার সফটওয়্যারকে ধোঁকা দিতে যথেষ্ট। সে যাই হোক, ম্যাসেজ পাবার কয়েক মিনিটের মাঝে রওনা দিয়ে দিয়েছে কিং।

একাই ব্যাপারটা সামলাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। চেস টিমের অন্য সদস্যরা এমনিতেও নানা কাজে ব্যস্ত। এরকম একটা ম্যাসেজ আর কেবল অশুভ কিছু ঘটার অনুভূতিকে পুঁজি করে সবার সময় নষ্ট করতে চায়নি ও। আর তাই সাহায্য নেয়নি ডিপ ব্লুরও!

কিং হয়তো চেস টিমের মাথা, কিন্তু ডিপ ব্লু হচ্ছেন পুরো দলটার চালিকা শক্তি। প্রথম প্রথম দলের সদস্যদের ধারণা ছিল, ওটা দাবার চ্যাম্পিয়ান গ্যারি কাসপারভকে ১৯৯০ সালে হারানো কম্পিউটারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নেয়া কোন হ্যাকারের নাম! কিন্তু পরে তারা জানতে পারল, ডিপ ব্লু আসলে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট, টম ডানকান! প্রাক্তন এই আর্মি রেঞ্জার তার ফাঁকা সময়টা ব্যয় করছিলেন চেস টিমের চোখ, কান আর পথ-প্রদর্শক হিসেবে। দেশকে বাঁচাবার জন্য এই কয়েকদিন আগেই পদত্যাগ করেছেন তিনি, তাই বলে চেস টিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। কী-বোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপেই তিনি তিন ঘণ্টার মাঝে কিংকে ইথিওপিয়ায় পৌঁছে দিতে পারতেন, তাও সব অস্ত্র আর যন্ত্রসহ!

অবশ্য সারার যদি তেমন সাহায্যের প্রয়োজন হতো, তাহলে সরাসরি চাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না জ্যাক। প্রকৃতপক্ষে, সারা যে এই বার্তার মাধ্যমে ওর সাহায্য চেয়েছে, সেটাই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না সে। হয়তো বোঝাতে চেয়েছে, আমার উপর নজর রেখ। তবে ঝুঁকি নিতে চায়নি ছেলেটা।

সেজন্যই পছন্দের সিগ পি২২০ .৪৫ ক্যালিবারের সেমি অটোমেটিক আর সাত ইঞ্চি লম্বা কা-বার ছুরি ছাড়াই চলে এসেছে সে। এখন বসে আছে এক জীর্ণ টয়োটা করোলা ট্যাক্সি ক্যাবে। পরনে রয়েছে কালো এলভিস টি-শার্ট আর নীল জিন্স। ব্যাগে আর কোন বাড়তি পোশাক নেই। ফোনের নেটওয়ার্ক ইথিওপিয়াতে ধরবে না। তবে তার অর্থ এই না যে একেবারে রাম গরুড়ের ছানা বনে গিয়েছে। চেস টিমের হাত বিস্তৃত সারা বিশ্ব জুড়ে। ওর ফোনেও আছে ইথিওপিয়াবাসী অনেকের নাম্বার। চাইলেই যেকোন কিছু খুব অল্প সময়ের মাঝে চলে আসবে জ্যাকের হাতে। জার্মানিতে এক মিশনের সময় গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে, সি.ডি.সি. দল আদ্দিস আবাবার তেওয়াহেদো জেনারেল হাসপাতালে একটা কমাণ্ড সেন্টার স্থাপন করছে। কিং যতদূর জানে, এতক্ষণে দলটা নিশ্চয় পৌঁছেও গিয়েছে জায়গামত। বোল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হাসপাতালে পৌঁছাতে আধ-ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা না। কিংয়ের হিসাব অনুসারে, এক ঘণ্টার মাঝে সে যেকোন কিছু মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যাবে।

বেচারা জানে না, এই এক ঘণ্টা সময়ও ওর হাতে নেই।

BanglaBook.org

***

সব যোদ্ধাকে সর্বপ্রথম যে শিক্ষাটা দেয়া হয় তা হলো, পরিস্থিতির ব্যাপারে সজাগ থাকা। কোন ধরনের হুমকির সম্ভাবনা না থাকলেও, কিং তাই সদা-সতর্ক হয়ে থাকে। কয়েক মিনিট পরপর ঘাড়টাকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখে নেয়াটা ওর স্বভাবে পরিণত হয়েছে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথচারী, অন্ধকার গলিতে আত্মগোপন করে থাকা মানুষ–কেউই ওর নজর এড়ায় না। এড়ায় না ট্রাফিক ঠেলে এগোতে থাকা গাড়িও। কোন বিপদই জানান দিয়ে আসে না, তবে দক্ষ সৈন্য কীভাবে কীভাবে যেন আঁচ করে ফেলে।

তবে একজোড়া কালো ডজ পিক-আপকে ছুটে আসতে দেখাটা মনে হয় না অন্ধও মিস করবে!

এতক্ষণ ধরে দেখতে পাওয়া গাড়িগুলোর মাঝে আলাদা করে নজর কাড়ল কালো দুটো গাড়ি। কিংয়ের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো ওগুলোর তাৎপর্য ধরতে পারত না। কিন্তু বাগদাদ আর কান্দাহারের রাস্তায় এসব গাড়ি কম দেখেনি জ্যাক। কালো দেহ, কালো এবং বুলেটপ্রুফ কাঁচ আর শক্ত প্লেটিং দেয়া এই গাড়িগুলো ব্যবহার করে কেবল বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা...এককথায় ভাড়াটে সেনারা।

কাকতাল নিশ্চয়, ভাবল ও। উন্নয়নশীল দেশে ভাড়াটে সৈন্যের দেখা পাওয়াটা একদম স্বাভাবিক। ধনী ব্যবসায়ীদের দেহরক্ষী, পুলিসের সহযোগী বা সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবেও অনেক সময় নিয়োগ দেয়া হয় তাদের।

কিন্তু এই ধারণাটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র দশ সেকেণ্ড। এরই মাঝে একদম সামনের ট্রাকটা এগিয়ে এসে ট্যাক্সির সাথে চলতে শুরু করল! সেই সাথে নেমে এল ওটার যাত্রীর দিককার জানালার কাঁচ!

'সাবধান!'

চিৎকার করতে-করতেই কিং দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ল ড্রাইভারের সীটের পেছনে। এক মুহূর্ত পর শুনতে পেল ধাতুর উপর বুলেটের আছড়ে পড়ার শব্দ, সেই সাথে কাঁচ ভাঙার রিন-ঝিন আওয়াজ তো আছেই। কিন্তু বুলেট বের হবার কোন শব্দ নেই! ঝুঁকি নিয়ে একবার মাথা উঁচু করে তাকাল কিং।

ড্রাইভারের পাশের একটা জানালাও আর আস্ত নেই। এমনকী উইন্ডশিল্ডও জালের মত ফাটল ধরেছে। কিং দেখতে পেল, সামনের গাড়িটা প্রায় একশো মিটার সামনে এগিয়ে গিয়েছে, পরেরটা এখনও ওদের গাড়ির পেছনে। ড্রাইভারের দিকে মনোযোগ দিল সে।

'শোন...' বাক্যটা শেষ করার আর দরকার হলো না। ইথিওপিয়ান লোকটা স্টিয়ারিং হুইলের উপর শুয়ে আছে...মাথার পেছন দিকটা রক্ত আর মগজে মাখামাখা।

অর্থহীন খুনটা দেখে রাগে গাল বকে উঠল কিং। ঠিক তখনই উপলব্ধি করতে পারল, ক্যাবটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ধারের দিকে!

চোখে পড়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, দেহের সামনের অংশটা ড্রাইভারের সীটের উপর

BanglaBook.org

ছুঁড়ে দিল কিং। গাড়ির যদি খাদে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে কোনক্রমে বাঁচাল ও। এদিকে গতি কমে এসেছে করোলার, সেই সুযোগে একটা বক্সের মাঝে ওর গাড়িটাকে ফেলে দিয়েছে দুই পিক-আপ। আর কিছুক্ষণের মাঝেই সাঙ্গ হবে খেলা।

দরকারের সময় যে চেস টিম কই থাকে!

মাথা থেকে দলের চিন্তাটা ঝাঁটিয়ে সরিয়ে দিল কিং। হার মেনে নেয়া চলবে না। দল পাশে নেই বলেই হতাশ হয়ে যাবে? দাবার বোর্ডে রাজা সবচেয়ে দুর্বল আর কমজোর ঘুঁটি হতে পারে, কিন্তু নাম কিং বলেই তো আর ও নিজে দাবার রাজার মত অক্ষম হয়ে যায়নি। তবে হ্যাঁ, রুককে পাশে পেলে মন্দ হতো না।

হাতের কাজে মনোযোগ দাও। নিজেকে ধমকাল ও। এই করোলার নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে তোমাকে।

রুক্ষ হাতে ড্রাইভারের দেহটা পাশের সীটে সরিয়ে নিজে ড্রাইভিং সীটে বসে পড়ল জ্যাক। অ্যাক্সিলেটরে যখন পা স্পর্শ করাতে পেরেছে, তখন করোলাটার গতি ঘণ্টায় মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। চাইলে কিং এরচেয়ে জোরে দৌড়াতে পারে! ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ধাওয়ারত পিক-আপের দিকে তাকাল ও। ওটা যেন সুনামির মত ছুটে আসছে! আর কালক্ষেপণ না করে গাড়ির মেঝের সাথে মিশিয়ে দিল অ্যাক্সিলেটর।

তেল পেয়ে যেন ফুঁসে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন। কিন্তু পুরনো বলেই হয়তো কিছুক্ষণ আদেশ মানতে চাইল না, গতি থেমে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্য। যখন ইঞ্জিন সহযোগিতা করতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে কিং আছড়ে পড়ল ড্যাশবোর্ডে।

তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ওর ঘাড় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করে নিল কিং। ধাওয়াকারী ডজের চালক সম্ভবত আশা করে ছিল, ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাবে করোলা। কিন্তু তা না করে উল্টো যেন পাখা গজাল ওটার। অকস্মাৎ বেড়ে গেল গাড়িটার গতি।

ক্ষুদ্র হলেও, ব্যাপারটাকে বিজয় বলেই ধরে নিল কিং। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বেশি, তাদের পরিচয়ও জানে না। তাই ওদের বিজয়ের সম্ভাবনাই বেশি। তবে হাল ছাড়বে না জ্যাক, স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওটা একশোর কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে। প্রতি আক্রমণ করার কী কী উপকরণ রয়েছে চারপাশে, মনে মনে সেটা গুছিয়ে নিল।

বেশিক্ষণ লাগল না কাজটাতে, তালিকাটা শুরু না হতেই ফুরিয়ে গিয়েছে!

ভালভাবে দেখার জন্য উইণ্ডশিল্ডে একটা ফুটো করে নিল কিং। সামনের পিক-আপটা ব্রেক কষে রাস্তার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সাইড মিরর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে পেছনের গাড়িটার এগিয়ে আসা, আরেকবার ধাক্কা মারবে বলে মনে হচ্ছে। দুই ড্রাইভার ভালমত পরিকল্পনা করেই এসেছে, বুঝতে পারল কিং। বাঁচতে হলে তাই নিতে হবে অভাবনীয় কোন পদক্ষেপ।

রাস্তার ডান দিকে নজর গেল ওর, ওদিকে এগোতে চাইল...কিন্তু সামনের পিক-আপটা সরে গিয়ে আটকে দিল ওর রাস্তা।

BanglaBook.org

বাঁ দিকে গাড়ির মুখ ঘোরাল গাড়িটার, কিন্তু পিক-আপটাও সরে এল সেদিকে।

আরও দুইবার একই কাজ করল সে, কাজ হবে বলে আশা করেনি। চেয়েছিল কেবল ড্রাইভার কতটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেটা দেখতে। সেই সাথে করোলার অবস্থা দেখাও দরকার ছিল। খুব ভাল কণ্ডিশনে নেই ওটা, তবে প্রয়োজনের সময় ওকে হতাশ করবে বলে মনে হয় না।

শেষ বারের মত বাঁ দিকে সরিয়ে আনল গাড়ি, একদম রাস্তার ধারে। পিক-আপটাও পিছু ছাড়ল না। আগেরবারের মতই আবার ডান দিকে সরিয়ে আনল করোলা, আশা করছে পিক-আপের ড্রাইভার ওকে দেখতে পাবে না। হলোও তাই, করোলাটাকে থামাবার জন্য একেবারে ডান দিকে চলে এল পিক-আপ।

কিং সুযোগ বুঝে গ্যাস পেডালের উপর দাঁড়িয়ে গেল যেন। পিক-আপটা ডান দিকে গেলেও, সে সরে গেল একেবারে বামে। পিক-আপের ড্রাইভার সামলে নেবার আগেই বাঁ দিকের ফাঁকা হওয়া জায়গা দিয়ে করোলাটা বের করে আনল ও।

শত্রুর গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভারের দিকে তাকাল জ্যাক, এক ককেশিয়ান লোক চেহারায় বিরক্তি নিয়ে সীটে বসে আছে। এক মুহূর্ত পরই বাতাসের গতিতে পেরিয়ে গেল করোলাটা, শত্রুর ফাঁদ কাটতে সক্ষম হয়েছে।

জয়ের উল্লাসে সময় নষ্ট করতে গেল না ও; ত্রিশ সেকেণ্ড আগে যে অবস্থা ছিল, এখনকার অবস্থা তার চাইতে খুব একটা বেশি ভাল হয়নি। ধাওয়াকারীদের ধোঁকা না দেয়া পর্যন্ত হবেও না। এদিকে হাইওয়েতে না উঠলে তা অসম্ভব, পিক-আপগুলোর ইঞ্জিনের শক্তি ওর করোলাকে হার মানাবে খুব সহজেই। রাস্তার দিকে একটা চোখ রেখে, ফোনটা বের করে আনল আবার।

রওনা দেবার আগেই আদ্দিস আবাবার একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছে মোবাইলে। জিপিএস এর মত কাজের না হলেও, একেবারে কিছু না থাকার চাইতে ভাল। টাচ স্ক্রিনে আঙুল বুলিয়ে ম্যাপটাকে বড় করে আনল ও। বিমান বন্দরটাকে খুঁজে পেতেই সহজ হয়ে গেল বাকি কাজ। রিং রোড–শহরকে ঘিরে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ের ঠিক কোথায় ও আছে তা আন্দাজ করতে পারল।

বিমান বন্দরের আশেপাশের এলাকায় মানুষ নেই বললেই চলে। রাস্তার গোলকধাঁধা শুরু হয়েছে শহরে ঢোকার পর। যদি ওই পর্যন্ত যেতে পারে, তাহলে হয়তো এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাবে।

যদি, অসন্তোষের সাথে ভাবল কিং।

ট্যাক্সির দেহজুড়ে যেন হাতুড়ির আঘাত পড়ছে! ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে বুঝতে পেরে, মাথা নামিয়ে নিল কিং। আচমকা মনে হলো, ডান হাতে যেন কোন সাপ ছোবল বসিয়ে দিয়েছে। ফিরেও তাকাল না সে; বুলেটের আঘাত হলেও যেহেতু হাত নাড়াতে পারছে, তাই খুব একটা গভীর হবার কথা না। আর হলেও বা কী? এই মুহূর্তে ক্ষতের কোন পরিচর্যা নেয়াও সম্ভব না।

এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বুঝে ফেলল, গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওর মনোযোগ অন্য দিকে ফেরাবার জন্য। ও যখন ঝুঁকে গিয়েছিল, তখনই সুযোগ কাজে লাগিয়ে একদম

BanglaBook.org

কাছে চলে এসেছে একটা পিক-আপ।

প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ও—করোলাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে! সৈন্যদেরকে এই টেকনিকটাও সেখান হয়। যদি পলায়নরত গাড়ির পেছনের চাকায় মাপা আঘাত করা যায়, তাহলে ওটাকে একশো আশি ডিগ্রী ঘোরান সম্ভব। আর অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এতে আঘাতপ্রাপ্ত গাড়িটা দাঁড়িয়েই পড়েছে!

ওই ক্লাসটা আমিও করেছি, গর্দভ!

পিক-আপটা যখন আঘাত হানল, তখন কিং তৈরি। ওটা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই ব্রেক করল কিং। ডজের ড্রাইভারটা যেখানে করোলাকে আশা করেছিল, সেখানে আর পেল না। এদিকে সে নিজের গাড়িটাকে ঘুরিয়েও ফেলেছে, বন্ধ করার আর উপায় নেই। ডজটা সাঁই করে কিংয়ের সামনে দিয়ে চলে গেল। কিং-ও বসে নেই, গতি আবার বাড়িয়ে সে ডজটাকে পাশ কাটাতে ব্যস্ত।

সফল হয়েই গিয়েছিল প্রায়।

ধাতুর সাথে ধাতুর ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ কানে এল ওর। কলোরার সামনের বাম্পারের সাথে আঁটকে গিয়েছে ডজ পিক-আপটার পেছনের বাম্পার। আঁটকে পড়েছে দুই বাহন, একসাথে ওল্টাতে শুরু করে দিয়েছে।

যেন দুই হিংস্র প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে-অন্যের ওপর।

BanglaBook.org

দুই

সারা ফগ ভ্রমণকে ঘৃণা করে।

অবশ্য ঘৃণা করে বলাটা সম্ভবত একটু বেশি বেশি হয়ে গেল। কেননা কথাটা সত্যি হলে, মেয়েটা এই পেশায় আসত না।

সি.ডি.সি.র হয়ে যে কাজ করে ও, তাতে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয় ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের মাঝে। তবে যেকোন যুদ্ধের মতই, জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মাঝে মাঝে ওকে মাঠে নামতে হয়। যার অর্থ–ভ্রমণ করা। প্রায়শই গিয়ে নামতে হয় পৃথিবীর অপরিচিত কোন দূর অংশে।

তাতে অবশ্য সারার কোন আপত্তি নেই। সত্যি বলতে কী, নতুন নতুন মানুষের, নতুন নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পেরে ওর ভালই লাগে। সারার ভ্রমণে অরুচি আর অতিশয় ল্যাবে-প্রীতির পেছনে অন্য একটা কারণ আছে–সেন্সরি প্রসেসিং ডিসক্রিমিনেশন ডিযঅর্ডার নামের এক অদ্ভুত রোগের রোগী ও।

সাধারণত, মানুষের কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হওয়া মাত্র সেই উদ্দীপনা যথাযথ অঙ্গ যেমন চোখ, কান, নাক ইত্যাদি হয়ে চলে যায় মস্তিষ্কে। তারপর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উদ্দীপনার সাথে মিলিয়ে দেখা হয় নব্য-প্রাপ্ত উদ্দীপনাকে। আগেই অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন সব স্মৃতির সাথে দৃশ্য, গন্ধ বা শব্দের খাপ খাইয়ে মস্তিষ্ক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা ঠিক করে। যেমন আচমকা তীব্র আওয়াজ শুনতে পেলে মস্তিষ্ক প্রায়শই শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যাদের এই এস.ডি.ডি. রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। উদ্দীপনা সেসব ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছাতে পারে না। কানে শব্দ শুনে বা চোখে দেখে সাধারণ মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাদের প্রতিক্রিয়া হয় তার থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

জন্ম থেকেই এই রোগে আক্রান্ত বলে এস.ডি.ডি.কে সারার কোন সমস্যা বলে মনে হয় না, বরং উল্টো। রোগটা জ্যাক সিগলারের দলের সাথে যাওয়া একাধিক অভিযানে প্রাণ বাঁচিয়েছে ওর। মাঝে মাঝে তো সারার মনে হয়, এই রোগটা আসলে এক 'সুপার পাওয়ার'! তবে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও হয়।

নিজের ঘরে আর আটলান্টার সি.ডি.সি. ল্যাবে এই সমস্যা কমিয়ে আনার নানা উপায় অবলম্বন করে সারা। কিন্তু যখন মাঠ পর্যায়ে যেতে হয়, তখনই হয় সমস্যা। আর তাই ভ্রমণে অনীহা।

লম্বা একটা শ্বাস নিল মেয়েটা, নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে ভাড়া করা এস.ইউ.ভি.র দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখল।

আদ্দিস আবাবাকে এক হিসবে আধুনিক বলাই যায়। মানবজাতির প্রাথমিক পূর্বসূরিরা সম্ভবত এই ইথিওপিয়াতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু শহরটার বয়স মাত্র একশো বছর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে নগরের

গোড়াপত্তন করেন সম্রাট প্রথম মেনেলিক। বিশ্বের অন্য যেকোন উন্নয়নশীল দেশে শহর গড়ে ওঠে বেশ কিছু গ্রামের সমন্বয়ে। অথচ আদ্দিস আবাবা একেবারে শুরু থেকেই নগর; শিক্ষা আর নানা ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র। তবে হ্যাঁ, পুরো মহাদেশ জুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তার আঁচ থেকে নগরী রেহাই পায়নি। গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে এখানে বাসা বেঁধেছে, কিন্তু সেই তুলনায় কর্ম-সংস্থান কই? তাই পথে অনেকগুলো রাস্তা জুড়ে সি.ডি.সি. দলটা ভিক্ষুকদের বসে থাকতে দেখেছে। আর যাই হোক, রাস্তাগুলো অন্তত পীচ ঢালা; কোন উট, ষাঁড় বা গাধা সামনে পড়তে হয়নি।

কৌতূহলী হয়ে অপরিচিত বাতাসে একবার শ্বাস টানল সারা, ভয় পাচ্ছিল যে অপরিচিত সব প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করবে ওর মস্তিষ্ক। কিন্তু তা হলো না! শব্দ বলতে রাস্তার গাড়ি আর হাসপাতালের আওয়াজ, গন্ধ পাচ্ছে তেল পোড়ার এবং ইউক্যালিপটাসের। কোনটাই ওর পরিচিত নয়।

এখন পর্যন্ত অসুবিধা হয়নি কোন, এস.ইউ.ভি.র জানালায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে ভাবল সারা। কালো চুল আর খেলোয়াড়সুলভ সৌষ্ঠবে ওকে খুব একটা মন্দ দেখাচ্ছে না। অন্তত আঁতেল শুনলেই মানুষের মনে যে চেহারা ভেসে ওঠে, তার সাথে একদম মিল নেই।

'ডা. ফগ?'

ঘুরে দাঁড়িয়েই কৌতূহলী চেহারার এক এশিয়ান লোককে দেখতে পেল ও, পরনে তার হাফ হাতা শার্ট আর খাকি প্যান্ট। 'আমি সারা ফগ।' বলল মেয়েটা।

'আমি ডা. হিদেওশি নাকামুরা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে আছি।' মুচকি হাসি দেখা গেল লোকটার চেহারায়, তবে দুশ্চিন্তা ছেয়ে আছে চেহারায়। 'আপনাকে পেয়ে খুশি হলাম। কিন্তু কেন যে পেলাম, সেটাই বুঝতে পারছি না!'

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সারা। সি.ডি.সি.র মত দলকে যখন কোথাও ডাকা হয়, তখন সেটা সাধারণত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুরোধেই হয়। 'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনারা আমাদেরকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেননি?'

'আমার যতদূর জানি, উত্তরটা হলো–না। আপনারা যে রোগীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, সে কোন সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসেনি বলেই জানতাম।'

'দোষটা আসলে আমার,' নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। উচ্চারণ শুনেই সারা টের পেল, এই লোকের জন্ম অবশ্যই আমেরিকায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও দেখল, ককেশিয়ান এক ভদ্রলোক এদিকেই এগোচ্ছে। লোকটাকে দেখে কম বয়সের হ্যারিসন ফোর্ড...নাহ, ভুল হলো; কমবয়সের হান সোলো বলে ভ্রম হয়। সারার কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। 'আমি ম্যাক্স ফুলব্রাইট। ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখিত। আমার আমন্ত্রণেই এসেছেন আপনারা।'

করমর্দন করল সারা। 'ডা. ফুলব্রাইট? আমার মনে হয়, আপনার তরফ থেকে একটা ব্যাখ্যা আমাদের প্রাপ্য।'

'ওহ, আমি ডাক্তার নই।' একটুও মলিন হলো না ফুলব্রাইটের হাসি। 'অ্যাম্বাসিতে চাকরী করি, কালচারাল অ্যাটাশে পদে।'

BanglaBook.org

আরেকটু হলেই নাক কুঁচকে ফেলেছিল সারা। কালচারাল অ্যাটাশে শব্দটা আসলে 'গুপ্তচর' এর সমার্থক। তবে কথা হচ্ছে, ফুলব্রাইট যদি আসলেই সি.আই.এ.র অফিসার হয়, তাহলে ওর সন্দেহ একেবারে সত্যি। প্রথম যখন ইথিওপিয়ায় আসার নির্দেশ পায় সে, তখন থেকেই কেন যেন মনে কু ডাকছিল। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঠিক নেই। এজন্যই জ্যাক সিগলারকে নিয়ম ভেঙে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিল সারা।

'রোগী,' এদিকে ফুলব্রাইট বলে চলছে। 'আমেরিকার নাগরিক। সেজন্যই ব্যাপারটায় নাক গলিয়েছি আমি।'

'ডা. নাকামুরার কাছে শুনলাম, সংক্রামক কোন জীবাণুর সংস্পর্শেই নাকি আসেনি রোগী?' সারা প্রত্যুত্তর দিল। 'আপনার চাইতে অন্তত এই বিষয়ে ভদ্রলোকের যোগ্যতা অনেক বেশি। আপনার কোন ধারণা আছে, একটা সি.ডি.সি. দলকে এমন কম সময়ের নোটিশে প্রস্তুত করতে কী পরিমাণ খরচ হয়? তারচেয়ে বড় কথা, এই মুহূর্তে যদি সত্যি সত্যি বিশ্বের কোথাও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তাহলে কী হবে? উত্তরটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি–অনেক মানুষের প্রাণ যাবে! মি. ফুলব্রাইট, ছোটবেলায় মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প শোনেননি?'

'ডা. নাকামুরার যোগ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই,' বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে বাউ করল ফুলব্রাইট। 'তবে ঝুঁকি না নিয়ে আরেক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়েটা নিশ্চয়ই দোষনীয় নয়। আর ডা. ফগ, ওই গল্পের শেষটা আশা করি আপনার মনে আছে? রাখাল বালক কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বাঘ দেখেছিল!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সারা। 'কেরি, দেখো তো আমাদেরকে কোথায় জায়গা করে দিতে পারেন ইনারা।'

কেরি ফ্রে মধ্য পঞ্চাশের এক শক্ত-পোক্ত মানুষ। চেহারাটা দয়ালু, চোখের চশমা তার চেহারার মাঝে এক আত্মভোলা অধ্যাপকের আবহ ফুটিয়ে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে লোকটা বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাইরাস-বিশেষজ্ঞ। সেই সাথে সারার সহকারীও বটে। মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা হাসপাতালের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেল।

ফুলব্রাইটের দিকে ফিরল সারা। 'ধোঁয়া দেখলেই আগুন লেগেছে ভাবাটা উচিত নয়। কিন্তু যখন অগ্নি-নির্বাপক দল চলেই এসেছে তো চলুন, ধোঁয়ার উৎসটা দেখে আসা যাক।'

'এটুকুই আমার চাওয়া।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে দলের কাছে চলে এল সারা, ভাড়া করা গাড়িগুলো থেকে ওরা তখন মাল-সামান নামাচ্ছে। প্রশিক্ষণের হাত ধরাধরি করে স্বভাবে চলে আসা সাথে আসা দক্ষতার সাথে কাজ করছে দলটা। বহনযোগ্য নানা যন্ত্রপাতি, ওদের জন্য ছেড়ে দেয়া জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। দলের সবাই নিজের অংশের কাজটুকু জানে। এমনকী দলনেত্রী হলেও, সারাকে হাত লাগাতে হলো। যেকোন প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার প্রথম ধাপ হলো, একটা কমাণ্ড সেন্টার স্থাপন করে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি চালু করা। এজন্য প্রত্যেককেই কাজ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার

BanglaBook.org

কনফারেন্স রুমটা ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এবার রোগীকে দেখতে যাবার পালা।

কম্পিউটার চালু করার কাজে কেরি আর দলের অন্যান্যদেরকে ব্যস্ত রেখে, হাজমাত স্যুট পরে নিল সারা। টাইভ্যাক দিয়ে বানানো পোশাকটা মাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়।

'আমি ওই পোশাক পেতে পারি?'

সারা এতক্ষণে বুঝতে পারল, ফুলব্রাইট ওদের পিছু পিছু কনফারেন্স রুম পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু ডা. নাকামুরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'দুঃখিত, বেশি নেই।' আরও কিছু বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল ওর, কিন্তু ফুলব্রাইটের একটু আগের আচরণ মনে করে চুপ করে রইল...লাভ নেই কোন।

মাথার অংশটুকু এতক্ষণ খোলা রেখেছিল ও। ওটা টেনে নিতে যাবে, এমন সময় সাদা অ্যাপ্রন পরিহিত এক কৃষ্ণাঙ্গ, সুদর্শন যুবককে সাথে নিয়ে প্রবেশ করল নাকামুরা। যুবকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে, 'ইনি হচ্ছে ডা. আবদুল্লাহ, রোগীর চিকিৎসার ভার এর হাতেই ন্যস্ত।'

হাজমাত স্যুটের উপর নজর পড়া মাত্র নার্ভাস হয়ে গেল আবদুল্লাহ। 'আপনাদের আসার কথা শুনে রোগী, মানে মিস কার্টারকে আমরা চারতলায় একটা রুমে আলাদা করে রেখেছি। তবে...আমাদের এখানে উপকরণের বড় অভাব।' কথা শুনতে শুনতে সারা বুঝতে পারল, ইথিওপিয়ান ডাক্তার ভয় পেয়ে গিয়েছে। ভাবছে, সে নিজে আবার কোন বাজে জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হলো না তো!

'স্যুটটা কেবল বাড়তি সাবধানতার খাতিরে পরা হয়েছে।' সাহস দিল ও। 'আমার মনে হয় না এর কোন দরকার আছে, তবে নিয়ম...বুঝতেই পারছেন!' কথা শুনে নড করল ইথিওপিয়ান ডাক্তার, কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে।

নমুনা সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তুলে নিল সারা। 'এখুনি রোগীকে দেখতে চাই।'

'অবশ্যই।' বলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আব্দুল্লাহ।

ফুলব্রাইটও চলল সাথে, ভাবখানা এমন যে এটা তার জন্মগত অধিকার! হাঁটতে হাঁটতেই সারাকে রোগীর রোগ সংক্রান্ত তথ্য জানাল আবদুল্লাহ। 'তিন দিন আগে আমাদের কাছে আনা হয়েছিল রোগীকে। যে লোকটা তাকে এখানে রেখে গিয়েছিল, তার পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। অজ্ঞান হয়ে ছিল রোগী, পানি স্বল্পতার লক্ষণ পুরোপুরি পাওয়া গিয়েছিল।'

'রোগীর নাম জানলেন কী করে?'

'নেক্সাস জেনেটিক্স নামের এক রিসার্চ ফার্মের ব্যাজ সাঁটা ছিল বুকে। আমরা জানতে পেরেছি, আফার এলাকায়, আরও ঠিক করে বলতে গেলে দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকার এক অভিযাত্রী দলের সদস্য তিনি। তবে অভিযানের উদ্দেশ্য কী, বা মিস কার্টার ওখানে কেন গিয়েছেন, এসব ব্যাপারে নেক্সাস আমাদেরকে কোন তথ্য দেয়নি।'

'একজন জেনেটিসিস্ট রিফট উপত্যকায় কী খুঁজতে গেলেন?' চিন্তাটা পেয়ে বসল

BanglaBook.org

সারাকে। প্রথম সুযোগেই নেক্সাসের ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল ও।

'অবশ্য সেক্ষেত্রে সংক্রামক কোন জীবাণুর সংস্পর্শে আসলেও আসতে পারেন তিনি। তবে জায়গাটা একেবারে নির্জন। যদি আমাদের সন্দেহ ঠিক হয়েও থাকে, তাহলে জীবাণু এসেছে কোন পশুর দেহ অথবা কোন পতঙ্গ থেকে। ব্যাক্টেরিয়া বা ফাঙ্গাসের স্পোর[২]ও হতে পারে। তবে আমার মনে হয় না রোগটা মানুষের দ্বারা ছড়াবে। খুব সম্ভবত পানি-স্বল্পতাই রোগীর এই অবস্থার জন্য দায়ী। চিকিৎসায় লাভ হয়েছে কোন?' লিফটে উঠতে উঠতে জানতে চাইল সারা।

'রোগীর ভাইটাল সাইন,' লিফটের একটা বোতাম টিপল আব্দুল্লাহ। 'মানে রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ির গতি–এসব এখন স্বাভাবিক। রক্ত পরীক্ষা করে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি যে অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো ঠিকমতই কাজ করছে। শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণও স্বাভাবিক। তবে এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

'শারীরিক কোন আঘাত পায়নি তো?' প্রশ্নটার উত্তর শোনার আগেই, অজ্ঞান হয়ে থাকার আরেকটা সম্ভাব্য কারণ সারার মাথায় চলে এল: মানসিক আঘাত।

আবদুল্লাহর কথায় আরও পোক্ত হলো ওর সন্দেহ। 'আমার ধারণা, রোগীর এই অবস্থা অনেকটাই মানসিক কারণে। এখানে যখন সে আসে, তখন হাতে একটা জিনিস ধরে ছিল। ধরে ছিল বললে আসলে ভুল হবে; ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, সেভাবে আঁকড়ে ধরে ছিল। ওটা সরাবার চেষ্টা করা মাত্র রোগী অস্থির হয়ে উঠল! এমনকী আরেকটু হলে হৃদপিণ্ডই বন্ধ হয়ে যেত! তাই আর সরাইনি।'

'কী সেই জিনিস?'

লিফট থামলে খুলে গেল দরজা। সারার নাকে এসে সাথে সাথে লাগল হাসপাতালের চিরপরিচিত গন্ধ। কিন্তু আবদুল্লাহর কথায় চমকে উঠে সেই গন্ধকে ভুলে গেল ও। 'একটা খুলি। সম্ভবত বানর বা শিম্পাঞ্জীর।'

শব্দ করেই প্রায় আঁতকে উঠল সারা। এক গবেষকের হাতে প্রাচীন খুলি? তাও আবার সন্দেহ করা হচ্ছে যে গবেষক কোন অজানা জীবাণু বহন করে চলছে! ফুলব্রাইট যে ঝেড়ে কাশছে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল মেয়েটা।

হাজমাত স্যুটটাকে আর বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে না।

তবে একটা ব্যাপার এখনও খোঁচাচ্ছে ওকে। 'রিফট উপত্যকায় শিম্পাঞ্জী আছে বলে তো কখনও শুনিনি।'

'আমার জানা মতে, নেই। তবে খুলিটা অনেক পুরাতন, ফসিল হতে পারে।' একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। 'এই ঘরটাতেই আছে রোগী।'

আমহারিক পড়তে না জানলেও, দরজায় কী লেখা তা আন্দাজ করতে পারছে সারা। এখানে আরও অনেক কিছু থাকা উচিত ছিল–ভেতরের বাতাস যেন বাইরে না আসে, সে ব্যবস্থা; প্লাস্টিকের দরজা, ওতে রাবারের সীল–ইত্যাদি।

তবে আবদুল্লাহ আর নাকামুরার মতে, রোগী যেকোন সংক্রামক জীবাণুর সংস্পর্শে

BanglaBook.org

এসেছে, এমন কোন প্রমাণ তো নেই। নড করে মাথার উপর টেনে নিল হেলমেট। মেয়েটা দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াতেই, অন্য তিনজন পিছিয়ে এল।

দরজার ওপাশে একটা সাধারণ হাসপাতাল-কক্ষ। এক লম্বা, কালো চামড়ার মহিলা শুয়ে আছে তেমনি এক সাধারণ বিছানায়। সাদা একটা চাদর দিয়ে ঢাকা হয়েছে তার দেহ। একটু দাঁড়িয়ে মহিলাকে দেখল সারা, যদি নড়ে। কিন্তু না, নড়ল না মহিলা। তাই নিজেই এগিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই, প্রথমে নজর পড়ল রোগীর বুকের উপর। মেয়েটা এখনও সেই খুলি আঁকড়ে ধরে রয়েছে। ওটা যে মানুষের না, তা রোগীর হাতের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আসলে বানর না শিম্পাঞ্জী, তা বোঝা সারার সাধ্যের বাইরে। সময়ের সাথে হলদে হয়ে এসেছে, বোঝাই যাচ্ছে বহু বছর মাটির নিচে থাকার পর তোলা হয়েছে ওটাকে। সেটা অবশ্য ওই খুলির জীবাণু মুক্ত হবার পেছনে কোন শক্ত যুক্তি হতে পারে না। এমন অনেক ভাইরাস আছে, যেটা অনেকদিন সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে! সারা ঠিক করল, জীবাণু থাকুক আর না থাকুক, খুলিটা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দরকার হলে ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করে রোগীর হাত থেকে সরিয়ে নেবে ওটা।

সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ হলে, রোগীকে পরীক্ষা করা শুরু করল সারা। মহিলাকে রুগ্ন আর অসুস্থ দেখাচ্ছে। নাকে নল দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে তাকে, সেই সাথে শিরা পথে দেয়া হচ্ছে পুষ্টিকর তরল। মহিলাকে দেখে একটা চিন্তাই এল সারা মনে, এর সঙ্গীদের অবস্থা কী?

রোগীকে দুর্বল দেখালেও, তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভালভাবেই চলছে। ভাইরাসের কারণে প্রদাহ হলে যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলোর কোনটাই নেই! মেয়েটার কানে একটা থার্মোমিটার ঢোকাল ও। দেখা গেল, রোগীর তাপমাত্রা আসলে স্বাভাবিকের চাইতে এক ডিগ্রী কম! জ্বর নেই মানে, প্রদাহও নেই। অন্যান্য যেসব লক্ষণ দেখে ভাইরাসের প্রদাহ সন্দেহ করা যায়, একে একে সেগুলো খুঁজল সারা। তবে ফলাফল দেখে বুঝল, এক অজ্ঞান হওয়া ছাড়া মহিলার আর কোন সমস্যাই নেই!

তাহলে ফুলব্রাইট কেন সি.ডি.সি.কে ডাকল?

এই রহস্যের সমাধান করেই ছাড়বে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো সে। তবে এই রোগী যে কোন-না-কোন জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে, সেই সন্দেহটা এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি তার।

নিয়ম মেনে ত্রিশ সি.সি. রক্ত টেনে নিল সারা, তিনটি আলাদা আলাদা ভায়ালে রক্ত ভরে নিয়ে সেগুলোকে রাখল নমুনা রাখার বাক্সে। যদি মহিলার দেহে কোন ভাইরাস আসলেই প্রবেশ করে থাকে, তাহলে রক্তে তার প্রমাণ থাকবে অবশ্যই। কাজ শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সারা। বাইরে বেরিয়ে খুলে ফেলল পরনের হাজমাত স্যুট।

ফুলব্রাইট এগিয়ে এল। 'কী বুঝলেন?'

লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে আবদুল্লাহকে বলল সারা, 'আমি ওই খুলিটাকে রোগীর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাই। কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। লাগলে ওকে

BanglaBook.org

ঘুমের ওষুধ দিন।'

ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়ল ইথিওপিয়ান ডাক্তার।

'আমার মনে হয় না এতে কোন ঝুঁকি আছে,' যোগ করল ও। 'কিন্তু আমরা...'

অদ্ভুত এক অনুভূতি আচমকা চুপ করিয়ে দিল ওকে। কী সেই অনুভূতি, তা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল সারা। পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর, কিন্তু ঠিক কী তা বুঝতে পারছে না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, অশুভ কিছু একটা ঘটতে চলছে।

ফুলব্রাইটের নজর এড়াল না ব্যাপারটা। 'সমস্যা?'

লোকটার চেহারা থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে, সেই স্থান করে নিয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সারার জ্যাক সিগলারের কথা মনে পড়ে গেল। জ্যাক ওর প্রেমিক হলেও, এই মুহূর্তে চেস টিমের নেতা হিসেবে যুবকের আচরণের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। সাথে সাথে অনুভূতিটা চিনতে পারল সারা, 'শুনতে পেয়েছেন?'

'কী?' আবদুল্লাহ জানতে চাইল।

আচমকা হাসপাতালের ঠাণ্ডা আবহ ভেঙে গেল অ্যালার্মের আওয়াজে।

শার্টের নিচ থেকে একটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল বের করে আনল ফুলব্রাইট। 'এখান থেকে যাওয়া দরকার,' যেন ঘোষণা দিল সে। 'আক্রমণের শিকার হয়েছি আমরা।'

সারার অন্তরাত্মা প্রথমেই অস্বীকার করল কথাটা। আরে না, কাকতাল হবে...ফুলব্রাইট বাড়িয়ে ভাবছে...ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু...

কিন্তু হল ঘরের একদম শেষ মাথায় দু'জন লোককে দেখে চমকে গেল ও। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো যুদ্ধের পোশাকে ঢাকা, হাতে অস্ত্র।

সন্দেহ দূর হয়ে গেল সারার।

BanglaBook.org

তিন

একে একে তিনবার পাক খেল ট্যাক্সিটা।

শিরায় শিরায় অ্যাড্রেনালিনের ছড়িয়ে পড়া টের পাচ্ছে কিং। উত্তেজনার বসে যেন পুরো ঘটনাটা ধীরে ধীরে ঘটতে দেখছে সে। নিজেকে তার চলমান কোন ওয়াশিং মেশিনের চাকায় আটকে থাকা কাপড় বলে মনে হচ্ছে।

রাস্তার সাথে ঘর্ষণের কর্কশ শব্দ তুলে অবশেষে স্থির হলো গাড়িটা, ধাতব বড়ি জুড়ে ছেঁচড়ানোর দাগ। প্যাসেঞ্জার ডোরের উপর নিজেকে আবিষ্কার করল কিং, ওপর থেকে কিছু একটা চেপে আছে গায়ে।

নিজেকে ফিরে পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগল কিংয়ের। এরকম একটা দুর্ঘটনার পরও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়ার ফাঁকে বুঝতে পারল, এখন শুধু একটা কাজই করার আছে–

পালানো...

গাড়ির পাক খাওয়া থেমে গেলেও, মাথার ভেতর মগজটা ঘুরপাক খাচ্ছে এখনও। ধরা দিতে দিতেও যেন জায়গা থেকে শেষ মুহূর্তে উড়াল দিচ্ছে চিন্তাগুলো।

একটা গাড়ির ভেতর আছি আমি, ভাবল কিং। পিক-আপের সাথে সংঘর্ষ, তারপরই উল্টে গেল পুরো পৃথিবী। কিন্তু এখন আমার গায়ে চেপে আছে, কী ওটা?

একটা মৃতদেহ।

পালাতে হবে...

কিন্তু এই লোকটাকে মারল কে?

ওটা পরে ভেবে দেখা যাবে। কেউ একজন ড্রাইভারকে খুন করেছে, আর এখন ছুটে আসছে তোমাকে মারার জন্য। পালাও...

'উঠে পড়ো, সৈনিক,' ড্রিল সার্জেন্টের মত বাজখাঁই কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কিং। নির্দেশটা কানে ঢুকতেই মনের ভেতর পরিবর্তন টের পেল চেস দলের দলপতি। মাথা ঘোরা আর গায়ে ব্যথা অগ্রাহ্য করে অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তেই। হাচরে-পাঁচড়ে ড্রাইভারের লাশের নিচে থেকে মাথা বের করে চারপাশে দেখার প্রয়াস পেল।

ডানপাশে কাত হয়ে আছে তাদের করোলা। সামনের উইণ্ডশিল্ডের কোন অস্তিত্বই নেই। দুর্ঘটনার কারণে ডজ পিক-আপটাও উলটে আছে কয়েক ফুট সামনে, মুখটা এদিকে ঘোরানো। বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখেই আরোহীর অবস্থা আন্দাজ করা যাচ্ছে। তবে চোখের ঝাপসা ভাব কেটে যেতেই পিক-আপের ড্রাইভারের উপর নজর পড়ল কিংয়ের। ভেঙে যাওয়া স্টিয়ারিং হুইলের সাথে যেন গেঁথে গিয়েছে লোকটা। রক্ত আর মাংস ছড়িয়ে আছে ক্যাব জুড়ে।

BanglaBook.org

চোখ কচলে নিয়ে আবারও লোকটার দিকে তাকাল কিং, রক্ত-মাংসের দলার ভেতর ক্লু খোঁজার চেষ্টা করছে। মনে শুরু হয়ে গিয়েছে চিন্তার ঝড়, কী করা যায় এখন? ঠিক তখনই মনে পড়ল, দুর্ঘটনা ঘটার সময় মাঠে অন্তত আরও একজন খেলোয়াড়কে দেখেছিল সে, আরেকটা ট্রাক।

কথাটা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল চেস দলের দলপতি। তারপরই হাঁটু আর কনুইতে ভর দিয়ে হাচরে-পাঁচড়ে উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসায় মন দিল।

পিক-আপের ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে আরও ভেতরে সেঁধিয়ে গেল তার নজর। নিথর হয়ে পড়ে আছে পাশে বসা আরোহী। গায়ে তেমন একটা আঘাতের দাগ না থাকায় বোঝা যাচ্ছে, এখনও ইহজগতের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি সে। হাতে একটা হেকলার অ্যাণ্ড কচ এম.পি. ফাইভ ধরে রাখা, এটা দিয়েই তাদের গুলি করা হয়েছিল। অস্ত্রটার অতিরিক্ত আওয়াজ ঢাকার জন্য নলের মাথায় একটা সাপ্রেসর ফিট করা আছে।

মেশিন পিস্তলটার দখল নেয়ার জন্য টানাটানি শুরু করতেই কিং বুঝতে পারল, জেগে উঠেছে ঘুমন্ত শত্রু। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই হাতের অস্ত্রটা টেনে ধরেছে লোকটা। তবে ততক্ষণে তার কণ্ঠায় মোক্ষম এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে কিং। এক আঘাতেই গুঁড়িয়ে গিয়েছে ট্রাকিয়া। সাথে সাথে অস্ত্রের কথা ভুলে গলা আঁকড়ে ধরল পিক-আপের আরোহী। জীবনের শেষ কয়েকটা সেকেণ্ড খাবি খেতে খেতেই কেটে গেল তার।

প্যাসেঞ্জার ডোরের জানালা দিয়ে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় ট্রাকটার দিকে নজর গেল কিংয়ের। উল্টে থাকা ট্যাক্সির সামনে এসে থেমেছে ওটা। এই মুহূর্তে দু'পাশের দরজাই খোলা। ক্যামোফ্লাজ গিয়ার পরা দুই আরোহীর একজন এম.পি. ফাইভ তাক করেছে ভাঙাচোরা ট্যাক্সির দিকে, আরেকজন এগিয়ে আসছে পিক-আপের সঙ্গীদের অবস্থা দেখতে।

তাহলে জোড়া বেঁধে কাজ করছে শালারা, ভাবল কিং। ততক্ষণে পিক-আপের পাশে চলে এসেছে এক সৈন্য। দেখে ফেলেছে অস্ত্র হাতে আড়ালে দাঁড়ানো তাদের টার্গেটকে। মুহূর্তেই দেহের পাশে ঝুলতে থাকা নিজের হেকলার অ্যাণ্ড কচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। তবে তার আগেই ট্রিগারে চেপে বসেছে কিংয়ের আঙুল। সেলাই করার ভঙ্গিতে রক্তমাংস ছিটিয়ে লোকটার বুক বেয়ে উঠে গেল গুলির সারি।

লাশটা মাটিতে পড়ার আগেই নড়ে উঠেছে কিং, লাফিয়ে পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গিয়েছে ট্রাকের নিচে। তাই সঙ্গীর পতনের আওয়াজে চমকে ওঠা ট্যাক্সির সামনে থাকা অস্ত্রধারী ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেল না। ততক্ষণে পিক-আপের নিচ থেকে কিংয়ের পাঠানো বুলেট খুঁজে নিয়েছে তার টার্গেট। কাটা কলাগাছের মত রাস্তায় আছড়ে পড়ল লোকটা।

নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। হামাগুড়ি দিয়েই কিং এগিয়ে গেল তার দিকে। নড়াচড়ায় সতর্কতার ছাপ স্পষ্ট, জানে না–ট্রাকটার ভেতর আরও কোন শত্রু অবশিষ্ট আছে কিনা।

BanglaBook.org

এম.পি. ফাইভ বাগিয়ে ধরে ট্রাকের ক্যাব চেক করল কিং। নেই ভেতরে কেউ। আবারও পড়ে থাকা শত্রুদের লাশের কাছে ফিরে এল সে। পুরাদস্তুর ব্যাটল গিয়ার পরে আছে সবাই। বুকের ভেস্টের ছোট ছোট পকেটগুলোতে অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, গ্রেনেড আর টুকটাক কিছু যন্ত্রপাতি। কিন্তু তাদের কে বা কারা পাঠিয়েছে, সেই ব্যাপারে কোন ক্লু নেই। এম.পি. ফাইভের জন্য চারটা বাড়তি ম্যাগাজিন নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিল কিং।

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে বেগ পেতে হলো না চেস টিমের দলনেতাকে। সারার অ্যাসাইনমেন্ট, সেই সাথে তার উপর এরকম হামলা–ব্যাপার দুটোর মাঝে কোন সংযোগ না থেকেই পারে না। আর সবকিছুর মানে দাঁড়ায়, ভীষণ বিপদে পড়তে চলেছে মেয়েটা।

দুর্ঘটনাস্থলের খানিকটা পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রিং রোডের ব্যস্ত ট্রাফিক। সাহসী কয়েকজনকে গাড়ি থেকে মাথা বের করে উঁকিও দিতে দেখা যাচ্ছে।

যানজটের পেছন দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল কিং। আর দেরি করা যাবে না। ট্যাক্সির পেছন থেকে নিজের ডাফল ব্যাগটা বের করে আনল সে, তারপর এগোল অক্ষত ট্রাকটার দিকে।

ইগনিশনে চাবি আটকানোই ছিল। স্টার্ট দিয়ে বাহনটার ড্যাশ বোর্ডে থাকা জি.পি.এস. ডিভাইস চালু করল চেস টিমের দলপতি। তার ফোনের মত নেটওয়ার্কহীন নয় ওটা, সরাসরি যোগাযোগ আছে স্যাটেলাইটের সাথে। বাটন টিপে সারার হাসপাতালের অবস্থান পর্দায় বের করে আনল কিং, তারপর গিয়ার দিয়ে পা রাখল গ্যাস পেডালে।

BanglaBook.org

চার

পিক-আপ থেকে নামতে নামতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিং। মনে হচ্ছে যেন দুর্ঘটনাস্থল থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কব্জিতে আটকানো টাইমেক্স ঘড়িটা জানান দিচ্ছে, দশ মিনিটের বেশি হয়নি।

গাড়ি চালানোর সময় মাথার ভেতর নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তার। সারার দেয়া টুকরো টুকরো তথ্য, হামলার সম্ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই সময়কে আরও ধীর বলে মনে হয়েছে। তবে বিশেষ কিছু বের করতে পারেনি সে। মানুষের মাথাটা একটা কম্পিউটারের মত কাজ করে। কয়েকটা কাজ একসাথে করতে দিলে যেমন কম্পিউটারের কাজের গতি ধীর হয়ে যায়, তার মাথারও একই দশা এখন।

তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, চার হামলাকারী এখানকার স্থানীয় লোকই হবে। ডিপ ব্লু-র সাথে যোগাযোগ করতে পারলে হয়তো লোকগুলোর বিস্তারিত পরিচয় বের করা যেত। তাদের ট্রাক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলো থেকে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন ক্লু পাওয়া যাবে। ভাড়াটে খুনিগুলোর পেছনে ছুটে তাদের নিয়োগকর্তার পরিচয় বের করা সম্ভব কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও, সারার আফ্রিকার মিশনের সাথে যে গোটা ব্যাপারটা জড়িত–সেটা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে জ্যাক।

কানাগলিতে ফেঁসে গেছি, ভাবল কিং। আরও তথ্য চাই আমার।

ডাফল ব্যাগে স্যাটেলাইট ফোনটা রাখা আছে। একবার ভেবেছিল, ডিপ ব্লু আর চেস দলের বাকি সদস্যদের ব্যাপারটা ফোন করে জানায়। কিন্তু কী বলবে–সেটাই যে বুঝে পাচ্ছে না!

হাসপাতালের প্রবেশপথ থেকে অর্ধেক ব্লক দূরে গাড়িটা পার্ক করেছে কিং, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল ভবনের দিকে। দুর্ঘটনার প্রাথমিক ধকল অ্যাড্রেনালিনের স্রোতের কারণে টের না পেলেও, এখন পূর্ণ শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে ব্যথা। তবে শরীরে অভ্যন্তরীণ কোন ক্ষত হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। ট্রাকের ভেতর একটা ফার্স্ট এইড কিট খুঁজে পেয়ে কাটা-ছেঁড়ার ক্ষতগুলো ব্যাণ্ডেজ করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

বিশ্রাম দরকার এখন। কিন্তু সারা নিরাপদে আছে–এটা নিশ্চিত না হয়ে বিশ্রামের চিন্তা করাও ওর পক্ষে সম্ভব না।

সতর্কভাবে হাসপাতালের ভেতর ঢুকল কিং। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের একেবারে উপরের দিকেই লুকানো আছে শত্রুর কাছ থেকে উপহার পাওয়া এম.পি. ফাইভ মেশিন পিস্তলটা, এক মুহূর্তের নোটিশেই হাতে উঠে আসার জন্য তৈরি। তবে গোলমালের কোন আভাস নেই এখানে।

ভাষা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইশারা ইঙ্গিতে রিসিপশনে বসা মেয়েটাকে কিং কোনমতে বোঝাতে পারল–সে সি.ডি.সি. দলের খোঁজে এসেছে। মেয়েটাই তাকে কনফারেন্স রুমে, যেখানে সি.ডি.সি. টিম নিজেদের কমাণ্ড পোস্ট স্থাপন করেছে, পৌঁছে দিল।

আমেরিকান ধাঁচের পোশাক পরা ককেশিয়ান পাঁচজন লোককে দেখা গেল কনফারেন্স রুমে। কাজে ব্যস্ত সবাই, দেয়ালের পাশে সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা প্লাস্টিকের কন্টেইনার থেকে কম্পিউটার আর ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি বের করছে। তবে ঘরে সারার কোন চিহ্নই নেই।

বয়স্ক দেখতে এক লোক খেয়াল করছে কিংকে। 'কোন সাহায্য চাই আপনার?'

ভ্রু কুঁচকাল চেস দলের দলপতি। সারা ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলার কোন ইচ্ছা নেই তার, এমনকী মেয়েটার সহকর্মীদের সাথেও না। এগিয়ে গিয়ে লোকটার কানে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ডক্টর সারা ফগের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

মাপা হাসি দেখা গেল লোকটার মুখে। 'আমি কেরি ফ্রে, ডা. ফগের সাহায্যকারী। সে এই মুহূর্তে একটু ব্যস্ত আছে।'

'এখনই ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। আমি... এটুকু বলেই বড় করে নিঃশ্বাস টানল কিং। বুঝতে পারছে না, কতটুকু বলা উচিত। 'আমার নাম জ্যাক সিগলার। সে-ই আমাকে এখানে আসতে বলেছে।'

সহজ হয়ে এল লোকটার দৃষ্টি। 'ওহ আচ্ছা! আপনিই তাহলে জ্যাক। সারার মুখে আপনার কথা শুনেছি। চারতলার আইসোলেশন রুমে আছে ও, রোগীর সঙ্গে।' বলতে বলতে হঠাৎ দরজার দিকে ঘুরে গেল তার চোখ।

কেরির নজর অনুসরণ করে ঘুরে তাকিয়েছে কিংও, সাথে সাথে জমে গেল জায়গায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কমব্যাট গিয়ার পরা দু'জন লোক দরজা দিয়ে ঢুকছে। কালো মুখোশে মুখ পুরোপুরি ঢাকা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিং, কিন্তু তার আগেই একসাথে হাত থেকে কী যেন একটা ছুঁড়ে দিয়েছে দুই সৈন্য।

বাতাসে ভাসতে থাকা জিনিস দুটো মুহূর্তেই চিনে ফেলেছে চেস দলের নেতা। খাঁজকাটা কালো ধাতব টিউবগুলো আকারে তিন ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি মোটা। ফ্ল্যাশ ব্যাং গ্রেনেড!

'ধুশশালা!'

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানেই ফাটবে জোড়া বিভীষিকা। লুকানোর কোন সুযোগ নেই, সুযোগ নেই কাউকে সাবধান করারও। শুধু একটা কাজ করার সময় আছে, আর সেটাই করল কিং। চোখ বন্ধ করে মেঝেতে গড়িয়ে দিল শরীরটা, পড়ার আগেই ফুটবলের মত গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। সেই সাথে হাত দিয়ে কানের ফুটো ঢাকতেও ভোলেনি।

এক মুহূর্ত পরই বিস্ফোরণ ঘটল। প্রবল শব্দ আর আলোর ঝলকানিতে মনে হলো যেন বজ্রপাত হয়েছে কনফারেন্স রুমে। চোখ বন্ধ থাকার পরও লালচে হলুদ ম্যাগনেসিয়ামের উজ্জ্বল ঝাঁজ আঘাত হানছে প্রতিটা শিরা-উপশিরায়, মগজের ভেতর গেঁথে যাচ্ছে সীমাহীন আলো; আর সেই সাথে ট্রেনের মত ধাক্কা মারা শব্দতরঙ্গ তো আছেই।

ফ্ল্যাশ ব্যাং হামলার পর কী করতে হবে, এই ব্যাপারে ট্রেনিং নেয়া আছে কিংয়ের। সংবেদী অঙ্গগুলোকে আবারও সচল করার চেষ্টায় লিপ্ত হলো সে। চোখে খোলার পর

BanglaBook.org

মনে হলো, পুরো ঘরটা ঢেকে আছে আঁধারে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ঘরে দুটো কাঠামো দেখতে পেল জ্যাক। হামলাকারীদের হাত দুটো যেন অতিরিক্ত লম্বা, ডগা দিয়ে মুহুর্মুহু বেরিয়ে আসছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কানের ঝিঁঝিঁ ভাব ছাপিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতেই বুঝতে পারল, হাতে ধরা ওগুলো আসলে অস্ত্র।

মেঝে হাতড়ে নিজের এম.পি. ফাইভটার নাগাল পেতেই, কাছাকাছি অস্ত্রধারীর দিকে তাক করে ট্রিগার চাপল কিং। দেহের একেবারে মাঝ বরাবর লেগেছে গুলি। এত কাছ থেকে গুলি খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার বদলে এখনও সটান দাঁড়িয়ে আছে টার্গেট। প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

ধুশশালা, মনে মনে বলল কিং। বডি আর্মার!

আফসোস করার সময় নেই। লাফিয়ে কন্টেইনারগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল কিং। জানে, ছুটে আসা গুলি ঠেকানোর ক্ষমতা প্লাস্টিকের ক্রেটগুলোর নেই। তবে নাই মামার চাইতে কানা মামা ঢের ভাল।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল চরম উত্তেজনায়। কিন্তু হামলাকারীদের মাঝে এগিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে শ্রবণ আর দৃষ্টিশক্তি পুরোটাই ফিরে আসছে কিংয়ের। তবে কন্টেইনারের আড়ালে লুকিয়ে থাকায় ও-প্রান্তে কী হচ্ছে, সেই ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। থেমে গিয়েছে গুলির আওয়াজ। কোন কথাও শোনা যাচ্ছে না। এম.পি. ফাইভটা বাগিয়ে ধরে সাবধানে ক্রেটের পেছন দিকে উঁকি দিল জ্যাক সিগলার।

সে ছাড়া ঘরে জীবিত আর কেউ নেই। হামলা করেই পিছু হটেছে অস্ত্রধারীরা।

সারার সহকর্মী বলে পরিচয় দেয়া লোকটার দিকে দৃষ্টি গেল তার। এক পুকুর রক্তের মাঝে ডুবে আছে সে। বুকের একেবারে মাঝখানে বিশাল গর্তটা বলে দিচ্ছে—একটা নয়, উপর্যুপরি কয়েকটা বুলেট আঘাত করেছে তাকে।

লোকটার নাম মনে করতে পারল কিং। কেরি ফ্রে... কেন মরতে হলো তাকে? কী হবে তার পরিবারের? তার বন্ধুবান্ধবদের? সারার সাথে কাজ করত সে...

সারা!

প্রেমিকার কথা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল কিং। হামলাকারীদের এই ঘর থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার কারণ আন্দাজ করতে পারছে। দরজার দিকে পা বাড়াতেই দেখা গেল, তার ধারণা ভুল। অস্ত্রধারীরা ভুলে যায়নি সেজন্যই এবার আরও দুটো উপহার পাঠাচ্ছে। হাওয়া কেটে আবারও বাইরে থেকে উড়ে আসছে একজোড়া গ্রেনেড। আগেরগুলোর থেকে এগুলোর গড়ন ভিন্ন, অনেকটা অ্যারোসলের ক্যানের মত দেখতে। ধূসর রঙের, উপরে বেগুনী ব্যাণ্ড দিয়ে চিহ্নিত করা।

ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড!

ধুশশালা!

BanglaBook.org

পাঁচ

সারাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে, হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে এক পশলা বুলেট পাঠাল ফুলব্রাইট। ছিটকে গেল অস্ত্রধারী লোকগুলো, পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত আর তাদের টিকিও দেখা গেল না। লোকটার নড়া-চড়ার ক্ষিপ্রতায় মনে হচ্ছে, যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই কাজ করছে সে।

লোকটা হয়তো আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল যে আক্রমণ আসতে পারে, ভাবল সারা।

তবে মনের ভাবনা মুখে প্রকাশ করার সময় এখন হাতে নেই। ফুলব্রাইটের কাঁধের উপর থেকে উঁকি দিয়ে সারা দেখতে পেল, ঘটনার আকস্মিকতায় জায়গায় জমে গিয়েছে উপস্থিত দুই ডাক্তার। কিন্তু ততক্ষণে আবারও নড়ে উঠেছে ফুলব্রাইট। হাতের ক্ষিপ্র টানে মেয়েটাকে দরজা পেরিয়ে একটা সিঁড়ির সামনে নিয়ে এল সে। ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠায় ইতিমধ্যে লোকজনের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে। সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নামার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। যে যাকে পারে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে এগোচ্ছে। জান বাঁচানো ফরজ বলে কথা।

মানুষজনের ভিড়ে গা ভাসিয়ে দিতে চাইল সারা, গন্তব্য নিচের দিকে। কিন্তু তাকে টেনে ধরা হাতটার গতিপথ ভিন্ন–উপরে।

'আমার দলের বাকি লোকেরা!'

'বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেননি?' কঠোর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ফুলব্রাইট। 'ওরা এখনও বেঁচে আছে কি না তা জানার কোন উপায় নেই। সবার আগে আপনাকে এখান থেকে বের করতে হবে।'

মানে? আঁতকে উঠল সারা। এ হতে পারে না...কিছুতেই হতে পারে না!

সিঁড়ি বেয়ে জনস্রোতের বিপরীতে, উপরদিকে উঠতে শুরু করল দু'জন। পকেট থেকে সেলফোন বের করে কাউকে ফোন করছে ফুলব্রাইট। 'আমি বলছি। পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আকাশপথে পালানো ছাড়া উপায় নেই। সাহায্য লাগবে।'

সম্ভবত ও-প্রান্ত থেকে কখন হেলিকপ্টার পাঠানো হবে সেটা জিজ্ঞেস করা হলো। বিদ্রূপের সুর ফুটে উঠল লোকটার গলায়। 'মিনিট পাঁচেক আগে হলে ভাল হত।' বলে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

'কী হচ্ছে এসব!' সারার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

প্রশ্ন শুনে পাথরের মত থমথমে মুখে তার দিকে তাকাল ফুলব্রাইট। লোকটার অভিব্যক্তি তাকে জ্যাকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এরকম দুর্যোগের সময় প্রেমিকের কথা মনে পড়তেই একটু যেন স্বস্তি পেল মনে। জানে ফুলব্রাইট প্রশ্নটার উত্তর দেবে না, কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে মুখ খুলল লোকটা। 'ওই মহিলা, ফেলিস কার্টার, কোন-না-কোন জীবাণুর অবশ্যই সংস্পর্শে এসেছিল। এমন কিছু একটা, যেটাকে অস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব।'

BanglaBook.org

কথাটা যেন সারার মস্তিষ্কের গবেষক অংশকে জাগিয়ে দিল। এক মুহূর্তের জন্য নিজের নিরাপত্তা, পরিস্থিতির ভয়াবহতা সব ভুলে গেল সে। 'এটা আগে বলেননি কেন? তাহলে আরও ভাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতাম আমরা। চাইলে তাকে আটলান্টাতেও নিয়ে যেতে পারতাম।'

'আমি আসলে এত কিছু ভাবিনি,' জবাব দিল ফুলব্রাইট। 'হয়তো ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি, ওরা যে এমন কিছু করতে চাইবে।'

সারা বুঝতে পারছে না, লোকটার কথা বিশ্বাস করা উচিত হবে কি না। কিন্তু এই মুহূর্তে এর চাইতেও বড় প্রশ্ন সামনে আছে তার। 'কারা ওরা?'

সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ থেমে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল ফুলব্রাইট। ইতিমধ্যে আটতলায় উঠে এসেছে। মানুষজনের ভিড় কমে এসেছে। এতক্ষণে নেমে গিয়েছে উপরতলার প্রায় সবাই। 'নেক্সাস জেনেটিক্স হতে পারে, ফেলিস কার্টার যাদের হয়ে কাজ করে। প্রাগৈতিহাসিক কোন ভাইরাস খোঁজার জন্য ওরাই ওকে পাঠিয়েছিল। তবে অভিযানে কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়। আপাতত এর বেশি জানা নেই আমার।'

'কী মনে হয়, কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে?'

'তখন না জানলেও এখন আমি নিশ্চিত। আপনার ওই নমুনাটুকুর মাঝেই উত্তরটা লুকিয়ে আছে। যেভাবেই হোক, ওগুলো রক্ষা করতে হবে আমাদের।' বলে সারার দিকে তাকাল লোকটা। 'সেই সঙ্গে আপনাকেও। আর আপনার কাজ হচ্ছে, ওরা কী পেয়েছিল তা খুঁজে বের করা এবং একটা প্রতিষেধক বা টীকা বানানো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সারা। 'তা ঠিক আছে। তবে এক্ষেত্রে দলের বাকি সদস্যদের দরকার পড়বে আমার, সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলোও।'

'নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানোর পর যা যা দরকার, তার সবই পাবেন আপনি।' বলে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল ফুলব্রাইট। 'দলের বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় খুঁজে বের করতে হবে...'

যদি কেউ জীবিত থাকে আর কি...

বাক্যটা শেষ না করলেও ঠিকই বুঝতে পারল সারা।

সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে ওরা। ছাদে ঢোকার পথটা একটা ভারী ধাতব দরজা দিয়ে ঢাকা। সাবধানে দরজাটা একটু ফাঁক করে উঁকি দিল ফুলব্রাইট। তার কাঁধের উপর দিকে সারা দেখতে পেল, প্রায় একশো গজ সামনে একটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে।

'বাহ! বেশ তাড়াতাড়ি আপনার সাহায্য পৌঁছে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে।' উচ্ছ্বাস খেলে গেল মেয়েটার কণ্ঠে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে দরজাটা আবার লাগিয়ে দিল ফুলব্রাইট। 'এটা আমাদের বাহন না।'

নীরবেই কেটে গেল পরবর্তী কয়েকটা সেকেণ্ড। সারা শুনতে পেল, সিঁড়ি বেয়ে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। ভাল করে কান পাততে বোঝা গেল, অন্ততপক্ষে তিনজন উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। হেলিকপ্টারটা কাদের, সেটা বুঝতে আর বাকি নেই তার। আবারও ফোন বের করে কাউকে কল করতে যাচ্ছিল ফুলব্রাইট। ভয়ে লোকটার হাত আঁকড়ে ধরল সারা। 'ওরা আসছে!'

BanglaBook.org

ছয়

নিজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জায়গাটা স্বপ্নে দেখছেন আদি-মাতা।

গোত্রের সবাই তাকে 'আদি-মাতা' নামে ডাকে। সম্বোধনটার পেছনে লুকিয়ে থাকা প্রগাঢ় সম্মানটুকু উপলব্ধি করত পারেন তিনি। অবশ্য এই সম্মানের দাবীদার হওয়ার যোগ্যতা তার আছে। আজ থেকে হাজার বছর পরও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হবে তার নাম, আর এ সব কিছুই হবে সেই বিশেষ ক্ষমতাটার জন্য।

আদি-মাতার হাত ধরেই এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। অবশ্য নতুন এই ধারার গুরুত্ব গোত্রের হাতেগোনা কয়েক সদস্যই বোঝে। তার এখন শুধুমাত্র দুই সন্তান জীবিত আছে। এখন একমাত্র তারাই মনে করতে পারে যে, তাদের বাবা উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো অন্য সব পশুদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না। মনের ভাব প্রকাশ কিংবা বোঝার কোন ক্ষমতাই ছিল না তার। ভয় পেত আগুনকেও। তবে জিনিসটার গুরুত্ব একমাত্র আদি-মাতাই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

হতাশায় ডুবে থাকা সেই সময়টার কথা মনে করলেন আদি-মাতা। তার মাথা ভর্তি গিজগিজ করত নানা চিন্তা। ব্যাকুলভাবে চাইতেন কথাগুলো কারও সাথে ভাগ করে নিতে। কিন্তু সেই আশার গুঁড়ে বালি। আশেপাশের কারো মস্তিষ্কই তার সেই চিন্তাকে ধারণ করার মত ক্ষমতাবান ছিল না। নিজের ক্ষমতায় নিজেই বিস্মিত হতেন আদি-মাতা। আর বিস্মিত হবেন না-ই বা কেন? পাথরের টুকরোর ধারালো প্রান্ত যে মাংস কাটার কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে, চিন্তাটা যে সর্বপ্রথম তার মাথাতেই এসেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্গীকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তার মাথায় চাঁটি মেরে শিকারটা নিজের করে নিয়েছিল ব্যাটা।

এ ধরনের উদ্ভট চিন্তার কারণে নিজের মনের ভেতরেই যেন বহিরাগত ছিলেন আদি-মাতা। তবে এটা ঠিক, অপরিচিত হলেও বেশ কাজের ছিল টুকরো-টুকরো ব্যাপারগুলো। সেই কারণেই হয়তো সঙ্গীর কাছে বিশেষ যত্ন-আত্তি পেতেন তিনি। তাকে সুরক্ষা দেয়া, খাবার জোটানো ইত্যাদি কাজে অনীহা করত না কখনও।

বাচ্চা জন্মদানের পর দেখা গেল, তারাও মায়ের মত বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। শাবকদের সাথে অনুভূতি আদান প্রদানের জন্য নতুন এক ধরনের পন্থা আবিষ্কার করেন আদি-মাতা, যেখানে মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রতিটা শব্দ, হাতের প্রতিটা স্পর্শ আলাদা আলাদা অর্থ বহন করত।

ব্যাপারগুলো আয়ত্ত করে নিতে বাচ্চাগুলোর খুব একটা সময় লাগেনি। সময়ের সাথে সাথে বেড়ে উঠেছে তারা। এক সময় নিজেরাই বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। আর এভাবেই বংশধর থেকে বংশধরে ছড়িয়ে পড়েছে আদি-মাতার সেই বিশেষ ক্ষমতাগুলো।

BanglaBook.org

এখন বার্ধক্য গ্রাস করে নিয়েছে তাকে। অনেক কাল আগে থেকেই প্রজাতির পুরুষ সদস্যরা তার প্রতি আকর্ষণ দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে। পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্ন, আধুনিক এক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তারা। আদি-মাতা থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে।

তারা জানে, তাদের এই সমৃদ্ধির জন্য দায়ী আদি-মাতার স্বপ্ন। কাজেই তাকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দেখাতে ভোলেনি কেউ।

পুরো গোত্র সেই স্বপ্নের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। উপযোগী শিকারের দিকে আকৃষ্ট হওয়া, বিপদ থেকে সতর্ক হওয়ার পদ্ধতি তিনিই শিখিয়েছেন সবাইকে। চিনিয়েছেন আকাশ আর মাটির বিভিন্ন চিহ্ন; বুঝিয়েছেন ঋতু পরিবর্তন, আর শিখিয়েছেন প্রয়োজনে আবাসস্থল ত্যাগ করার উপায়। কিন্তু আদি-মাতা খুব ভাল করেই জানেন, সন্তান কিংবা নাতি-পুতিদের কেউই তার মত যুগান্তকারী স্বপ্ন দেখতে পায় না। তার মৃত্যুর সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে সেই অমূল্য মাধ্যম।

চূড়ান্ত পরিণতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আদি-মাতার দিকে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জায়গাটা স্বপ্নে দেখেন তিনি। দেখতে পান, যেন একটা ধূসর দেয়ালের রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে তার ভাগ্য, ডুবতে থাকা সূর্যের মত।

এমনি এক রাতে, ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন আদি-মাতা।

সময় হয়ে গিয়েছে।

গুহায় ঘুমিয়ে থাকা গোত্রের বাকি সদস্যদের দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। আগুনের নিভু নিভু আলো খুব কম জায়গাই আলোকিত করতে পেরেছে। কিন্তু যার যার পরিবারের সাথে ঘুমন্ত উত্তরসূরিদের দেখতে কোন সমস্যা হলো না তার।

কষ্টেসৃষ্টে কোনমতে নিজ পায়ে ভর করে দাঁড়ালেন আদি-মাতা। বয়সের কারণে কুঁচকে আছে পেশি। ভাগ্য ভাল, অন্তিম সময় এখন এসেছে! নয়তো আর কয়েক চাঁদ পর নড়াচড়া করার শক্তিও থাকত না তার।

গুটি-গুটি পায়ে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আকাশে অর্ধেক আকার নিয়ে চাঁদ ভেসে আছে, আলোকিত করে তুলেছে পুরো এলাকা। কিন্তু আলোর কোন প্রয়োজন নেই আদি-মাতার। চোখ বন্ধ করেও গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে পারবেন তিনি। স্বপ্নে পাওয়া এ পথ যে তার অনেকদিনের চেনা।

সব ব্যথা আর ক্লান্তি ভুলে সারারাত হেঁটে চললেন আদি-মাতা। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত অবয়বগুলো যখন খুঁজে পেলেন, ততক্ষণে দিগন্তে লাল সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

পশুগুলোর সাথে তার আগে থেকেই পরিচয় আছে। এলাকাটা আসলে ওদেরই। আদি-মাতার নিজের গোত্রের মত, এরাও দলবদ্ধভাবে বাস করে। যুগ যুগ ধরে তার বংশধরেরা শিকার করে আসছে এই প্রাণীগুলোকে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা সহজ না। শুধুমাত্র দলছুট হওয়া দুর্বল আর বৃদ্ধদেরই নিশানা করতে হয়। কারণ, সবচেয়ে দুর্বল প্রাণীটাও তার গোত্রের যে কারও মাথা এক লহমায় গুঁড়িয়ে দেয়ার মত শক্তি ধরে।

কেউ কখনও পুরো একটা দলের সামনে আসার মত দুঃসাহস দেখায়নি!

BanglaBook.org

মাটিতে থাবা বসিয়ে আওয়াজ করা শুরু করেছে প্রাণীগুলো। শব্দটা কানে যেতেই উত্তেজনায় শিউরে উঠলেন আদি-মাতা। ভয় যে লাগছে না তা না, তবে এই মুহূর্তটাই বারবার তার স্বপ্নে ধরা দিত। ব্যাপারটা মনে হতেই বেশ তৃপ্ত অনুভব করলেন বৃদ্ধা।

এমন সময়, ঝাঁক ছেড়ে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল কয়েকটা প্রাণী। তারাও আদি-মাতার মতই বৃদ্ধ। পশুগুলোকে কাছাকাছি চলে আসতে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি। কিন্তু আক্রমণের পরিবর্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল প্রাণীগুলো।

কতগুলো দৃশ্য বিদ্যুৎ বেগে খেলা করতে শুরু করেছে তার মাথার ভেতর। ঘিরে থাকা প্রাণীগুলো পেরিয়ে পুরো দলটার দিকে সরে গেল আদি-মাতার দৃষ্টি, সেই সাথে গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল অমানুষিক চিৎকার...

***

ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল ফেলিস কার্টার। বুঝতে পারল, এতক্ষণ যাবত চোখের সামনে যা যা দেখেছে, সবই ছিল দুঃস্বপ্ন।

BanglaBook.org

সাত

গ্রেনেড দুটোকে ঘরে ঢুকতে দেখেই নড়ে উঠল কিং।

ফ্ল্যাশ ব্যাং-এর মত এই গ্রেনেডগুলো থেকেও উজ্জ্বল আলো ঝলকানি বের হলো, কিন্তু বিস্ফোরণের কোন আওয়াজ নেই। তার বদলে আছে সীমাহীন উত্তাপ।

সাথে সাথে জ্বলে উঠেছে দরজার সামনে থাকা কার্পেট। গ্রেনেডগুলো হাওয়ায় বিস্ফোরিত হওয়ায়, একেবারে সামনে থাকা টেবিলটাও রক্ষা পায়নি। আগুনের লকলকে জিভ ছড়িয়ে পড়ছে কাঠের গায়ে। উত্তাপে গলতে শুরু করেছে সি.ডি.সি. দলের প্লাস্টিকের ক্রেটগুলো। সেই সাথে ঘর ভরে যাচ্ছে ফাইবার আর প্লাস্টিক পোড়া উৎকট কালো ধোঁয়ায়।

এসব ঘটতে সময় লেগেছে মাত্র এক সেকেণ্ড।

জ্বলতে থাকা কন্টেইনারগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিং। গ্রেনেডগুলোতে কোন স্প্লিন্টার না থাকায় বেঁচে গিয়েছে এই যাত্রা। ধোঁয়ায় ইতিমধ্যে দু'চোখ জ্বলতে শুরু করেছে। ঘরের চারপাশে নজর বুলাচ্ছে সে, পালানোর একটা বিকল্প পথ দরকার। হামলাকারীরা নিশ্চয়ই দরজার ওপাশে ঘাপটি মেরে আছে।

এমন সময় বিকট শব্দে ফায়ার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করল। আওয়াজটা কর্কশ হলেও স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল কানে। সাথে সাথে ছাদের স্বয়ংক্রিয় স্প্রিঙ্কলার থেকে বৃষ্টির মত পানির ধারা ঝরতে শুরু করেছে। তবে কাজের কাজ খুব একটা হচ্ছে না। ক্ষিপ্ত আগুনের উপর পানি খুব কমই কব্জা করতে পারছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধোঁয়ার পরিমাণ।

বৃষ্টির সৌন্দর্য দেখা থেকে আপাতত পালানোর দিকে মনঃস্থির করাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো কিংয়ের। আবারও ঘরের চারপাশে ঘুরে এল তার নজর। কোন জানালা দেখা যাচ্ছে না। তবে তিনদিকের দেয়াল নিরেট কংক্রিটের মনে হলেও একপাশের দেয়ালটা যেন একটু অন্যরকম। ভাল করে তাকাতেই দেখা গেল, জিনিসটা আসলে শক্ত দেয়াল না। বিশাল একটা ঘরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা পলকা একটা পার্টিশন। ব্যাপারটা ধরতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিংয়ের মুখ। দম আটকে গায়ের সর্বশক্তিতে লাথি হাঁকাল পার্টিশন লক্ষ্য করে।

তবে জোর লাথিতে শুধু গোটা পায়ে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়া ছাড়া কাজের কাজ কিছু হলো না। হতাশায় খেঁকিয়ে উঠল কিং।

তুমি একটা আস্ত বলদ ছাড়া আর কিছু না, জ্যাক।

কাছ থেকে দেয়ালটার দিকে ভাল করে তাকাতেই বুঝতে পারল, পার্টিশনটা আসলে নিরেট না। দু'টো আলাদা অংশ কব্জার মাধ্যমে একসাথে জোড়া লেগে আছে, একটা স্লাইডিং ডোর। এটা খুলতে গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি কাজে দেবে। দুই স্তরের মাঝখানে থাকা ল্যাচ ধরে টান দিতেই সড়সড় করে সরে এল একপাশের পাল্লা।

Banglabook.org

শিক্ষণীয় বিষয়, মনে মনে ভাবল কিং। পরের বার খেয়াল রাখতে হবে।

এম.পি. ফাইভ বাগিয়ে ধরে পাশের ঘরে ঢুকে গেল চেস দলের দলপতি। দরজা ধরে হলওয়ের দিকে এগোতেই দেখা গেল, ফায়ার অ্যালার্মের কারণে হাসপাতালে ব্যাপক হট্টগোল সৃষ্টি হয়েছে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে লোকজন। তবে এতকিছুর মাঝেও আসল লক্ষ্যের কথা ভোলেনি হামলাকারীরা। আগের ঘরের দরজার দিকে অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতের এম.পি. ফাইভটার দিকে তাকাল কিং। একবার ভাবল, ব্যাটাদের খেলা শেষ করে দেয়া যাক। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই পালটে ফেলল চিন্তা। ঝুঁকিহীনভাবে এই দূরত্ব থেকে ব্যাটাদের খুন করতে চাইলে একেবারে মাথায় গুলি করতে হবে। একজনকে শেষ করে আরেকজনের দিকে অস্ত্র তাক করতে করতে টের পেয়ে যাবে লোকটা। সেক্ষেত্রে পালটা গুলি ছুঁড়বে সে-ও। এতে হলওয়ে ধরে পালাতে থাকা সাধারণ মানুষদের গায়ে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল কিং, তারপর সাবধানে বেরিয়ে এল হলওয়েতে, জনস্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। সারাকে খুঁজে বের করা সবচেয়ে জরুরী। কেরি ফ্রে বলেছিল, চারতলায় আছে সে। কিছুদূর এগোতেই একটা সিঁড়ি নজরে পড়ল কিংয়ের। তবে ঝাঁক বাঁধা মাছের মত হুমড়ি খেয়ে সিঁড়িটা বেয়ে নামছে লোকজন।

বিনয়ী হওয়ার ইচ্ছা আর সময়, কোনটাই হাতে নেই। এম.পি. ফাইভটা একবার শূন্যে দোলাতেই ভোজবাজির মত কাজ হলো। উত্তাল জনস্রোত দুইপাশে সরে গিয়ে মাঝখান দিয়ে ওঠার জায়গা করে দিল তাকে।

চারতলায় উঠে আসতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। সাধারণ মানুষ প্রায় সবাই ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে। তবে রোগীদের স্ট্রেচার নিয়ে নার্সদের ঠেলাঠেলি করতে দেখা যাচ্ছে। এক নার্সের দিকে এগোল কিং, উদ্দেশ্য–সারার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। মহিলাও দেখতে পেয়েছে তাকে। তবে কিছু বলার আগেই হলওয়ের অন্য মাথা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

নার্সের থেকে নজর সরিয়ে চিৎকারের দিকে মনোযোগ দিল কিং। বুঝতে পেরেছে, এটা সারার কণ্ঠ নয়। কিন্তু চিৎকারের তীব্রতায় মনে হচ্ছে, ভিক্টিম বেশ বড় রকমের বিপদে আছে।

হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেল কিং। শেষ মাথায় থাকা ঘরটাকেই আওয়াজের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, বিছানায় শুয়ে আছে এক মহিলা। দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো দুই মুখোশধারীর একজন হাতের বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে কিছু একটা ঢোকাচ্ছে। দূর থেকে জিনিসটাকে অনেকটা খুলির মত মনে হলো কিংয়ের। তাকে দেখে হাতের অস্ত্র উঁচু করছে আরেকজন।

তবে তার হাতটা লক্ষ্যের সমান্তরালে উঠে আসার আগেই ট্রিগারে চেপে বসেছে কিংয়ের আঙুল। সোজা কপালের মাঝখানে আঘাত হানল বুলেট–কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল অস্ত্রধারী, শরীর মেঝে স্পর্শ করার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

সাথে সাথে ব্যাগ হাতে থাকা লোকটার দিকে মেশিন পিস্তল তাক করে ফেলেছে কিং। কিন্তু সঙ্গীর মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হচ্ছে না তাকে। কারণটা বোধ হয় হাতে বেরিয়ে আসা একটা ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড।

'গুলি কর্, একসঙ্গে নরকে যাই সবাই।' বলে উঠল লোকটা।

সোজা তার কপাল বরাবর অস্ত্র তাক করে রেখেছে কিং। জানে, গ্রেনেডটা ফাটার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। কিন্তু শুয়ে থাকা মহিলার পক্ষে কাজটা অসম্ভব।

আস্তে আস্তে দরজার দিকে সরে আসতে লাগল লোকটা। মুখোশের আড়ালে গোটা মুখ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও খোলা চোখ দু'টো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। মহিলার দিকে এক পলক তাকিয়েই সরাসরি কিংয়ের চোখের উপর স্থির হল তার দৃষ্টি। 'আজ তোমাদের মৃত্যুর দিন, আমার নয়।'

বলতে বলতে দরজার একেবারে সামনে পৌঁছে গিয়েছে সে, সেই সাথে খুলে ফেলেছে গ্রেনেডের পিন। দরজা দিয়ে শরীরটা গলিয়ে দিয়েই গ্রেনেডটা বিছানার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারল মুখোশধারী। নিখুঁত লক্ষ্য। একেবারে বিছানাতেই এসে পড়েছে ধূসর রঙের ধাতব সিলিণ্ডারটা।

খেঁকিয়ে উঠে ট্রিগার টেনে ধরল কিং। কিন্তু ততক্ষণে পাখি উড়ে গিয়েছে। রেখে গিয়েছে মূর্তিমান বিভীষিকা। গ্রেনেডটার দিকে স্থির হলো চেস দলের নেতার নজর। সাথে সাথে মাথার ভেতর ঘড়ির টিকটিক শুরু হয়ে গিয়েছে। জিনিসটা এম২০১এ১ মডেলের। অন্যান্য সাধারণ ফ্র্যাগ গ্রেনেড যেখানে পিন খোলার পর ফাটতে তিন থেকে পাঁচ সেকেণ্ড সময় নেয়, এটা নেয় মাত্র দুই সেকেণ্ড।

আর এক সেকেণ্ড বাকি!

এই মুহূর্তে একমাত্র যেটা করার ছিল, ঠিক সেটাই করল কিং। হাত ধরে মহিলাকে টেনে নিজের উপরে নিয়ে এল, সেই সাথে মোক্ষম এক লাথি কষিয়েছে বিছানার ফ্রেমে। দু'টো কাজ হলো এতে। মেঝেতে গড়িয়ে দরজার দিকে সরে গিয়েছে গ্রেনেড, সেই সাথে বিস্ফোরণ আর তাদের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কাত হয়ে যাওয়া ধাতব খাট।

মহিলাকে নিয়ে মেঝেতে উল্টে পড়তে পড়তেই কিংয়ের মনে হলো, কেউ যেন লাখখানেক বাল্ব একসাথে জ্বালিয়ে দিয়েছে গোটা ঘরে! বিস্ফোরণের ধাক্কার বেশিরভাগটা খাটের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ঢালটা না থাকলে এতক্ষণে পুড়ে রোস্ট হয়ে যেত মেঝেতে লেপ্টে থাকা দুই বাসিন্দা।

হাঁচরে-পাঁচড়ে উঠে বসে দরজার দিকে অস্ত্র তাক করল কিং। হয়তো মজা দেখার জন্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে মুখোশধারী লোকটা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাওয়ার পরও সেরকম কোন আলামত চোখে পড়ল না।

'ছাড়,' বলে উঠল মহিলা। 'ব্যাটা পালিয়েছে।'

দুর্বল কণ্ঠটা কানে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিং, উঠে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করল মহিলাকে। তবে মনে হচ্ছে, নিজ পায়ে শরীরের ভর চাপানোর মত শক্তিটুকু তার

BanglaBook.org

নেই। ফ্যাকাসে মুখ, চোখে পাগলাটে দৃষ্টি। হাতের খুলে যাওয়া আইভি লাইন থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে।

রক্তের দিকে নজর পড়তেই কেরি ফ্রে-র কথা মনে পড়ল কিংয়ের। লোকটা এর কথাই বলেছিল। এই সেই আইসোলেশন রুমে থাকা মহিলা, যার জন্য দলবল নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে হয়েছিল সারাকে।

কী দারুণ! ভাবল কিং। এবার যে কোন ভয়ানক জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে তা ঈশ্বরই জানেন। সি.ডি.সি.র রোগ গোয়েন্দা ডাক্তার যদি প্রেমিকা হয়, তাহলে আর উপায় কী?

কিন্তু সারা তো এখানে নেই। অবশ্য শুধুমাত্র ফায়ার অ্যালার্মের আওয়াজ শুনে নিজের রোগীকে একা ফেলে পালানোর মত মেয়ে ও না। তাহলে গেল কোথায় মেয়েটা?

দরজার দিক থেকে ভেসে আসা ধোঁয়ার দিকে নজর পড়ল কিংয়ের। পরমুহূর্তেই ফিরে তাকাল মহিলার দিকে। 'কে তুমি?'

'ফেলিস।'

'হুম, ফেলিস। আমার নাম জ্যাক। এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব আমি। কিন্তু সেজন্য আমার কথামত চলতে হবে। বুঝতে পেরেছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মহিলা।

'হাঁটতে পারবে তো?'

অনিশ্চিত দেখাল মহিলাকে। 'মনে হয় পারব,' বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। সতর্ক নজর রাখছে কিং, পড়ে যেতে দেখলে আটকাবে। কিন্তু এক মুহূর্ত পর আত্মবিশ্বাসী ফিরে পেল ফেলিস। 'চলো, পারব আমি।'

'ঠিক আছে। চলো তবে, এই নরক থেকে বের হওয়া যাক।'

BanglaBook.org

আট

দেয়ালে কান পেতে দাঁড়াল ফুলব্রাইট, সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত পায়ের আওয়াজ উঠে আসছে। হতাশ ভঙ্গিতে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ধুশশালা...ঝামেলার শেষ নেই।'

বাঘের কাছে যাবে, নাকি মহিলার কাছে? ভাবল সারা। উভয়সঙ্কটে পড়া এক রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের গল্প মনে পড়ে গিয়েছে তার। এখন তাদের নিজেদের অবস্থাও অনেকটা সেরকম। মন বলছে, কাউবয় স্টাইলে পিস্তল উঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে তার সঙ্গী। কিন্তু নিচে নামার বদলে ছাদের দরজাকে নিজের লক্ষ্য বানিয়েছে ফুলব্রাইট।

দরজাটা অল্প ফাঁক করে একজন একজন করে ছাদে বেরিয়ে এল তারা। দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটাকে দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে। নিচের হামলাকারীদের মত তাদের পরনেও কালো রঙের যুদ্ধসাজ।

ফুলব্রাইটের কাজের ধারা কিছুই ঠায়োর করতে পারছে না সারা। বারবার শুধু মনে হচ্ছে, এই বুঝি কান ফাটানো আওয়াজে তার দিকে ছুটে আসবে বুলেট। কিংবা হয়তো আওয়াজ কানে ঢোকার আগেই তার গায়ে আঘাত হানবে গার্ডদের গুলি।

কিন্তু লোক দুটোর হাবভাব দেখে তাদের আগমন টের পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

এমন সময় হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো পেছনে ভিড়িয়ে রাখা ছাদের দরজা। না...কেউ গুলি করেনি; সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকা লোকগুলো পৌঁছে গিয়েছে, তাদের একজনের বেদম ধাক্কা খেয়েই বিকট আওয়াজে খুলে গিয়েছে পাল্লাটা। আঁতকে উঠল সারা, কিন্তু তার আগেই নড়ে উঠেছে ফুলব্রাইট। তাকে টেনে একপাশে সরিয়ে নিল লোকটা।

ফুলব্রাইটের কাঁধের উপর দিয়ে সারা দেখতে পেল, ছাদে নতুন আসা লোকটার হাতে একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ ধরা। হলদেটে মাথার খুলিটা দেখা যাচ্ছে ভেতরে।

সেই খুলি!

সোজাসুজি হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটা ধরেছে আগন্তুক। এক মুহূর্ত পর আরও দু'জন বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। বিস্ময়সূচক আওয়াজ বেরিয়ে এল সারার গলা দিয়ে। সাথে সাথে পেছন ফিরে তাকাল লোক দুটো। হাতে ধরা অস্ত্র উঠিয়ে আনছে উপরে।

ধাক্কা দিয়ে সারাকে সামনে ঠেলে দিল ফুলব্রাইট। 'সরে যান!' বলেই দুটো গুলি পাঠাল অস্ত্রধারীদের লক্ষ্য করে।

একজনের বুকের আর্মারে আঘাত হেনেছে বুলেট। কিন্তু তার গা ঝাড়া দেয়ার ভঙ্গি দেখে আঘাতটাকে একটা চড়ের চাইতে বিশেষ কিছু বলে মনে হলো না। তারপরই গর্জে উঠল তাদের হাতের অস্ত্রগুলো।

ফুলব্রাইটের পিস্তলের চাইতে কয়েকগুণ বেশি আওয়াজ করছে হামলাকারীদের মেশিন পিস্তল। মাথার উপর দেয়াল থেকে কংক্রিটের চলটা ছিটকে উঠতে দেখল

BanglaBook.org

সারা। তবে ততক্ষণে নিরাপদে সিঁড়ি ঘরের কোনা পেরিয়ে গিয়েছে দু'জন। দেয়ালের আড়াল পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওরা।

'এগিয়ে যান,' চেঁচিয়ে উঠল ফুলব্রাইট। কিন্তু গুলির আওয়াজের বদলে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ কানে এল। পালাচ্ছে লোকগুলো।

আকাশযানটার উদ্দেশ্যে বিরতিহীনভাবে গুলি পাঠানো শুরু করল ফুলব্রাইট। মাঝে একবার গুলি শেষ হয়ে আসায় বদলে নিল পিস্তলের ম্যাগাজিন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। ওড়ার মত ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে হেলিকপ্টারের রোটরগুলো। প্রবলবেগে ঘুরছে ধারালো ফলা। এক মুহূর্ত পর সমান্তরালভাবে উঠতে শুরু করল উপরের দিকে।

'যাশশালা...চলে গেল!'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সারা। ফলাফল যাই হোক না কেন, লোকগুলো চলে যাওয়ায় জীবনের ঝুঁকি বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তার স্বস্তি রাগে রূপ নিল মুহূর্তেই। 'চলে গেছে ভাল হয়েছে, এবার গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করুন।'

তিক্ত হাসি ফুটে উঠল ফুলব্রাইটের ঠোঁটে। 'যা যা জানতাম তার সবটাই আপনাকে বলেছি আমি।'

'কচু বলেছেন। খুব ভাল করে জানি, আরও অনেক কিছুই লুকিয়েছেন আপনি। আপনার এই রাখ ঢাকের কারণেই আমার বন্ধুদের জীবন আজ হুমকির মুখে। আসলেই যদি ওদের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, দায়টা আপনার ঘাড়েই বর্তাবে।'

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লোকটার গলা বেয়ে। 'ব্যাপারটাতে কিছুটা ঝুঁকি যে আছে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। বায়ো ওয়েপন নিয়ে কাজ করতে হলে এরকমটাই হয় সাধারণত। কিন্তু পরিস্থিতি এতখানি ঘোলাটে হয়ে যাবে, সেটা আশা করিনি।'

জবাবটা শুনে সারার রাগ বিন্দুমাত্র কমেনি। কিন্তু এখন আর কিছু করারও নেই। তাই ব্যাপারটা আপাতত মাথা থেকে সরিয়ে রাখল সে। 'ওই জীবাণুটা সম্পর্কে বলুন আমাকে। ওই মহিলা...ডক্টর কার্টার...তাকে কিন্তু অসুস্থ বলে মনে হয়নি।'

এক পা এগিয়ে এল ফুলব্রাইট। 'আপনাকে তো বলেছিই, প্রাচীন একটা ভাইরাসের পেছনে লেগেছে নেক্সাস। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর ফেলিস কার্টারকে তো দেখেছেন আপনি। আমার মনে হয়, ও আক্রান্ত হয়েছিল। তাই আপনাকে পাঠাই আমি। আর আজ এই আক্রমণটা বলে দিচ্ছে, আমার ধারণা ঠিক। ওখানে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিল কার্টার, আর নিজে সেটা বয়ে নিয়েও এসেছে।'

'কিন্তু হামলাকারীরা তো ওর প্রতি কোন আগ্রহ দেখায়নি। শুধু মাথার খুলিটা নিয়ে গিয়েছে।'

'তাই নাকি?' কুঁচকে এল ফুলব্রাইটের কপালের চামড়া। 'জিনিসটার গুরুত্ব আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার।'

'এখন আর ওটা ভেবে লাভ নেই। খুলিটাতে কোন জেনেটিক উপাদান থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, ওটা অবশ্যই কোন প্রাণঘাতী জীবাণু! অবশ্য

BanglaBook.org

হলেও সমস্যা নেই, ডক্টর কার্টারের রক্তে তা অবশ্যই পাওয়া যাবে।' বলে দেয়ালের পাশ থেকে সরে এল সারা। 'দলের বাকিদের কাছে পৌঁছাতে হবে আমাকে। দেখতে হবে সবাই নিরাপদে আছে কি না।'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ফুলব্রাইট। কিন্তু তার আগেই তার সেলফোনটা বেজে উঠল। কলার আইডি দেখে নিয়ে ফোনটা কানে ঠেকাল সে। 'ছাদের উপর আছি আমরা,' বলে একহাতে ফোনের মাউথ পিস ধরে ফিরে তাকাল সারার দিকে। 'লোকগুলো যে আমাদের আঘাত করেনি, তার একটা কারণ আছে। ওরা নিশ্চিতভাবে জানত না যে, ফেলিসের কাছে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা রয়েছে।'

আবারও ফোনের দিকে মন দিল ফুলব্রাইট। 'সি.ডি.সি. দলের বাকি সদস্যসহ যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা দল পাঠান এখানে। সেফ হাউজে নিয়ে যান সবাইকে।' কথা শেষ করে সারার দিকে তাকাল লোকটা। 'দু'মিনিটের ভেতর আমাদের বাহন পৌঁছে যাবে। রক্তের নমুনাগুলো এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামী জিনিসের মধ্যে একটা। ওগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে আমাকে, সেই সঙ্গে আপনারও।'

BanglaBook.org

নয়

কিং আর ফেলিসকে দোতলার সিঁড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর রাস্তার দিকে নিয়ে গেল এক দমকলকর্মী। সভাকক্ষের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছে তারা। তবে বাতাস ধোঁয়ায় গুমোট, ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে বিস্তর।

বাইরে দাঁড়ান লোকজনের উপর নজর বুলালো কিং। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের ভিড়ে দু-একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখা গেলেও, সারার কোন খোঁজ নেই। আচমকা ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে শব্দ ভেসে এল–পালাচ্ছে আততায়ী দল! 'এখানে আড়াল নেই,' ফেলিসকে বলল সে। শব্দচয়নটা আসলে ঠিক হলো না। আসলে হাসপাতালের গাউন পরা ফেলিসের দেহ আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যবশত, হাসপাতালের আরও ডজন খানেক রোগীর অবস্থাও তথৈবচ। কেউ তাই মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। অবশ্য কে ফেলিসের দেহ দেখল আর কে দেখল না, তা নিয়ে কিংয়ের আপাতত কোন মাথা ব্যথা নেই।

ফেলিসের রুমে আসা অস্ত্রধারীদের হাতের পিস্তল চিনতে পেরেছে ও, বিশেষভাবে নির্মিত অস্ত্র ওগুলো। বন্দুকের নলের দিকে তাকিয়ে সচরাচর কেউ মডেল চেনার চেষ্টা করে না। তবে আক্রমণকারীদের হাতে থাকা মেটাল স্টর্ম ও' ডায়ার ভি.এল.ই. পিস্তলগুলোর অনন্য চার ব্যারেল কনফিগারেশন দেখে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। সাধারণ বন্দুক থেকে এগুলো ব্যতিক্রম। এদের ফায়ারিং চেম্বারে একবারে একটার পরিবর্তে চারটি ব্যারেল ভর্তিগুলি থাকে, আগুনের পরিবর্তে এগুলোতে গুলি বেরোয় বৈদ্যুতিক চার্জের মাধ্যমে। ট্রিগার চাপলে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মাঝেই খালি হয়ে যায় পিস্তল। অবশ্য ডিজাইনটা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। যে সে মার্সেনারির হাতে এগুলো পড়ার সম্ভাবনাও কম, কেননা দাম অস্বাভাবিক রকমের বেশি। 'আমার ধারণা, ওরা তোমাকে খুন করতে এসেছিল,' বলল সে, 'ওদের কেউ হয়তো তা নিশ্চিত করার জন্য রয়ে গিয়েছে, তেমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'আমাকে মারতে?' কথাটা যেন হজম হচ্ছে না ফেলিসের।

'আমার কাছাকাছি থাকো। নিরাপদ আশ্রয় পেলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে।' মেটাল স্টর্ম পিস্তল ব্যবহারকারী কেবল একটা গ্রুপকে চেনে কিং। ফেলিসের হামলাকারী তারাই হলে, কিংয়ের দায়িত্ব তাকে রক্ষা করা। ভিড় ঠেলে এক পাশে বেরোতেই কিং তার ফোনটা বের করল। কল করতে যাবে, এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল এক ইথিওপিয়ান পুরুষ। 'মনে হচ্ছে তোমার সাহায্য দরকার,' চোস্ত ইংরেজিতে বলল লোকটা।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিং। ফোনটা ব্যাগে রাখতেই এম.পি.ফাইভ.-এর উপর হাত পড়ল তার। সিঁড়ি থেকে বেরোনোর আগে ওটা ব্যাগে পুরে রেখেছিল সে। 'ধন্যবাদ বন্ধু, আমরা ব্যবস্থা করে নিব।'

BanglaBook.org

হেসে ইথিওপিয়ান লোকটা সামনে ঝুঁকে নিচু স্বরে বলল, 'আমি দেখেছি কী ঘটেছে। আমি জানি, ওরা মেয়েটার জন্য এসেছিল। আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারব।'

মাথা নাড়ল কিং। 'তুমি যদি এত কিছুই জানো, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমি তোমাকে বিশ্বাসে আগ্রহী নই।'

'বিশ্বাস করা উচিত,' লোকটা ফেলিসের দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি তো আমাকে চেন, তাই না?'

ফেলিস তার দিকে তাকাল, তারপর কিংয়ের দিকে ফিরল। চেহারায় পূর্ব পরিচয়ের কোন ছাপ নেই।

লোকটার হাসি হতাশায় যেন কিছুটা ম্লান হলো। 'আমি মোজেস–মোজেস সেলাসি। রিফট উপত্যকার অভিযানে তোমার সঙ্গে ছিলাম আমি। গুহা থেকে তোমাকে উদ্ধার করি আমি–'

ফেলিসের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মোজেসের কাঁধ চেপে ধরে সে বলল, 'আমাকে গুহায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো, এখুনি।'

– রিপোর্ট করুন।

কোত্থেকে শুরু করব? পুরো ব্যাপারটা কেঁচে গিয়েছে। ফগ ছাড়া সি.ডি.সি. দলের সবাই এখন মৃত। এদিকে আমার লোকেরা সিগলারকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সে একাই চারজনের পুরো দলকে নিকেশ করে দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে! কে এই লোক আসলে?

– সিগলারের বর্তমান কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্যাদি অতিমাত্রায় গোপনীয়। তার গোপন কোন সামরিক বাহিনী বা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সদস্য হবার সম্ভাবনা বেড়ে ৯২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তার পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা কী হতে পারে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি সীমিত।

তা বলার জন্য তোমার দরকার নেই আমার।

– আপনার কি মনে হয়, ফগের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে সিগলার?

আমি ওর জায়গায় হলে তাই করতাম।

– তা তো হতে দেয়া যাবে না।

সেদিকটা আমি দেখছি।

BanglaBook.org

দশ
রণকৌশল

শহরের এক প্রান্তে মোজেসের ভাড়া করা বাসায় না পৌঁছা পর্যন্ত কিং বুঝে উঠতে পারেনি যে ফেলিস ইথিওপিয়ান নয়। মেয়েটা দু-চারটের বেশি কথা বলেনি, আর সে-ও ব্যস্ত ছিল নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার কাজে। ফেলিসের উচ্চারণে যে কোন আঞ্চলিকতা নেই, তা তাই লক্ষ করা হয়ে ওঠেনি কিংয়ের। মোজেস খাবার আর ফেলিসের জন্য কাপড় কিনতে বেরিয়ে গেলে, মেয়েটা চুপ করে বসে থাকল। কিং-ও তাকে ঘাঁটাল না।

ওর সামনে যেন মূল ছবি ছাড়াই কেউ জিগ-স পাজলের ভাঙা টুকরো ধরিয়ে দিয়েছে, কীভাবে সাজাবে তা বুঝতে পারছে না।

বেশ কিছু সূত্র আছে, কিন্তু এদের মাঝে সম্পর্ক জানা নেই তার। তবে সারার পরিণতি নিয়ে অনিশ্চয়তাই এখন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

আক্রমণকারীরা আগে সি.ডি.সি. টিমটাকে লক্ষ্য বানিয়েছে। ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। কিন্তু সারা ফেলিসের ঘরে ছিল না। আক্রমণকারীরা তাই লাগান পায়নি মেয়েটার। নাগাল তো আমিও পাইনি, ভাবল কিং। তাহলে কোথায় এখন সে? কি এখনও তাকে খুঁজছে তারা?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মোজেস ফিরল, সাথে রুটি আর গরুর স্টু; ফেলিসকে স্থানীয় একটা পোশাকও উপহার দিল। ফেলিসের চেহারায় স্পষ্ট অভক্তি। 'এটা হাবেশা কেমিস,' ব্যাখ্যা করল মোজেস। 'কফি উৎসবে পরা হয়। অনেক মেয়েই এটা পরে।'

'আমরা পরে বাইরে গিয়ে তোমার পছন্দসই কাপড় কিনে আনব নাহয়,' কিং বলল। 'অবশ্য তোমার যদি এই হাসপাতালের গাউনই পরে থাকতে ভাল লাগে তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফেলিস। 'বুঝলাম, স্থানীয় মেয়েই সাজতে হবে আমাকে। ঘুরে দাঁড়াও ছেলেরা, আমাকে একটু প্রাইভেসি দাও।'

কিং সাথে সাথে বলল। 'ওয়েস্ট কোস্ট, ঠিক কি না?'

'কার্কল্যাণ্ড, ওয়াশিংটন।'

'তো আফ্রিকায় কীসের টানে এলে? কাহিনী কী?'

দীর্ঘক্ষণ নীরবতার পর মেয়েটা বলল, 'তোমরা ঘুরে দাঁড়াও।'

কফি পোশাকটা আহামরি কিছু না হলেও আগেরটার থেকে ভাল। মোজেস হেসে খাবার তৈরি করতে গেল। সুযোগ বুঝে পুনরায় প্রশ্নটা করল কিং।

'তার মানে, তুমি কিছুই জানো না?' অবাক কণ্ঠে বলল ফেলিস।

কিং এক মুহূর্ত বুকের উপর হাত ভাঁজ করে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। 'আচ্ছা। তুমি যা জানো তা আমাকে বলো, আর আমি যা জানি তা তোমাকে বলছি। গতকাল এখানে, ইথিওপিয়াতে, সম্ভাব্য বিপর্যয়ের তদন্তের জন্য আটলান্টা থেকে একটা সি.ডি.সি. টিম পাঠানো হয়েছে। পেশেন্ট জিরো[3] হচ্ছ তুমি। সে–' কিং মোজেসকে

BanglaBook.org

দেখিয়ে বলল, 'একটা অভিযান আর গুহার কথা বলল। কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলাম, কিন্তু এতে জন্ম হলো আরও অসংখ্য প্রশ্নের।'

গুহার কথা বলায় মেয়েটার অস্বস্তি খেয়াল করল সে। 'ওই প্রসঙ্গে পরে আসছি। সি.ডি.সি. টিম আসার পনেরো মিনিটের মাঝেই সবাই মারা যায়। দলটাকে যারা খুন করেছে, তারা তোমাকেও মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। ব্যস, এতটুকুই জানি। এখন তোমার পালা। আমি বিনয়ের সাথে আবারও জানতে চাইছি,' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে প্রতিটা শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল সে, 'হচ্ছেটা কী এখানে?'

সংকোচ দূরে ঠেলে সাহস সঞ্চয় করে যেন মেয়েটা বলল, 'আসলে ঘটনাটা জানার অধিকার আছে তোমার। আমি উত্তর ইথিওপিয়ার গ্রেট রিফট উপত্যকায় এক অভিযানের অংশ ছিলাম। জীন বিজ্ঞানী আমি, তবে প্রত্ন-জীববিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। আমার কোম্পানির কাজ হলো, বিভিন্ন গোপন সূত্র থেকে পাওয়া ঐতিহাসিক রেকর্ড যেমন–পৌরাণিক এবং লোকাচার-বিদ্যা, পরীক্ষা করে দেখা। লক্ষ্য হলো পূর্বে অনাবিষ্কৃত জেনেটিক দ্রব্যাদি আয়ত্ত করতে পারা যায় কিনা তা দেখা। তথ্য মোতাবেক আমরা আফার এলাকায় একটা গুহা খুঁজে পাই।'

কিং বুঝতে পারল সেই আবিষ্কারের পিছনে আরও কাহিনী আছে, কিন্তু আপাতত চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। 'তারপর?'

'তারপর...আমি জানি না। গুহাটা আমরা খুঁজে পাই, কিন্তু এরপর হাসপাতালে আসা পর্যন্ত আর আমার কিছু মনে নেই।' মোজেসের দিকে ইশারা করল সে। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

কিং মোজেসের দিকে ঘুরল। ইথিওপিয়ান লোকটা খাবার পরিবেশন করে তাদের সম্মুখে বসে বলল, 'আমি যা দেখেছি তাই কেবল বলতে পারব। গুহার বাইরে ক্যাম্প স্থাপনের কাজে সাহায্য করার জন্য শ্রমিক হিসেবে ছিলাম।'

'তোমার ভাষা বেশ পরিশীলিত, শ্রমিক বলে মনেই হয় না।'

'ইংরেজিতে কথা বলতে পারি বলেই আমার চাকরিটা হয়। তবে নিশ্চিত থাকো, একজন সাধারণ শ্রমিক ছাড়া আমার অন্য কোন পরিচয় নেই। চারপাশে তাকাও। আমি খেটে খাই। যে কাজ পাই, তাই করি।'

'বলতে থাকো।'

'সব বেশ ভালমতই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ গবেষকরা গুহা থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেয়। তিনদিন কেটে যায় এভাবেই...সাড়াশব্দহীন। ক্যাম্প জুড়ে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। কেউ কেউ তো বিদ্রোহ শুরু করে। দ্বিধান্বিত আমি গুহায় ঢুকে মেয়েটাকে খুঁজে পাই।' ফেলিসের দিকে ইশারা করল সে। 'তুমি অজ্ঞান থাকায়, বয়ে বাইরে নিয়ে আসি। তারপর একটা ট্রাকে করে শহরে ফিরিয়ে আনি।'

'আর তখন থেকেই হাসপাতালের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলে?' জানতে চাইল কিং।

শ্রাগ করল মোজেস, নজর তখনও ফেলিসের দিকে। 'আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু সামনে আসতে চাইনি। আসলে ক্যাম্পটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আবার পুলিসকে সত্যটা বলে লাভ হতো না, আমার কথা বিশ্বাস করতো না কেউ। তাই তোমাকে রেখে যাবার পর আমি নিয়মিত দেখতে আসতাম যে জ্ঞান ফিরেছে

BanglaBook.org

কিনা। ভেবেছিলাম ভিতরের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমার কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবে।'

কিং অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল। 'আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ওই তিনদিনে গুহার ভেতর কী হয়েছিল?' মোজেস আর ফেলিস একে অন্যের দিকে তাকাল, নিরুত্তর।

কিং মেয়েটাকে বলল, 'তুমি ভিতরে ছিলে। কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিলে, ঠিক? সম্ভবত যা খুঁজছিলে তাই পেয়েছ। যারা আজ আমাদের উপর হামলা করে, তারা তোমার কাছ থেকে কিছু একটা ছিনিয়ে নেয়। অনেকটা খুলির মত দেখতে। মনে পড়ে কি তোমার?'

ফেলিস হতবুদ্ধি হয়ে মাথা নাড়ল।

কিন্তু মোজেস বলে উঠল, 'ঠিক। গুহার ভেতরে তুমি কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর খুলি খুঁজে পাও। বের করে আনার সময় তা শক্ত করে চেপে ধরে ছিলে, হাত থেকে নিতে দাওনি।'

'আচ্ছা, দাঁড়াও। গুহাতে তো আরও গবেষক ছিল, তাই না? তাদের কী হলো?' কোন জবাব না পেয়ে আবার চাপ দিল কিং। 'শোন, সি.ডি.সি.কে ডেকে এনেছে কেউ না কেউ। এর অর্থ, কারও না কারও ধারণা যে তোমরা ভাইরাস বা ওই জাতীয় কিছু পেয়েছিলে গুহায়। আসলেই কী তাই? সবাই কি অসুস্থ হয়ে সেখানে মারা পড়েছে? সে জন্যই কি তুমি অজ্ঞান হয়ে ছিলে?'

'আমি তো অসুস্থ হইনি,' মোজেস বলল। 'আমিও গুহায় ঢুকেছিলাম, এমনকী ফেলিসের সংস্পর্শে দু'দিন কাটিয়েছি পর্যন্ত। আমার তো কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি।'

'তাহলে হয়তো কোন ভাইরাস খুঁজে পায়নি গবেষকরা, কিন্তু কিছু না কিছু তো পেয়েছে? ব্যাপারটা ওই খুলির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু না তো?' তাদের অভিব্যক্তিশূন্য দৃষ্টি দেখে কিং বুঝল আলোচনার ধরন পাল্টাতে হবে। 'ফেলিস, কার হয়ে কাজ করো তুমি?'

'নেক্সাস জেনেটিক্স নামে একটা কোম্পানি আছে। তাদের হেড অফিস সিয়াটলে।'

নেক্সাস? এই উত্তর আশা করছিল না সে। 'কতদিন ধরে ওদের সঙ্গে আছ?'

'শুরু থেকেই। দু'বছরের বেশি হবে। আমার পুরনো কোম্পানি ভেঙে তৈরি হয় এই নতুনটি।'

'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স।'

'আমাদের কথা শুনেছ তুমি?'

কিং বিনা আয়াসে তার অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করল। 'যে দলটা হাসপাতালে আক্রমণ করেছে তার নাম জেন-ওয়াই। ম্যানিফোল্ডের ব্যক্তিগত সামরিক বাহিনী। সব ধামাচাপা দিতে চাইছে তারা।'

ফেলিসের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। অভিজ্ঞতা থেকে জানে কিং, ম্যানিফোল্ডের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড রিডলি পিশাচ হলেও, তার অধীনস্থ বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই তার ক্ষমতার লিপ্সার শিকার, নিরীহ বড়ে মাত্র! তাদের কয়েকজন এবং জেন-ওয়াইয়ের কিছু লোক মিলে ম্যানিফোল্ডের পতন ঘটায়। তবে রিডলি আত্মগোপনে চলে যায়, সাথে

BanglaBook.org

ম্যানিফোল্ডও। লোকটা মারা গিয়েছে ধারণা করা হলেও, সম্ভবত তার নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। অবশ্য আরও একটা ব্যাপার হতে পারে এখানে।

মৃত্যুর পূর্বে রিডলি প্রাচীন এক ভাষা আবিষ্কার করে–যাকে বলা হয়ে থাকে প্রকৃত ভাষা বা মাতৃভাষা। ধারণা করা হয়, জাদুকরী ক্ষমতা আছে এ ভাষার। অন্ধকারে আলো দেয়া, জড়পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করা, অসুখ সারানো–এসব। মারা যাবার আগে সে ওই ভাষার বদৌলতে তার একাধিক ক্লোন বা নকল তৈরি করে। বেশিরভাগকেই ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু নকলগুলোর প্রকৃত সংখ্যা কেউ জানে না...তাদের কতজন বেঁচে আছে, তা-ও জানা নেই। ম্যানিফোল্ডের ভগ্নাংশ থেকে জন্মানো নেক্সাস জেনেটিক্সের রিডলির এজেণ্ডা বাস্তবায়নে কাজ করা অশুভ একটা ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

কিছু ব্যাপার এখনও পরিষ্কার না হলেও কিংয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা হয়ে গিয়েছে। সময় এখন ডিপ ব্লুকে ডাকার। 'আপাতত নিরাপদে আছ তোমরা,' ফোন বের করতে করতে বলল সে। 'যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করছি আমি।'

'না।' ফেলিসের গলায় ভয়।

কিং ফোন নিচু করল। 'কেন?'

'আমার গুহায় ফিরে যেতে হবে।' মোজেসের দিকে ফিরল সে। 'তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? রাস্তাটা মনে আছে তো তোমার?' মোজেস অনিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে যেন আশ্বস্ত হবার জন্য কিংয়ের দিকে তাকাল। 'তুমিই তো বললে ওরা সব ধামাচাপা দিতে চাইছে,' বলল ফেলিস। 'এরপর নিশ্চয়ই গুহায় যাবে ওরা। তুমি জানো, আমি ঠিক বলছি। ওদের আগে আমাদের সেখানে যেতে হবে।'

'কী খুঁজে পেয়েছিলে, তা-ও তো তোমার মনে নেই।'

'না, নেই। কিন্তু মন বলছে আমার সেখানে ফিরে যাওয়া উচিত।'

ভ্রু কুঁচকাল কিং। এমন ঝামেলার দরকার ছিল না। সারা ঘোর বিপদের মধ্যে আছে। তবে ফেলিসের কথাও ঠিক। আর গুহার আবিষ্কারই যদি হাসপাতালে আক্রমণের পেছনে দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে জেন-ওয়াই এর আগে সেখানে পৌঁছাটা জরুরি। রিডলি আর ম্যানিফোল্ড যেখানে জড়িত, সেখানে দ্রুত অ্যাকশনে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

মোজেসের দিকে ঘুরল সে। 'তুমি কি সরঞ্জামসহ অভিযানের বন্দোবস্ত করতে পারবে? গোপনে?'

'খরচ পড়ে যাবে অনেক।'

কিং তার বেল্টের গোপন কুঠুরি থেকে এক মুঠো কয়েন বের করে মোজেসের হাতে ধরিয়ে দিল। খাঁটি সোনার ক্রুগারেণ্ডের অতর্কিত ভারে আরেকটু হলেই প্লেটের খাবারের উপর পড়ে যেত মোজেসের হাত।

কিং কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'আমার মনে হয় এতে হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

♜

এগারো

ফুলব্রাইটের 'সেফ হাউজে' পৌঁছামাত্র সারা রক্তের স্যাম্পলগুলো তার ব্যাগ থেকে ফ্রিজে উঠিয়ে রাখল। তাকে আর ফুলব্রাইটকে ঘণ্টাখানেক আগে হাসপাতাল থেকে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে আনা হয়েছে। কাছের একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে অবতরণ করেছে তারা। সেখান থেকে শহরের দক্ষিণে বোলের কাছেই একটা বাড়িতে এসেছে।

প্রমত্ত নদীতে ভেসে বেড়ানো খড়কুটোর মত লাগছে নিজেকে সারার। পরিস্থিতি আর হাতের মুঠোয় নেই। নমুনা সম্বলিত ব্যাগটাকে যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে আছে সে। এটুকু অন্তত জানে যে ফেলিস কার্টারের শরীর থেকে সংগৃহীত রক্ত নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। ওর দলের সবাই না আসা পর্যন্ত, যন্ত্রপাতিও পাওয়া যাবে না। আর তাই পরীক্ষা করেও দেখা যাবে না এই রক্ত।

অন্তত নিজেকে তা-ই বোঝাতে চাইছে সে।

ফোনে কথা বলতে বলতে ফুলব্রাইটের অভিব্যক্তি বদলে যেতে দেখে সারা বুঝে গেল, তা আর হবার নয়। 'আগুনটা ল্যাব থেকে শুরু হয়েছিল,' শান্তস্বরে বলল ফুলব্রাইট। 'মর্মান্তিকভাবে পোড়া পাঁচটা লাশ উদ্ধার করেছে ওরা। এটা নিছক কোন দুর্ঘটনা নয়। পুলিস বেশি কিছু বলছে না, তবে তদন্ত হবে।'

সারা চোখ বন্ধ করে বড় করে শ্বাস নিল। এ মুহূর্তে তার হতচকিত কিংবা ব্যথিত হওয়া উচিত, কিন্তু মাথাটা কাজ করছে না। ফ্রে আর অন্যদেরকে কেবল কয়েক মিনিটের জন্য রেখে রোগীর পাশে গিয়েছিল সে। তার মনের একাংশ এখনও বিশ্বাস করে যে তারা সেখানেই আছে, তার অপেক্ষায়! কেউ আর বেঁচে নেই মেনে নেয়াটা বড্ড কঠিন। আবারও বড় করে শ্বাস নিয়ে মেয়েটা বলল, 'সি.ডি.সি. হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে। এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।'

ফুলব্রাইটের ঠোঁট চেপে বসল। 'বুদ্ধিটা ভাল হবে না। কাজটা যারই হোক, তাদের লক্ষ্য ছিল তোমার দল। তারা জানত তুমি আসবে, চায়নি যে কাজটা শেষ করো। এতক্ষণে ওরা হয়তো বুঝে গিয়েছে, বেঁচে আছ তুমি। আর তার মানে, ওরা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে হবে তোমাকে।' দু'জনের সম্পর্ককে কিছুটা সহজ বানিয়ে দিয়েছে জীবনের হুমকি।

'কিন্তু সরঞ্জামাদি ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।'

নড করল ফুলব্রাইট। 'তোমার যা লাগবে তা আমরা অর্ডার করে রাতারাতি নিয়ে আসতে পারি।'

'এসব খুবই বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি। হাজার হাজার ডলার দাম। আর যাই আবিষ্কার করি না কেন তা সি.ডি.সি.তে আপলোড করে মিলিয়ে দেখতে হবে।'

'টাকা কোন বিষয় না। অবশ্য এ মুহূর্তে নাটের গুরুটা কে, সেটা জানাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।' নিউমেরিক লক এবং রেটিনা স্ক্যান দ্বারা সুরক্ষিত একটা বন্ধ কবাট খুলে যেতেই প্রশস্ত কম্পিউটার রুমটা চোখে পড়ল। ফুলব্রাইট কম্পিউটার

BanglaBook.org

চালু করে সারার কথামত মেডিকেল সরঞ্জামাদি অর্ডার দেয়া শুরু করল বেসরকারি কিছু সংস্থা থেকে। প্লাটিনাম আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড ব্যবহার করে দাম ও দ্রুত পাঠানোর জন্য শিপিং চার্জ মিটিয়ে দিল বিনাবাক্য ব্যয়ে। 'আপাতত তোমার আর কিছু করার নেই,' ফুলব্রাইট বলল। 'খেয়ে বিশ্রাম নাও।'

যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল সারা। সরঞ্জামাদি কেনার সময়ও সে বহাল তবিয়তে ছিল, কিন্তু এখন ক্লান্তি আর হারানোর বেদনা জেঁকে বসেছে যেন তার উপর। তা তাড়ানোর একমাত্র উপায় হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা, সমস্যাটার সমাধান খোঁজা। 'শোন,' দরজায় দাঁড়িয়ে বলল সে। 'আমি একজনকে চিনি যে হয়তো এ সমস্যা সমাধানে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। ওর দৌড় বহুদূর...' বলে থামল সে; সমঝদারের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

ফুলব্রাইট বুঝে নিল। 'ওই তোমার বন্ধুটা...সরকারের হয়ে কাজ করে, তাই না?' চেয়ারে হেলান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তোমার জ্ঞান খুবই কাঁচা। মাঝে মাঝে এজেন্সিগুলো একে অন্যের বিপক্ষে কাজ করে। ডান হাতের খবরও বাম হাত জানতে পারে না।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'এর পেছনে কে আছে না জানা পর্যন্ত, কাকে বিশ্বাস করব বুঝে উঠতে পারছি না আমি। হতে পারে এটা অন্য কোন এজেন্সির কাজ। কাউকেই বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

সারা নিজের মাঝে চাপা ক্রোধ অনুভব করল। 'জ্যাক এ ধরনের কিছুতে কখনও জড়াবে না।'

'আমি নিশ্চিত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে ঝামেলায় পড়তে পারি আমরা।' সারা এর প্রতিবাদ করার আগেই সে নরম স্বরে বলল, 'তবে এ সবই আমার ধারণা। যে-ই কাজটা করুক না কেন, পেছনে ছাপ রেখে গিয়েছে। আমাকে একটু খোঁজখবর নিতে দাও। এর পেছনে কে আছে জানা মাত্রই তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

জ্যাককে ফোন করতে পারার ভাবনা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা যেন সারাকে আশ্বস্ত করল।

***

জেগে উঠে সারা দেখল, ফুলব্রাইট উল্টো দিকের সোফায় বসে চুপচাপ তাকে দেখছে। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় ঘুম থেকে উঠে অভ্যাস আছে তার। তবু ফুলব্রাইটকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে নিজের চেহারা সম্পর্কে সচেতন হলো, হাত দিয়ে চুল ঠিক করল। 'কতক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছি?'

'কয়েক ঘণ্টা হবে,' চাপা হেসে বলল সে, 'তোমার জন্য কিছু সুসংবাদ আছে, কিছু দুঃসংবাদ আছে। আর কিছু ভয়ংকর দুঃসংবাদ আছে।'

'দুঃসংবাদ আগে।'

'থাক, সুসংবাদটাই আগে দিই। আমি জানি হাসপাতালে হামলার জন্য দায়ী কে।'

BanglaBook.org

সারা কিছুটা সোজা হয়ে বসল। 'কে?'

'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান।'

'ম্যানিফোল্ড?' সারা বুক ধক করে উঠল।

'ওদের কথা জানো মনে হচ্ছে।'

নড করল সারা, কিন্তু বিশদ ব্যাখ্যায় গেল না। 'আর দুঃসংবাদটা কী?'

'আসলে দুঃসংবাদটা এরই অংশ। ম্যানিফোল্ড অতীতেও বিভিন্ন ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অফিশিয়ালি বছর দুয়েক আগে তাদের কোম্পানি ভেঙে যায়, কিন্তু তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। নেক্সাস, ফেলিস কার্টার যে কোম্পানির হয়ে কাজ করে তা ম্যানিফোল্ডেরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। ফেলিস ও তার অভিযাত্রী দলকে কিছু একটা উদ্ধার করতে নেক্সাস উপত্যকায় পাঠিয়েছিল। তাতে সফলও হয় সে। আর সেটা যা-ই হোক না কেন, এখন ওদের দখলে আছে। হামলার পরপরই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার স্যাটেলাইট চিত্র যোগাড় করতে সমর্থ হই আমি, সেখান থেকেই সূত্র পেয়েছি। হর্ন অফ আফ্রিকায় ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও চোরাচালান কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা ফেউ লাগাই। ওদের হেলিকপ্টার পূর্বদিকে ভারত সাগরে নোঙর ফেলা এক জাহাজের দিকে ছুটে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওটা এক ধরনের ভাসমান, জৈব-অস্ত্র উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি। কাজেই আরাধ্য বস্তুটি কেবল ওদের হাতেই নেই, বরং পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ হিসেবে তা অস্ত্রে পরিণত করার কাজও শুরু করে দিয়েছে।' মাথা নাড়ল সারা। 'এর পেছনে ম্যানিফোল্ডের হাত থাকলে পরিস্থিতি আমাদের কল্পনার থেকেও খারাপ। আমাকে জ্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। ম্যানিফোল্ডের নাড়ি-নক্ষত্র জানে সে। সে-ই গতবার ওদের পতন ঘটিয়েছিল।'

ফুলব্রাইট ভ্রু উঁচাল। 'দুঃখিত, এর জন্য আমাদের হাতে সময় নেই। জাহাজে ওদের গবেষণাগার দখলে নেয়ার জন্য একটা দলের নেতৃত্ব দেয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমি।'

'আর এটাই কি সেই ভয়ংকর দুঃসংবাদ?' জানতে চাইল সারা।

'না,' তার চেহারায় দুঃখ ফুটে উঠল। 'তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

সারা কোন সাড়াশব্দ না করায় সে তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, 'বিশ্বাস করো, আর কোন উপায় নেই। একমাত্র তুমিই ওখানে আমরা যা পাব তার মর্ম বুঝবে।'

'আমি যাব।'

ফুলব্রাইটের ভ্রু কুঁচকে গেল। 'আমি কী বলছি তা তুমি বুঝতে পারছ না, এই অপারেশনে কিন্তু কোন আইন মানা হবে না।'

'এইসব রাখঢাক করে কথা বলা বাদ দাও তো। সবাইকে খুন করবে তোমরা, তাই না? তা আমি জানি। ওই জারজগুলো আমার বন্ধুদের মেরেছে। আর আমি নিশ্চিত ওদের পরিকল্পনার বলি হবে আরও অনেকে। কাজেই ওদের মেরে ফেললে আমার কিছু যায় আসে না।'আমি ভাবছি তুমি আর তোমার স্পাই বন্ধুরা জিনিসটা হাতে পাবার পর কী খেল দেখাও, মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছু বলল না সে।

'তোমার নিরাপত্তার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, আমি করব। আক্রমণের যায়গা সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত ভিতরে যেতে হবে না তোমাকে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েই যায়।'

'আমি নিজের খেয়াল রাখতে পারব। কখন রওনা দিচ্ছি তাহলে?'

BanglaBook.org

বারো

'ইথিওপিয়া?'

কিং দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল, তার ফোনের জিপিএস থেকে পাওয়া অবস্থানের তথ্য মিলিয়ে দেখছেন ডিপ ব্লু।

আদ্দিস আবাবায় এখন ভোর, নিউ হ্যাম্পশায়ারের চেস টিমের নতুন কার্যালয়ে বিকেল। মোজেসের আনা সরঞ্জামাদি আর ভাড়া করা নতুন মডেলের রেঞ্জ রোভার দুটো চেক করেছে কিং। পাশাপাশি সহকারী হিসেবে নিযুক্ত চার ইথিওপিয়ান যুবকের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিপ ব্লু'র সাথে যোগাযোগের সময় হয়েছে। 'তুমি তো বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ। দুইটা ভিন্ন ঘটনা, দুটোরই মধ্যমণি তুমি। এর ব্যাখ্যা কী?'

'ম্যানিফোল্ড ফিরে এসেছে।' কিং দ্রুত ডিপ ব্লুকে সব অবহিত করল–সারার রহস্যময় মেসেজ থেকে শুরু করে গ্রেট রিফট উপত্যকায় ফেলিস কার্টারের সঙ্গী হবার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত। 'ক্লোনগুলোর কোন একটার কাজ নাকি?' জানতে চাইলেন ডিপ ব্লু। 'সম্ভাবনা আছে। আরেকটা সম্ভাবনা হচ্ছে, এই লোক বিভিন্ন নামে একসঙ্গে এত বেশি সংখ্যক প্রজেক্ট শুরু করেছিল যে ওর অধীনস্থরাও জানে না তাদের বস মৃত! এখনও হয়তো যার যার মত কাজ করে যাচ্ছে, কেবল দরকার পড়লে রিডলির কাছে রিপোর্ট করে।'

'ওরা এবার কীসের পিছনে পড়েছে মনে হয় তোমার?' ডিপ ব্লু প্রশ্ন করলেন।

'তা এখনও নিশ্চিত নই। আমার ধারণা, তারা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছিল, ঘটনাচক্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পায় যার জন্য এত খুন-খারাবি। তবে আমি সেজন্য ফোন করিনি।'

'সারার জন্য?'

কিং লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল। 'ওকে খুঁজে বের করুন।'

চেস দলের মুখপাত্র আবার কিছু বলার আগে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। 'ইথিওপিয়ান সরকার সব ধামাচাপা দিতে চাইছে, তবে হাসপাতাল থেকে ছয়টা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।'

ছয়টা? সি.ডি.সি.র পাঁচজন বিজ্ঞানী ল্যাবে ছিল। ব্যথিত হলো জ্যাক।

'পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে দোতলা থেকে, আর একজন পুরুষের লাশ পঞ্চম তলায় আগুনের মধ্য থেকে। কারও পরিচয়ই জানা যায়নি।'

পুরুষ? ফেলিসের রুমে হত্যা করা জেন-ওয়াই এর বন্দুকবাজের কথা মনে পড়ল ওর। 'সারা নেই ওদের মধ্যে। ঘটনার সময় সারা হাসপাতালে ছিল, তবে আমি ওকে খুঁজে পাইনি। যতদূর আমি জানি, সে এখনও বেঁচে আছে।'

'সি.ডি.সি.তে এখনও যোগাযোগ করেনি সে। তাহলে কি জেন-ওয়াই ওকে ধরে নিয়ে গেল?'

'আমি জানি না।'

BanglaBook.org

থিওরিটা যৌক্তিক হলেও ঠিক যেন খাপে খাপে মিলছে না। 'বুঝে পাচ্ছি না, ওদের কাছে সারার গুরুত্ব কী?'

'আমি দুঃখিত, কিং।'

'যাকগে এসব নিয়ে ভাবার মত সময় আর নেই আমার। ম্যানিফোল্ডের গোমর ফাঁস করতে হবে আগে। আপনি সারাকে খুঁজতে থাকুন, পেলে সাথে সাথে জানাবেন।'

'আলবৎ।'

***

কিং কলটা কেটে দিকে ফোনটা পকেটে পুরল। যাবার সময় হয়েছে।

নীল জিনস আর টি-শার্ট পরিহিত ফেলিস খাঁচায় বন্দী প্রাণীর মত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। কিং ঢুকতেই সাগ্রহে তার দিকে তাকাল সে। 'এখন বেরোব?'

'এক মিনিটের মধ্যে। তবে প্রথমে জানা দরকার, কোথায় যাচ্ছি আমরা? আর কী খোঁজ করব সেখানে?'

'সে তথ্য গোপনীয়। আমি বলতে পারব না।'

'হয়তো তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনোনি, গতকালই তোমাকে ঝেড়ে ফেলার নোটিশ জারি হয়েছে। তাই নেক্সাস মামলা করবে, এই ভয়ে চুপ না থাকলেও চলবে। কিন্তু ওই গুহায় আমার সাহায্য ছাড়া ফিরতে পারবে না তুমি। আর সবকিছু খুলে না বলা পর্যন্ত, কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

প্রশ্নটা নিয়ে খুব একটা গা করছে না ফেলিস, দেরী হওয়া নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তা তার। চিন্তামগ্ন হয়ে বলল, 'কী জানতে চাও?'

'গতকাল তুমি বলেছিলে এই জায়গা সম্পর্কে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়েছ, এর মানে কী?'

'কেবল ঐতিহাসিক রেকর্ড না দেখে আমরা মাঝে মাঝে জনশ্রুতির দিকেও মনোযোগ দিই। চোখের দেখায় তো আর সব বুঝা যায় না, মাঝে মাঝে গুপ্তধনের মানচিত্রের মত হাতে ধরা দেয়। তুমি কি হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী হাতির কারবালার কারবালার নাম শুনেছ?'

'টারজান কোন সিনেমার কথা বলছ বলে মনে হচ্ছে!' মন্তব্য করল কিং।

ফেলিস এক মুহূর্ত থমকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ঠাট্টা করছি না। হাতির কারবালার জনশ্রুতি আফ্রিকানদের মাঝে প্রচলিত আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। অনেকটা কিং সলোমনের মাইন বা প্রেস্টার জনের রাজ্যের মত। কাহিনীগুলো একটা সময় পর যেন জীবন পায়। কথিত আছে, মরণ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পারলে হাতিরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যায়, যেন কোন এক অদৃষ্টের টানে। এক জায়গায় এতগুলো মৃত হাতি মানে আইভরির স্বর্গরাজ্য! কেবল সংগ্রহের অপেক্ষা!'

'কিন্তু হাতিরা তো সত্যি সত্যি এমন করে না,' কিং বলল। 'মানে, এমনটা হলে তো আমরা জানতামই।'

নড করল ফেলিস। 'প্রাণীবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বও তোমার কথা সমর্থন করে। তবে আজকাল পোচার আর বিগ গেম হান্টাররা তো সব হাতি নিকেশ করে ফেলেছে। কে

BanglaBook.org

জানে, কয়েকশো বছর আগে হয়তো হাতিরা এমন করত। হাতির কারবালার অধিকাংশ কাহিনীই ভুয়া প্রমাণিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একটা সূত্রের জের ধরে আমরা পৌঁছে যাই গ্রেট রিফট উপত্যকায়। আমরা জানি হাজার হাজার বছর ধরে সেখানে মানুষের বসবাস। কাজেই কাহিনীর যদি কিছু সত্যতা থাকে, তাহলে তার উৎস ওখানেই।'

'নেক্সাস হাতির হাড্ডির পিছনে লাগল কেন?'

'যেমনটা বললাম, কারবালার অস্তিত্ব থাকার মানে হলো সমষ্টিগত আচরণের প্রমাণ–যা আধুনিক হাতিতে নেই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওখানকার ডি.এন.এ. আর আধুনিক হাতির ডি.এন.এ. তুলনা করে দেখা। সঙ্গে এমন আচরণের জন্য দায়ী জিনকেও আলাদা করে ফেলা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত জিনটা আলাদা করা গেলে মনুষ্য আচরণের ক্রমবিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যাবে অনেক দূর।'

ফেলিসের জবাবটা ভেবেচিন্তে দেখল কিং। ইচ্ছাকৃতভাবে চোখে ধুলো দেয়ার কোন চেষ্টা তাতে নেই, কিন্তু ম্যানিফোল্ডের আচরণের সাথে ব্যাপারটা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না। আবার যাই তারা আবিষ্কার করে থাকুক না কেন, তা দখলের জন্য খুন খারাবির ব্যাপারটাও ধোপে টিকছে না। শেষমেশ সে জানতে চাইল, 'তোমার সঙ্গে থাকা ওই বানরের খুলির রহস্যটা কী?'

অসহায়ভাবে শ্রাগ করল ফেলিস। তার চেহারা থেকে স্পষ্ট যে এ ব্যাপারে সে কিংয়ের মতই দিশেহারা। 'কিছু তো অন্তত মনে আছে তোমার,' জোর দিল কিং। 'তা নাহলে কেন ফিরে যাবার জেদ ধরেছ তুমি?'

'আমার জানার ইচ্ছে, কী হারিয়েছি আমি।'

কিং তা মেনে নিলেও ফেলিসের বলা একটা কথা ওকে খোঁচাচ্ছে। সমষ্টিগত অবচেতন মনের ব্যাপারে বলা কিছু একটা...

গুহাতে খুঁজে পাওয়া সেই জিনিসটার সাথে যদি সমষ্টিগত অবচেতনতার যোগসূত্র থেকেও থাকে, তাহলে ম্যানিফোল্ডের কী? তারা এ থেকে কী সুবিধা আদায় করতে পারবে?

এর জবাব অবশ্য ফেলিসের থেকে পাওয়া যাবে না। মেয়েটার গুহায় ফিরে যাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাকে আরও স্বেচ্ছাচারী, অসহযোগী করে তুলবে। কাজেই রওনা দিয়ে দেয়াই ভাল।

BanglaBook.org

***

গাড়িবহরটাকে নেতৃত্ব দিল কিং, তার সাথে সহযাত্রী হিসেবে আছে ফেলিস আর মোজেস। পূর্ববর্তী আলোচনার পর আর তেমন একটা কথা বলেনি মেয়েটা। গাড়ি চলা শুরু করতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে, যেন শত শত মাইল উত্তরে অবস্থিত গন্তব্যের এক ঝলক দেখতে পাবে। কিংয়ের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে মোজেস, তবে কথা বলায় তারও খুব একটা আগ্রহ নেই। কিংয়ের মাথায় সারাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ভর করল।

গাড়ি চালাতে গিয়ে কিং বুঝতে পারল, অবচেতন মনে রাস্তায় অ্যামবুশ বা পুঁতে রাখা মাইনের লক্ষণ খুঁজে বেরাচ্ছে ও। আফগানিস্তান আর ইরাকে গাড়ি চালাতে গিয়ে ব্যাপারটা আসলে পরিণত হয়েছে তার অভ্যাসে। ইথিওপিয়া অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের দেশ নয়, তবে দুর্গম এলাকায় ডাকাত দলের উপস্থিতি আছে। আর আল কায়েদার মাথাচাড়া দেয়ার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। গতকালের ঘটনাবলীর পর কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন ভাল।

মোজেস অভিযানের মাল-সামান কিনতে যখন ব্যস্ত ছিল, তখন কিং-ও টুকটাক কেনাকাটা সেরে নিয়েছে। এক বিশ্বস্ত কালোবাজারি অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করে কিনেছে ব্যবহৃত ড্রাগুনভ এস.ভি.ডি., সাথে পি.এস.ও.-ওয়ান স্কোপ। অস্ত্রটা তার প্রথম পছন্দ না হলেও রাশিয়ান অস্ত্রই বাজারে সহজলভ্য। স্নাইপার রাইফেলটার সাথে একটা বেয়নেটও আছে, যেটাকে তার প্রিয় কা-বার ছুরির বদলী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অনায়াসে। রাইফেলটার সাথে প্রায় ৫০০ রাউণ্ড ৭.৬২ এম.এম. আর এম.পি.ফাইভের জন্য ৯ এম.এম. রাউণ্ডের কিছু বক্স দিয়ে গিয়েছে সে। আদ্দিস আবাবায় আসার পর এই প্রথম কিংয়ের নিজেকে যেকোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত মনে হলো, তবে বেঁচে থাকাটা আসলে অস্ত্রশস্ত্রের থেকে বেশি নির্ভর করে সৌভাগ্য আর সুবিবেচনার উপর।

কোন ঝামেলা ছাড়াই দিনটা কাটল। মেইন হাইওয়েতেই রইল তারা। উত্তরে কমলচা শহর পর্যন্ত চলে গেল একটানে। ওখানে খাওয়াদাওয়া সেরে গাড়িতে তেল ভরে গেল পূর্বে আফার জেলার নতুন আঞ্চলিক রাজধানী সেমেরাতে। দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানেই লজে রাত কাটাল। সেমেরার পর আরাম আয়েশের তেমন বন্দোবস্ত নেই।

প্রতি মাইল পেরোনোর সাথে সাথে যেন ফেলিস আরও উৎকণ্ঠিত, আরও চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। কিং তাকে একাকী থাকতে দিল। বলার মত আর কিছু ফেলিস জানে বলে মনে হয় না, আর জানলেও যতক্ষণ সে না চায়–ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মোজেসও বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকল, কেবল মাঝে-সাঝে অভিযানের ব্যবস্থাপক হিসেবে স্থানীয় ভাষায় ভাড়াটে শ্রমিকদের নির্দেশ দিচ্ছে। ফেলিসের মতই ভবিষ্যতের ভাবনাতে অবচেতন মনের তাড়নায় উৎকণ্ঠায় সময় পার করছে সে।

কিং অবশ্য মোজেসের সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পেরেছে ওর মুখ থেকেই। কলেজের গণ্ডি পেরোনো মোজেসের নিয়তি তাকে আফ্রিকার অনেকের মতই আর্থিক দৈনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিংয়ের ধারণা, হয়তো এ অভিযানের সফলতার মাধ্যমে সেই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছে সে।

সেদিন সন্ধ্যায় কিং ডিপ ব্লু'র সাথে যোগাযোগ করল। রিপোর্ট করার মত কিছু না থাকায় তাদের আলাপচারিতা হলো সংক্ষিপ্ত। ম্যানিফোল্ডের গতিবিধির কোন খবর পাওয়া যায়নি, হদিস নেই সারারও।

সূর্য উঠার আগেই পরদিন যাত্রা শুরু করল তারা। পূর্বদিকে কিছুদূর গিয়ে সেরদো গ্রামের কাছে তারা হাইওয়ে ছেড়ে ধুলোমাখা পথ ধরে উত্তরে এগোল। চারপাশে ধু ধু ময়দান, যেন কোন ভিনগ্রহের বুক চিড়ে তাদের গাড়ি ছুটে চলেছে।

BanglaBook.org

গ্রেট রিফট উপত্যকায় এখনও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। কেনিয়া থেকে হর্ন অফ আফ্রিকা পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই উপত্যকাটিই পৃথিবীর একমাত্র স্থলভাগ যেখানে টেকটোনিক প্লেট নড়াচড়া করছে, বাকি উপত্যকাগুলো সব সমুদ্রের তলদেশে। প্রকৃতপক্ষে গ্রেট রিফটের একেবারে উত্তরের অংশ থেকেই জন্ম লোহিত সাগরের। কালের আবর্তনে এই উপত্যকাও গিয়ে মিলতে পারে ইডেন উপসাগরের সাথে, নিমজ্জিত হয়ে পরিণত হতে পারে সাগরে। প্লেটগুলোর স্থানান্তর খুবই সময়সাপেক্ষ, বছরে অল্প কয়েক ইঞ্চি-তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন ২০০৫ সালের ডাব্বাহু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রায় সাঁইত্রিশ মাইল দীর্ঘ গিরিখাতের সৃষ্টি হয়। লাখ লাখ বছর ধরে লাভা উদগীরণের এ প্রক্রিয়া চলে আসছে। তবে এই ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সাম্প্রতিক এক ঘটনাই উপত্যকাটিকে অনন্য করে তুলেছে। এখানেই আধুনিক মানুষের পূর্বসূরির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিরাজমান তত্ত্বসমূহ সঠিক হলে মনুষ্যজাতির বিবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়েছে এখানে।

কিং জানে না, কথিত হাতির কারবালার সাথে বিবর্তনের কী সম্পর্ক, তবে ফেলিসের হাতে বানরের খুলি নিছক কোন দুর্ঘটনা নয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছুটে চলল তারা। খারাপ রাস্তার কারণে গতিবেগ হাইওয়ের থেকে অর্ধেকে নেমে এসেছে। বিকেলের দিকে তারা রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল। গতি কমে গেল আরও। মোজেসের মতে গন্তব্য আর একশো কিলোমিটার থেকে কম দূরত্বে, তবে রাস্তা না থাকায় পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

এই বিস্তীর্ণ বিরানভূমিতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবুও সাবধানতায় ঢিল দিল না কিং। ম্যানিফোল্ড যা চায় তা পেয়ে গেলেও সম্ভাবনা আছে যে তারা হয়তো তা নিয়ন্ত্রণ অথবা তার উৎস ধ্বংস করে দিতে চাইবে। সেক্ষেত্রে এতক্ষণে ওরা হয়তো চলেও গিয়েছে গুহার কাছে।

আগে নিশ্চয়তা দিলেও, এখন রাস্তাবিহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে মোজেসকে কিছুটা দিশেহারা মনে হলো। সে অভিযাত্রী দলের মেটে রাস্তা ছাড়ার জায়গাটা চিনতে পারার এবং সেখান থেকে মূল জায়গাটার দূরত্ব জানে দাবি করলেও, এমন বিস্তৃত এলাকায় এক ডিগ্রী এদিক সেদিক হলে গন্তব্য থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ঠেকতে পারে তারা। প্রকৃত কো-অর্ডিনেটস ছাড়া জি.পি.এস.ও অচল। তবে যতই তারা লাভার মাঠ ধরে এগিয়ে গেল, ততোই যেন ফেলিসের উপর কিছু ভর করল–দিক বাতলে দিতে লাগল সে! কিং বুঝতে পারল অবচেতনভাবেই সে জীবন্ত জি.পি.এস. ডিভাইস হিসেবে কাজ করছে।

'আর কত দূর?' জানতে চাইল ও।

ফেলিস ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না। উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। 'ওই ঢালের উপর। গুহাটা ওখানে।'

কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। আগেভাগে কেউ এসে থাকলে শীঘ্রই তাদের দৃষ্টিগোচর হবে, বিশেষ করে অন্ধকার হয়ে আসায় যদি গাড়ির হেডলাইট জ্বালাতে হয়...তো। কিং একটা উঁচু জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে গেল। গাড়ি থামিয়ে চূড়ায় উঠল সে।

BanglaBook.org

সামনের উপত্যকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ড্রাগুনভের স্কোপটা ব্যবহার করে নজর বুলিয়ে কেবল পূর্বের ক্যাম্পটা চোখে পড়ল। কোন আলো বা নড়াচড়া চোখে পড়ল না। তবে অজ্ঞাত কারণে কিং খুব একটা স্বস্তি পেল না।

কয়েক মিনিট পর অভিযাত্রীদের গাড়ির হেডলাইটে আলোকিত হলো ভগ্নপ্রায়, পুড়ে যাওয়া ক্যাম্পের অবশিষ্টাংশ। অল্প কিছুদিন গত হলেও মনে হচ্ছে যেন কেয়ামত বয়ে গিয়েছে এখানে। জায়গাটাকে ঘিরে থাকা তারের উপর ছেঁড়া-ফাঁটা কাপড় পতপত করে উড়ছে বাতাসে। কেবল একটা তাঁবু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পোড়া দুটো কাঠামো ইঙ্গিত দিচ্ছে সেগুলো এককালে ট্রাক বা এস.ইউ.ভি. ছিল। বাকিসব চেনার কোন উপায় নেই।

ফেলিসকে অবশ্য ধ্বংসাবশেষে কিছু খুঁজতে আগ্রহী মনে হলো না। 'আমাদের গুহায় যাওয়া উচিত,' জোর দিয়ে বলল সে। 'ক্যাম্পে আমাদের কাজে আসবে এমন কিছু নেই।'

অবস্থাদৃষ্টে কিংয়েরও তাই মনে হচ্ছে। কাউকে জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু লাশগুলো কোথায়?

কিং তার গাড়িতে করে পাহাড়ের পাদদেশের কাছাকাছি ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্যাম্পের চারপাশটা ঘুরে এল। গুহার প্রবেশদ্বার দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থামাল সে। তবে থামার আগেই ফেলিস দরজা খুলে ছুট লাগাল। 'দাঁড়াও!' কিং চেঁচিয়ে উঠল। 'ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালতে দাও অন্তত।' মোজেসের দিকে ঘুরল সে। 'তোমার লোকদের এখানে ক্যাম্প করতে বলো। আমি আর ফেলিস ভেতর থেকে ঢুঁ মেরে আসি।'

মোজেসকে হতবিহবল মনে হলেও সে মাথা নেড়ে দ্বিতীয় গাড়িতে থাকা লোকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ পৌঁছে দিল। কিং তার ডাফেল ব্যাগ থেকে একটা এল.ই.ডি. ম্যাগলাইট আর একটা এম.পি. ফাইভ বের করে দ্রুত গুহামুখে ফেলিসের সাথে যোগ দিল।

ভিতরে ঢুকতেই সে বুঝে গেল, কোথাও কোন একটা গণ্ডগোল আছে। বাতাসে বাজে একটা দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, পচে যাওয়া মাংসের সাথে পশুর মল মূত্রের গন্ধ। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মেঝেতে ভেজা, তেলতেলে কিছু ঘষে নিয়ে যাবার দাগ দেখা যাচ্ছে। 'আগেও কি এই দাগগুলো ছিল?' প্রশ্ন করল কিং।

'মনে পড়ছে না।' ফেলিসকে বিভ্রান্ত মনে হলো। সে দ্রুত হাঁটছে।

ছোট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে বিশাল এক গুহায় প্রবেশ করল তারা। কিংয়ের ফ্ল্যাশলাইটের আলোও ব্যর্থ হলো পুরো গুহাকে আলোকিত করতে। তবে চোখের সামনে যা দেখতে পেল সে তাতে চোয়াল ঝুলে গেল তার।

হাতির কারবালা–শব্দটা প্রথম শোনার পর তার ধারণা হয়েছিল যে সেখানে হয়তো কয়েক ডজন বা বড়জোর কয়েকশো হাতির কঙ্কাল আছে। তবে এই গুহা কল্পনাকেও হার মানায়। তার সামনে যেন বিশাল হাড় আর হাতির দাঁতের সমুদ্র। কোন কোনটা লম্বায় প্রায় দশ ফিট। যতদূর চোখ যায় অস্থিগুলো একটার উপর আরেকটা চেপে আছে। সঠিক সংখ্যা অনুমান করা অসম্ভব–হাজার খানেক, এমনকী লাখও হতে পারে।

কিং বুঝতে পারল, কেন যুগে যুগে অভিযাত্রীরা হাতির কারবালার নাম শুনে জীবন বাজি রেখে এই গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। 'দুর্দান্ত। এখানে কয়েক হাজার টন

BanglaBook.org

আইভরি আছে মনে হচ্ছে। এর দাম কত হবে কে জানে?' ফেলিস এসবে গা করল না, অস্থির মাঝ দিয়ে ছায়ায় উধাও হয়ে গেল। কিং তার পেছনে ছুটে গেল; দেখল–ফেলিস দৌড়ে একটা অদ্ভুত স্থাপনার দিকে যাচ্ছে। অনেকটা মন্দির সদৃশ ঘরটি সম্পূর্ণ হাতির দাঁতের তৈরি, অস্থি নির্মিত গোলকধাঁধার মাঝ বরাবর অবস্থিত।

ফেলিসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। রাগত স্বরে বলল, 'এভাবে দৌড়াদৌড়ি না করে–' মুখের ভিতরেই রয়ে গেল কথাগুলো। কিছু একটা বেরিয়ে এসেছে ছায়া থেকে। ম্যাগলাইটের আলোটা সেদিকে ধরল সে।

সামনে দাঁড়ানো প্রাণীটিকে মানুষ বলাটাও বদান্যতা। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসা প্রাণীটি কেবল নামেই মানুষ।

আপাদমস্তক নগ্ন লোকটার শরীরে বিদীর্ণ কাপড়, যেন বোতাম বা চেইন খোলা ছাড়াই ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে সে। তার চুলে ধুলার আস্তর, গায়ে ময়লা, সম্ভবত তার নিজের মল। চেহারায় রক্ত জমে আছে। তার চোখ প্রাণহীন, দৃষ্টি নিবদ্ধ কিংয়ের পিছনে...

ফেলিসের দিকে।

বামে কিছু একটার নড়াচড়া টের পেল সে, আলো ঘুরাতেই আড়াল থেকে আরেকটা মানুষ বেরিয়ে এল। তারপর আরেকটা, এবং আরও একটা...

মোট সাতজন, এদের দু'জন নারী, সবাই উলঙ্গ।

আর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারা।

তারপর কিংয়ের চোখে অন্যকিছু পড়ল। আরও কিছু দেহাবশেষ, তবে হাতির নয়, হাজার বছরের পুরনোও নয়। মন্দিরের পিছনে স্তূপ করে রাখা আছে লাশ, পচে যাচ্ছে। তবে কেবল পচাই নয়, কামড়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে হাত আর পায়ের মাংস, হাড় দেখা যাচ্ছে নিচের।

এম.পি. ফাইভ টা তুলে ধরল সে, জানে যে কেবল হুমকিতে কাজ হবে না।

ফেলিসের দিকে ঘুরল সে। 'আমাদের বেরোতে হবে এখান থেকে, এখনই!'

তবে বলতে বলতে সে খেয়াল করল, ফেলিসের চোখে দিশেহারা চাহনি। হাত ধরতে নিতেই, মন্দিরে উৎসর্গের জন্য আনা বলির মত মাটিতে নেতিয়ে পড়ল সে।

BanglaBook.org

তেরো

ভারত মহাসাগর, মেগাদিশুর ২০০ মাইল দক্ষিণপূর্বে, সোমালিয়া

সেই ব্রুগাডা কাণ্ড আবার, ভাবল সারা।

দুই বছর আগে, মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ এক ঘাতক রেট্রোভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সে গবেষণাগারের চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে যোগ দেয় দুঃসাহসী স্পেক অপ্স যোদ্ধাদের দলে।

এবারের পরিস্থিতিটাও তেমনি...

...কেবল জ্যাক নেই সঙ্গে।

সারা আর ফুলব্রাইট হাসপাতাল থেকে পালানোর পরদিন ভোরে বিমানে চড়ে মেগাদিশু পৌঁছেছে। সেখানে এক দল কমাণ্ডোর সাথে পরিচয় হয়েছে তার।

সোমালিয়া তার অন্তরাত্মাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আদ্দিস আবাবাকে সে যেমনটা কল্পনা করেছিল, মেগাদিশু তেমনি–নোংরা, আদিম। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল সে।

মেগাদিশুতে আসার ছত্রিশ ঘণ্টা পর, সে এখন আছে ভারত মহাসাগরের তলদেশে। দলের অন্যান্যদের মতই, সে মার্ক সেভেন মড ওয়ান সুইমার ডেলিভারি ভেহিকেলে চেপে আছে। এস.ডি.ভি.টাকে দেখতে বিশালাকার কালো টর্পেডোর মত লাগছে। মূলত: ইউ.এস. নেভি সিল ডাইভ টিম ও তাদের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পানিতে ভাসমান কোন স্থাপনায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

অবশ্য ফুলব্রাইটের দলকে নেভি সিল মনে হচ্ছে না সারার। জিজ্ঞেস না করলেও হাবভাবে মনে হচ্ছে–এরা সি.আই.এ.র হয়ে কাজ করা ভাড়াটে লোক।

তবে এসব চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে তার মনোযোগ এখন আসল দলের সঙ্গী হবার প্রশিক্ষণের দিকে। একজন প্রশিক্ষিত স্কুবা ডাইভার হওয়ায় পানির নিচে সে সাবলীল, তবে কিছু যন্ত্রপাতি তার কাছে নতুন ঠেকছে। এরা ব্যবহার করছে ড্রেগার এল.এ.আর.ভি. রিব্রিদার যা কার্বন স্ক্রাবার আর ছোট্ট এক বোতল বিশুদ্ধ অক্সিজেন ব্যবহার করে ডুবুরীর বাতাসকে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করতে পারে। বুকে যে যন্ত্রটা লাগানো তা অনেকটা বড়সড় টিফিন বক্সের সমান, তবে চিরাচরিত স্কুবা ট্যাংকের থেকে অনেক হালকা। এস.ডি.ভি.তে চড়ে রিব্রিদারের সাথে অভ্যস্ত হতেই সারার প্রায় দুঘণ্টা লেগে গেল। এর বেশি সময় নেই। এস.ডি.ভি. আর ভবিষ্যৎ যাত্রীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাপোর্ট শিপে উঠিয়ে দিয়ে শুরু হলো মিশন।

এরপর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল সারা। এখানে তার অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই, দলের বয়ে নিয়ে যাওয়া অন্য সব উপকরণের মতই সে। সাপোর্ট শিপ থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যেতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। ভারত মহাসাগরের নিকষ কালো অন্ধকারে ঈষদুষ্ণ পানিতে তার একমাত্র কাজ জেগে থাকা।

BanglaBook.org

সাবমার্সিবল থমকে দাঁড়াতেই সারা বুঝতে পারল, গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে তারা। তবে ভেসে উঠার জন্য ফুলব্রাইটের সিগনালের অপেক্ষা করতে হবে।

শুরুতে সাহস দেখালেও, মাত্র একশো ফিট দূরে মানুষ মারা হচ্ছে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল তার। সন্ত্রাসীদের হাজার মাইল দূরে খুন করার ভাবনা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু চোখের সামনে ঘটলে মানাটা কঠিন। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এরাই তার বন্ধুদের খুন করেছে। সুযোগ পেলে মেরে ফেলত ওকেও।

অ্যাসল্ট টিম জাহাজের দুই বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করল। তাদের দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি ড্রোনের সাহায্যে যা সময়ে সময়ে টার্গেটের তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। ম্যানিফোল্ডের সিকিউরিটি দলের উপর নরক নামিয়ে আনল তারা। দশ মিনিটেরও কম সময় পর কাঁধে টোকা অনুভব করল সারা। রক্তের হোলি খেলা শেষ।

ভেসে উঠতেই সম্মুখে স্টিলের দেয়াল দেখতে পেল সে। স্যাটেলাইট ছবিতে ছোট দেখালেও রিসার্চ শিপটা বিশাল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় জাহাজের পাশ ঘেঁষে অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি দেখতে পেল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠল। উপরে ফুলব্রাইট তার অপেক্ষায় ছিল। 'জাহাজ নিরাপদ, আমাদের কেউ আহত হয়নি। ল্যাব নিচে।' সারাকে বলল সে। ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলল সারা।

সারা তার পানিরোধী ব্যাগটা খুলে তার মিশনের একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসটা বের করল। 'পথ দেখাও।' একটা লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে কিছুদূর এগোতেই কার্গো হোল্ডের মত একটা কাঠামো দেখা গেল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতেই চেনাজানা যন্ত্রপাতি আর কম্পিউটার দেখে ভ্রম হলো এটা আটলান্টার সি.ডি.সি. হেডকোয়ার্টার কি না!

অ্যাসল্ট দলটা ভিতরে দু'জনকে কাজ করতে দেখা পায়, সারার অনুরোধে তাদের জীবিত আটকানো হয়েছে। দয়াপরবশ হয়ে নয়, কম্পিউটারগুলোতে পাসওয়ার্ড দেয়া থাকতে পারে–এটা ভেবেই অনুরোধ করে ছিল সারা। মিশনের সাফল্যের জন্য কম্পিউটারের ফাইলগুলো দেখা প্রয়োজন। দুই শ্মশ্রুমণ্ডিত বিজ্ঞানী হাঁটু গেড়ে মাথার উপর হাত তুলে বসে আছে।

ফুলব্রাইট এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। 'ভদ্রমহোদয়গণ, সরাসরি কাজের কথায় আসছি। তোমরা খুব বাজে একটা কাজের সঙ্গে জড়িত। গণহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত করা–'

একজন প্রতিবাদ করতে গেলে ফুলব্রাইট তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকল, 'ঘৃণ্য কাজ। না, এর থেকেও খারাপ, সন্ত্রাসবাদ। আমি আর আমার বন্ধুরা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সঙ্গে নিকেশ করে ফেলার পক্ষপাতী। তবে তোমরা বেঁচে আছো কেবল একটি কারণে। আমি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দিচ্ছি।'

সারার অবশ্য ফুলব্রাইটের জিজ্ঞাসাবাদের ধরণ নিয়ে কোন আগ্রহ নেই। গবেষণার উপাত্তের সন্ধানে লেগে গেল সে। কম্পার্টমেন্টের মাঝামাঝি একটা বদ্ধ প্রকোষ্ঠে ফেলিস কার্টারের থেকে ছিনিয়ে নেয়া বানরের খুলিটা পেল সে।

'তোমাদের উপর খড়্গ নামিয়ে আনছি না আমি,' ফুলব্রাইট বলল। 'ব্যাপারটা জলবৎ তরলং। যা আমাদের দরকার তা আমরা পেয়ে গেছি। তোমাদের সব

BanglaBook.org

কম্পিউটার আর গবেষণা নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের প্রযুক্তি বিশারদরা হ্যাক করে ফায়ারওয়াল ভেঙে সব জানতে পারবে। কিন্তু তাতে কিছুটা সময় লাগবে আর আমার তাড়া আছে। তাই আমার প্রস্তাবটা শোন। তোমরা দু'জনেই শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। তোমাদের দক্ষতা আমাদের উপকারে আসতে পারে। অশুভের পক্ষে কাজ করছিলে তোমরা। কিন্তু সে অধ্যায় গত হয়েছে। ম্যানিফোল্ডের চাকরি শেষ তোমাদের। কিন্তু নতুন চাকরি পেতে আমি তোমাদের সাহায্য করব। সমস্যা হচ্ছে, আমার কোম্পানিতে কেবল এক জনের জায়গা আছে, কাজেই এটাকে তোমরা চাকরির ইন্টারভিউ হিসেবে ধরে–'

'আমি করব!' হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'আমকে মেরো না দয়া করে।'

দ্বিতীয় বিজ্ঞানীর চোখে জিঘাংসা। 'কুত্তার বাচ্চা ডেভ।'

ফুলব্রাইট আবার তাকে থামিয়ে দিল। 'তুমি ডেভ, তাই না? সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমার প্রশিক্ষণকাল শুরু। এখন দয়া করে এদিকে এসে কম্পিউটারে লগইন করো।'

সারা খুলিটার পাশ থেকে সরে এসে ডেভের পাশে দাঁড়াল। পাসওয়ার্ড টাইপ করছে ডেভ। তার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে বলল, 'সাম্প্রতিক গবেষণার সব ফাইল বের করো।'

ডেভ কথামত কাজ করল। সারা একটা পেনড্রাইভে পুরোটা নিয়ে নিল। অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যেমন ম্যানিফোল্ড যে ভাইরাসের জিনোম নিয়ে কাজ করছে তা এখানে থাকার কথা না। এ ধরনের কাজের জন্য দরকার সুপার কম্পিউটার। সারার আগ্রহ মূলতঃ তাদের প্রাথমিক গবেষণায়। সে ধাক্কা দিয়ে ডেভকে সরিয়ে সব ফাইল পেন ড্রাইভে নিতে থাকল। 'বেশ আগ্রহোদ্দীপক লাগছে,' বলে 'সারমর্ম' লেখা একটা ফাইল আইকনে ক্লিক করল সে। সারমর্ম হলেও তার পরিধি আশি পাতারও বেশি।

সে চোখ বুলিয়ে পুরো প্রজেক্টটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চাইল। রেট্রোভাইরাস, বিবর্তন, অবচেতন মন–শব্দগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। 'মাই গড,' বলে উঠল সারা। 'আমি বুঝে গেছি ওদের উদ্দেশ্য কী।'

'দারুণ ডেভ,' ফুলব্রাইট বলল। 'তোমার চাকরি পাকা।'

'কুত্তার বাচ্চা!'

ডেভের সহকর্মীর চিৎকারে সারা যতটা না চমকে উঠল, তার থেকে বেশি চমকাল পরবর্তী ঘটনা পরিক্রমায়। লোকটা লাফিয়ে উঠে ছুট দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এক পা ফেলার আগেই বুলেট এসে তার বুকের জমিন লালিমায় রাঙিয়ে দিল।

লোকটা জানত যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। বুলেট বিদ্ধ হলেও তাই তার লক্ষ্য ছিল একটাই। সারা তার গতিবিধি দেখেই উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারল। অদ্ভুতদর্শন একটা লাল বোতাম দেখে সে বুঝে যায় এটা ল্যাবের ইমার্জেন্সি ফেইল-সেইফ কন্টেইনমেন্ট সিস্টেম। সি.ডি.সি.তেও এমন ব্যবস্থা আছে। জীবাণু-অস্ত্রের প্রস্তুতকারীরাও, ঘাতক জীবাণুর আকস্মিক মুক্তি নিয়ে সচেতন ছিল দেখা যায়!

কিছু করার আগেই লোকটার প্রাণহীন দেহ গিয়ে বোতামটার উপর আছড়ে পড়ল। সারা জানে এ বোতাম নিছক অ্যালার্ম বাজানোর থেকেও বেশি কার্যকর।

BanglaBook.org

চোদ্দ

দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকা

কর্তৃত্ব

জগতের নিয়ম এটাই।

আদি-মাতা তা বোঝেন। এক গোত্রে দু'জন প্রভাবশালী পুরুষ থাকতে পারে না। এক রাজ্যে থাকতে পারে না দুটি গোত্র। পৃথিবীকে রাতের আকাশে ন্যায় বিশাল মনে হলেও, এর বিস্তার তার আয়ত্তের বাইরে ঠেকলেও, তিনি জানেন দুই প্রভাবশালী সত্ত্বাকে ধারণের বিশালতা এর নেই।

তার কল্পনার থেকেও বেশি ঋতুচক্র ব্যাপী, পৃথিবীজুড়ে মহান প্রাণীরা পদচারণা করেছে। তাদের আকার এবং শক্তি থেকে নিশ্চিত করেছে যে তাদের সম্মিলিত মননের প্রভাব সহজে মুছে ফেলা যাবে না। অন্য কোন প্রাণী না পেয়ে কেবল তারাই কেন এই প্রজ্ঞা পেলেন, তা নিয়ে ভাবেন না এরা। যেমনটা ভাবেন না একই প্রজাতির অনেকেই কেন তাদের মত চিন্তা করে না, তা নিয়ে। পরবর্তী দলের এরা মহান প্রাণীদের একাধিপত্যের জন্য হুমকি নয়; তাদের পৃথিবীজুড়ে ঘুরে বেড়ানোর, নিজেদের মত করে গোত্র তৈরির অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে আদি-মাতার সন্তানদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

গোত্রটি চাইলে আদি-মাতার পরিবারকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারত, পারত শক্তিশালী দাঁত দিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে। কিন্তু আধিপত্য বিস্তারের মাপকাঠি কেবল শক্তি বা সংখ্যা দিয়ে নয়।

শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কোন লড়াইয়ের দরকার নেই, ওসবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে আগেই। মহান প্রাণীদের গোত্র এসেছে নিজেকে সেই আদি-মাতার আধিপত্যের কাছে সঁপে দিতে।

পথ দেখান আমাদের, আদি-মাতা...

আর তিনি সেই প্রাণীদের আর্তি বুঝে নিলেন।

তার মতই, মহান প্রাণীদেরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। স্বপ্নে মরণস্থল দেখেছেন তিনি, আর এখন সেখানেই যাবার পালা।

বয়োজ্যেষ্ঠ হাতি আদি-মাতাকে আলিঙ্গন করে তার পিঠে বসাল। তারপর একই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল।

সূর্যোদয়ের দেশে যাত্রা করল তারা, আর শীঘ্রই খুঁজে পেল পোড়া পাথর আর বাষ্প ও আগুন উদগীরণকারী পৃথিবী। এখানে কিছুই জন্মায় না; গোরস্থান এটি। নেই পানি, নেই খাবার। অনেকেই চলার পথে মারা পড়েছে, তবে তাদের রক্ত-মাংস আদি-মাতার বরাবর নিবেদিত হয়েছে।

চতুর্থ দিন, গুহাটার সন্ধান পেলেন তারা।

BanglaBook.org

কোন দ্বিধা বোধ নেই। প্রাণীরা আদি-মাতার সম্মুখে ভিতরে প্রবেশ করল, আর দূর দিগন্তে সূর্য অস্ত যেতেই আদি-মাতা সবার শেষে ভিতরে ঢুকলেন। কেবল সবথেকে শক্তিশালীদের কয়েকজন রয়ে গেল। তিনি ভিতরে যেতেই তারা গুহার প্রবেশদ্বার ধ্বসিয়ে দিল, ভ্রাতাদের আটকে দিল মৃত্যুকূপে।

অন্ধকারে আদি-মাতা তার গোত্রের পরিণতি দেখতে না পেলেও তাদের নিঃশ্বাস আর বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি অনুভব করলেন। সময় ফুরিয়ে এসেছে অনুধাবন করতে পেরে, তিনি শায়িত হলেন অন্তিম নিদ্রায়...

'এই দেখ।'

'এটা এখানে কী করছে?'

'প্রাইমেট। কোন প্রজাতির বানর মনে হচ্ছে। এখনও বেশ কিছু টিস্যু অক্ষত আছে। হয়তো মস্তিষ্কের কিছু অংশও আছে। এর থেকে আমরা স্যাম্পল নিতে পারব।'

আবার জেগে উঠলেন আদি-মাতা।

চেঁচিয়ে ঘুম থেকে উঠল ফেলিস। সব মনে পড়ে গিয়েছে তার। সিগলারকে বন্দুক উঁচাতে দেখল সে, আঙুল ট্রিগারের উপর। তারপর বন্ধু আর সহকর্মীদের উপর নজর পড়ল ওর–এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

নিমিষে সব বুঝে গেল সে।

আর চেঁচিয়ে উঠল আবার।

BanglaBook.org

পনেরো

ম্যানিফোল্ড ল্যাবরেটরি জাহাজ, ভারতীয় সাগর

গিলোটিনের ধারালো ছুরির মত নিচে নামল ল্যাবরেটরির একমাত্র স্টিলের দরজাটা, বন্ধ হয়ে গেল বের হওয়ার পথ। ঠিক একই মুহূর্তে একটা ম্যাগনেসিয়াম চার্জ জ্বলে উঠল জাহাজের হোল্ডিংয়ে। ওখানেই রাখা আছে বানরের খুলি। আগুন গর্জে উঠল দ্রুত, খুলিটাকে ভস্মীভূত করে শুষে নিল ভেতরের সব অক্সিজেন। বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে খুব বেশীক্ষণ টিকতে পারল না আগুন। শিখা নিভে যেতেই কর্কশ সতর্কধ্বনিতে ভরে উঠল সারা ঘর।

'আবার কী হলো?' ডেভকে ঘুরিয়ে জানতে চাইল ফুলব্রাইট।

'বিকল্প ব্যবস্থা।' ম্যানিফোল্ডের গবেষক জবাব দেওয়ার আগেই বলে উঠল সারা। 'ল্যাবে কোন সমস্যা হলে যেন জাহাজের বাকি সবাই নিরাপদে থাকে, সেজন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে দরজা। আওয়াজটা সেজন্যই।'

'না।' কম্পিত কণ্ঠে বলল ডেভ, 'এই আওয়াজ ল্যাবটা যে ধ্বংস হতে চলেছে, তারই সতর্কবাণী।'

'ধ্বংস মানে?'

'পুরো ল্যাব ধ্বংস হয়ে যাবে?' জিজ্ঞাসা করল ফুলব্রাইট।

মাথা ঝাঁকাল ডেভ, 'শুধু ল্যাব নয়, পুরো জাহাজটাই। আমরা আর বের হতে পারবো না। সতর্ক ঘণ্টার উদ্দেশ্য বাইরের সবাইকে জাহাজ খালি করতে হবে–এ কথা জানানো।'

'কতক্ষণ লাগবে ধ্বংস হতে?'

'পাঁচ মিনিট।'

হাতঘড়িতে সময় দেখল ফুলব্রাইট, একটা বাটনে চাপ দিয়ে ফিরল কমাণ্ডোদের দিকে। 'দরজাটা খোলো।'

'খুলব? ওটা তিন ইঞ্চি নিরেট স্টিলের তৈরি।' বাধা দিল ডেভ, 'আমাদের সময় শেষ।'

'তিন ইঞ্চি! হায়, ঈশ্বর!'

অ্যাসল্ট টিমের সদস্যদের দেখে মনে হলো না, কথাগুলো তাদের কানে ঢুকছে। দক্ষ হাতে দরজায় তিন ফুট বাহুর একটা বর্গক্ষেত্র পরিমাণ জায়গায় প্লাস্টিক বোমা লাগাল তারা। কাজ শেষ করতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, ইতিমধ্যেই সারাকে নিয়ে ফুলব্রাইট একটা স্টেইনলেস স্টিল নির্মিত টেবিলের আড়ালে চলে এসেছে। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে, ফ্ল্যাশ-ড্রাইভটা একটা পানিরোধী প্যাকেটে রাখল সারা। কমাণ্ডোরাও আড়াল নিয়েছে ওদের সাথে সাথে, সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই এক কমাণ্ডো চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই সাবধান!'

BanglaBook.org

বন্ধ রুমে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল বিস্ফোরণের। সারার মনে হলো, কেউ যেন ওর পেটে বিরাশি সিক্কার ঘুষি হাঁকিয়েছে! এস.ডি.ডি. সমস্যার একটা লক্ষণ হিসেবে ব্যাপারটাকে ধরে নিল ও।

বিস্ফোরণের পরিণতি দেখার আগে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল ফুলব্রাইট, 'তিন মিনিট সময় আছে আর। তাড়াতাড়ি!'

দরজার সদ্য তৈরি হওয়া ফোকর গলে একজন মানুষ অনায়াসে হামাগুড়ি দিয়ে অন্য পাশে যেতে পারবে। কোন কিছু না বলেই সারাকে সামনে ঠেলে দিল সে, তাড়াহুড়ো করে মেয়েটা নিজেকে গর্ত দিয়ে বাইরে টেনে আনল।

বাইরে এসে ফুলব্রাইট সময় নষ্ট করলো না। সারার কনুই ধরে টেনে নিয়ে চলল যে পথে এসেছিল, সে পথে। বাকিদেরকেও রেডিয়োতে নির্দেশ দিতে লাগল। রিব্রিদার নেওয়ার জন্য যেতে চাইল সারা, কিন্তু ওকে বাঁধা দিল ফুলব্রাইট। 'সময় নেই।'

বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল সারা। রেখে যাওয়া জিনিসপত্র ফেলে সামনে জাহাজের গায়ে আটকানো সিলিণ্ডার-আকৃতির কন্টেইনারের দিকে এগোল ওরা। দক্ষতার সাথে একটা সিলিণ্ডার খসিয়ে নিল ফুলব্রাইট। মুখে বলল, 'ঝাপ দাও।'

ইতস্তত করল মেয়েটা, বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। অপেক্ষা করলো না ফুলব্রাইট, রীতিমত সারাকে ছুড়ে মারল রেলিংয়ের উপর দিয়ে। হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলো সারা, কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে; ত্রিশ ফুট উপর থেকে উষ্ণ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ও!

পানির উপর আছড়ে পড়ার আঘাতটা প্রথম ধাক্কাতেই ফুসফুস থেকে বের করে দিল বাতাস, ডুবে গেল সে গভীর সমুদ্রে। কিন্তু ফুলব্রাইট পাশ থেকে ধরে ফেলল ওকে, সাঁতার কেটে উঠে এল পানির উপরে। এরপর সব কিছু ঝাপসা।

গুমগুম শব্দে সম্বিত ফিরে পেল সারা, টের পেল আর পানিতে নেই। লাফ দিয়ে উঠে বসল, মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছিল। গভীর সমুদ্রে পড়ে যাচ্ছিল ও এবং কেউ ওকে বাঁচিয়ে এনে তুলেছে একটা রাবার বোটে। পাশে বসে আছে ফুলব্রাইট, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে, যেন মাত্র কোন ম্যারাথন থেকে দৌড়ে এসেছে। চারপাশে সবুজাভ আলো ঘিরে রেখেছে ওদের। 'ঠিক আছো তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

কথা বলতে চাইল সারা, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না গলা থেকে। তাই শুধু নড করল।

বারকয়েক শ্বাস নিল ফুলব্রাইট, 'যাক, একটুর জন্য বেঁচে গেছি!' চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজে পেয়েছ?' স্বভাবতই পানিরোধক প্যাকেটে রাখা ফ্ল্যাশ ড্রাইভের কথা মনে পড়ল সারার, কাঁধে আটকানো আছে জিনিসটা। ফুলব্রাইটের দিকে ফিরে তাকাল ও, 'ওদের রিসার্চ রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পেরেছি, আমি জানি ওরা কী করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাইরাসের স্যাম্পল ছাড়া এইসব তথ্যের তেমন কোন গুরুত্ব নেই।' জলস্রোতের তীব্র আওয়াজে কথা বাধাগ্রস্ত

BanglaBook.org

হলো ওর। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল, জাহাজটার নিচের দিকে বেশ কয়েকটি ফুটো হয়ে গিয়েছে! ওগুলো দিয়ে তীব্র বেগে প্রবেশ করছে পানি। সেই আওয়াজই পাচ্ছে ও।

ম্যানিফোল্ডের নিজে থেকে ধ্বংস হবার সিস্টেমটা ভাল কাজ দেখিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই, জাহাজের সামনের দিকটা উঁচু হয়ে পুরোটা তলিয়ে যেতে লাগল সমুদ্রে। সারার চোখের সামনে উধাও হয়ে গেল বিশাল জাহাজটা। তিনটা লাইফবোট ভাসছে পানিতে। কমাণ্ডোরা নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে কিনা, অন্ধকার থাকায় তা বোঝা যাচ্ছে না।

লাইফবোটের মসৃণ গায়ে হেলান দিলো সারা, রক্তে অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব কমে যেতে শুরু করেছে। বেশ খানিকক্ষণ পর বেঁচে থাকার আনন্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফুলব্রাইটের দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'বানরের খুলিগুলো অস্ট্রেলোপিথেসাইনের স্ত্রী-গোত্রের।'

'অস্ট্রেলিয়া?'

মাথা নাড়ল সারা। 'অস্ট্রেলোপিথেসাইন হলো আদিম এক প্রজাতি, যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে। বানর এবং মানুষের মধ্যবর্তী প্রজাতি ধরা হয় এটাকে, বিবর্তনের কাল্পনিক হারিয়ে যাওয়া সেই যোগসূত্র। এর খুলিতে রেট্রোভাইরাস আছে, ম্যানিফোল্ড বিশ্বাস করে ভাইরাসটি পশুটাকে মানুষে পরিণত করেছে।'

'বুঝলাম না, একটা ভাইরাস বানরকে মানুষ বানিয়েছে?'

'উত্তরটা বেশ জটিল, তবে সাধারণভাবে বলা যায়–হ্যাঁ। ভাইরাস মূলত একটি ডি.এন.এ. অণু, যা আমাদের দেহকোষকে ব্যবহার করে অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। কিছু কিছু ভাইরাস–যেমন, রেট্রোভাইরাস–দেহকোষের ডি.এন.এ.-এর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এটাই জিন থেরাপির মূলকথা, তত্ত্বীয়ভাবে একটি ভাইরাস মানুষের পুরো দেহের ডি.এন.এ. পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মায়োসিসের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষ গঠিত হয় পরিবর্তিত ডি.এন.এ. অণু নিয়ে, সময়ের সঙ্গে ওই ডি.এন.এ. ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেহের প্রতিটা কোষে। এটাই সেই তত্ত্ব, কিন্তু বাস্তবে এটা পুরোপুরি অসম্ভব। মানবদেহে অসংখ্য কোষ এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে, হয় ভাইরাসকে মারবে নয়তো পোষক দেহটাকে। ম্যানিফোল্ড দাবি করছে এই নির্দিষ্ট ভাইরাস মানবদেহের আত্মসচেতনতা বা বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের তত্ত্ব মতে, ভাইরাসটা আক্রমণ করেছিল জননকোষে–মূলতঃ জরায়ুতে। ফলে প্রথম থেকেই ধীরে ধীরে সবগুলো ডি.এন.এ. পরিবর্তিত হয়েছে কোন বাঁধা ছাড়াই, এবং পরিবর্তিত ডি.এন.এ-এর সুস্থ মানবশিশুর জন্ম হয়েছে। রেট্রোভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট ডি.এন.এ. প্রত্যেকটা মানুষের দেহকোষে আজ উপস্থিত, এবং এই খুলিগুলো আমাদের আদি–অনেক প্রজন্ম আগের-দাদী বা নানীর বলে ধরে নেয়া যায়।'

ফুলব্রাইটের কপালে কুঞ্চন দেখা গেল, 'এরা যদি আমাদের আধুনিক মানুষে পরিণত করার জন্য দায়ী হয়, তবে এখন তা আমাদের ক্ষতির কারণ হবে কেন? একে অস্ত্র হিসেবেই বা ব্যবহার করা যাবে কীভাবে?

BanglaBook.org

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়ে বলল সারা, 'আমার ধারণা ওরা চেষ্টা করছে উল্টোটা ঘটানোর। ভাইরাসটা ব্যবহার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে আমাদের।'

'কী?...আমরা তো তাহলে...পরিণত হবে অথর্ব বানরে?'

নড করল ও। 'এটাই এদের মূল লক্ষ।'

মৃদু শিষ দিয়ে উঠল ফুলব্রাইট, 'পারবে কাজটা করতে? তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন–এই ভাইরাস থেকে বাঁচার কোন ওষুধ আছে কি?'

'এদের কাছে হয়তো থাকতেও পারে, ক্রে-সুপারকম্পিউটার দিয়ে জিনের নকশা করছে এরা। আমরা ধারণা করতে পারি, ভাইরাসের জিনও আছে এদের কাছে, হয়তো আরও ভাইরাস তৈরি করার মত উপাদানও আছে। প্রতিষেধক তৈরি করতে আসল ভাইরাসটা প্রয়োজন আমাদের।'

'কোথায় পাবো ওটা?'

'উৎস থেকে।' ব্যাগের ভেতরের ফ্ল্যাশ-ড্রাইভে চাপড় মারল ও। 'ফেলিস কার্টার যেখান থেকে খুলিগুলো পেয়েছে সেখানে এখুনি যেতে হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

ষোলো
হাতির কারবালা, আফার, ইথিওপিয়া

ট্রিগারে আঙুলটা শিথিল করে চোখের কোনা দিয়ে ফেলিসের দিকে তাকাল কিং। ও জানে না, কেন গুলি করতে নিষেধ করেছে মেয়েটা, আর কেনই বা জোম্বির মত প্রাণীগুলোর ওপর চেঁচিয়ে উঠেছে। পরপর দুটো ঘটনা ঘটেছে, পিস্তল তাক করেছে ও এবং জোম্বিগুলো জায়গায় জমে গিয়েছে। হাতের এম.পি. ফাইভ তবুও কিছুক্ষণ তাক করে রাখল ও, কিন্তু নড়াচড়ার কোন আভাস পেল না।

অদ্ভুত ঘটনা!

'ঘটলটা কী এখানে?' ফেলিসের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করল ও।

উত্তর দিতে গিয়ে ককিয়ে উঠল মেয়েটা, 'ওদের এই জোম্বি-অবস্থার জন্য আমি দায়ী।'

মেয়েটার কথা ভুল প্রমাণিত করতে চাইল কিং, কিন্তু বুঝতে পারল এতে কোন লাভ হবে না। পুরো ঘটনা জানা আছে ফেলিসের, জানে এর জন্য সে নিজেই দায়ী। নিজের সহকর্মীদের অথর্ব জানোয়ারে পরিণত করেছে মেয়েটা, অদ্ভুত শোনালেও এটাই সত্য।

'যাই ঘটে থাকুক না কেন ফেলিস, আমরা পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আলোচনা করব। কিন্তু এখন দ্রুত আমাদের এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত, তাই না?'

ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে, 'না, এখানে আমাদের কোন সমস্যা হবে না। এরা সবাই আমার কথা শোনে।'

'আচ্ছা,' ধীরে বলল কিং, 'যদিও কোন সমস্যা নেই, তবুও আমি বলবো অন্য কোথায় গিয়ে এই আলোচনাটা করা উচিত আমাদের।'

ফেলিস উঠে দাঁড়াল, সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিং, কিন্তু হাতটা ধরেনি সে। হেঁটে মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ও, একজনের গালে হাত রাখল; যদিও লোকটার কোন ভ্রুক্ষেপই হলো না এতে। 'ওর নাম বিল ক্রেইগ, জিয়োলজিস্ট। সায়েন্স ফিকশন লিখতে খুব পছন্দ করতো।'

অন্য আরেকজনের দিকে আঙুল তাক করল সে, 'ওয়েন স্কিভার, জেনেটেসিস্ট। নিজের একটা রেস্টুরেন্ট খোলার শখ ছিল ওর।'

লক্ষ করল কিং, কথায় অতীত কাল ব্যবহার করছে মেয়েটা। 'এতে তোমার কোন দোষ নেই ফেলিস, চলো এখান থেকে বের হই।'

'আমারই দোষ, জিনিসটা আমিই খুঁজে বের করেছিলাম...ওদের মাঝে রোগটা ছড়িয়েও দিয়েছি এই আমিই।' ক্রোধের সাথে কথাটা বলল ফেলিস, কথা বলার ভঙ্গি দেখে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল কিংয়ের শিরদাঁড়া বেয়ে।

'কী খুঁজে পেয়েছিলে তুমি?'

Banglabook.org

'আত্মা, একটা অতৃপ্ত আত্মা। আদি-মাতা। এই গুহায় ওই হাতিগুলোকে সে-ই নিয়ে এসেছিল আজ থেকে কয়েকশ হাজার বছর আগে। আর যখন আমি খুঁজে পেলাম আদি-মাতাকে, আমার বন্ধুদের সবার মস্তিষ্ক দখল করে নিল ও!' কিংয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল মেয়েটা। 'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি নিজের ভেতর ওর অস্তিত্ব অনুভব করি।'

সতর্ক হলো কিং, মেয়েটা তার সহকর্মীদের যে হাল করেছে একই হাল ওরও করতে পারে। 'প্রেতাত্মায় আমি বিশ্বাস করবো কি না, তা জানি না ফেলিস! কিন্তু আমি এর একটা বিহিত খুঁজে বের করবই। আমাকে সাহায্য করো।'

এইবার কথা শুনল মেয়েটা, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে হাল ছেড়ে দেওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। পাত্তা দিল না কিং। মন্দির থেকে সরে এল ওরা, হাড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে নিল। জোম্বি সাতজন এখনও মূর্তির মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

জ্যাক ভেবেছিল, মন্দির থেকে সরে আসলেই ঠিক হয়ে যাবে ফেলিস, কিন্তু হলো না।

'ওদের দেখেছো তুমি?' গুহা থেকে বের হওয়ার সময় বলল সে। 'এরা মানুষের মাংস খায়, আর ওদের এই অবস্থার জন্য দায়ী আমি।'

মেয়েটার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল কিং।

'তুমি একজন বিজ্ঞানী, ফেলিস। বুদ্ধি খাঁটিয়ে ভাবো, কিছু একটা দায়ী এসবের জন্য। হয়তো কোন ভাইরাস বা জীবাণু বা অন্য কোন কিছু। এতে আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত, ম্যানিফোল্ডরা ওটাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। যদি সেটা তারা করতে পারে তবে আরও অসংখ্য মানুষকে এমন জোম্বি বানাবে।'

মেয়েটার চোখের দৃষ্টি ওকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য উপায় অবলম্বন করল ও, 'তুমি ফেলিস, ফেলিস কার্টার। ওয়াশিংটনের কোন জায়গা থেকে যেন এসেছ তুমি বলেছিলে?'

'কার্কল্যাণ্ড।' বিড়বিড় করে বলল সে।

'সিয়াটলের কাছে, তাই না? স্পেস নিডলে গিয়েছ তুমি?'

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, হতাশা কেটে গিয়েছে। 'ওটা টুরিস্টদের জন্য।'

হেসে উঠল কিং, 'তুমি কার্কল্যাণ্ড ফিরে গেলে বেড়াতে আসবো আমি, আমাকে স্পেস নিডলটা ঘুরিয়ে দেখিও।'

'এলভিস!' অপ্রত্যাশিতভাবে বলল মেয়েটা। 'তোমার শার্টে ছিল তার নাম।'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আমি তোমাকে মিউজিক প্রোজেক্ট ঘুরিয়ে দেখাব, তুমি পছন্দ করবে।'

'আমরা ডেটে যাচ্ছি তাহলে।' দেঁতো হাসি দেখা দিল ওর মুখে। কাজ হচ্ছে, প্রভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ফেলিস।

'এখন, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ঠিক কী হয়েছিল গুহার ভেতরে। পারবে?'

ফেলিসের চেহারায় চিন্তার কালো মেঘ জমলো আবার, কিন্তু নড করল সে।

BanglaBook.org

'খুলিটা খুঁজে পাওয়ার সময় কিছু হয়েছিল তোমার, ঠিক? তুমি কি কোন কিছুর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিলে?'

'হয়তো, কিন্তু আমি যা দেখেছি...তার জন্য ভাইরাস দায়ী নয়।'

'কী দেখেছ তুমি?'

কথাগুলো ভাষায় রূপান্তর করতে বেশ বেগ পেতে হলো মেয়েটার। তবে মোটামুটি বোঝাতে পারলঃ এক আদি-মানবী এবং তার সত্ত্বার বিবর্তন দেখেছে ও। দেখেছে কীভাবে সেই আদি-মানবী হাজার হাজার হাতিকে তাদের কারবালার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাও আবার লক্ষ লক্ষ বছর আগে!

'স্মৃতিগুলো কোন রোগ দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না।' উপসংহার টানল সে। 'দেখছ না? আমি...আমি...আমার ওপর সেই প্রেতাত্মা ভর করেছে, ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের ওপরও, আমি এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেমনটা ওই আদি-মানবী পারতো হাতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে।'

'যদি এর অন্য কোন ব্যাখ্যা থেকে থাকে?' অন্য কোন উত্তর খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর কিং, কিন্তু আর কোন ব্যাখ্যা মাথায় আসছে না। সারা হয়তো বুঝতে পারত।

'জেনেটিক মেমোরি বলতে কি কিছু সত্যি সত্যি আছে? পশুরা কিন্তু জন্ম থেকেই বুঝতে পারে, ওদের কখন কী করতে হবে। যেমন–পাখিরা এক দেশ হতে অন্য দেশে যায় এমন এক পথে, যে পথে এর আগে কখনও ওড়েনি। যখন প্রথম হাতির কারবালার কথা উঠেছিল, তখন বলছিলে সমন্বিত চিন্তাশক্তির কথা। এক্ষেত্রে সেটার প্রভাব লক্ষ করা যায় না?'

ভ্রু কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল ফেলিস। অবশেষে আবারও মাথা খাটানো শুরু করেছে।

'ম্যানিফোল্ডের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

এক মুহূর্ত ভাবল সে, হঠাৎ করেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। 'নিয়ন্ত্রণ, মানুষকে রোবট বা বোধশক্তিহীন জোম্বিতে পরিণত করতে চায় এরা...'

পিছনে ফিরে তাকাল আবার ফেলিস।

'এইতো, বেশ ভাল। কারণ জানতে পারলে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হবে।'

মেয়েটাকে গুহামুখের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'চলো বের হওয়া যাক এখান থেকে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখল কিং, লোলুপ দৃষ্টিতে ওর বুকের দিকে তাকিয়ে আছে একটা এ.কে. ৪৭।

BanglaBook.org

সতেরো

রাশিয়ান-কালাশনিকভ রাইফেলের দিকে দৃষ্টি স্থির হলো কিংয়ের, অস্ত্রটা যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে ওর চোখকে। কিন্তু সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করে অস্ত্র ধরে থাকা লোকটার চোখে চোখ রাখল ও।

আদ্দিস আবাবা থেকে ভাড়া করা ইথিওপিয়ার শ্রমিক, অস্ত্র হাতে লোকটা খুব দ্রুত কিংয়ের এম.পি. ফাইভ ফেলে দিতে বাধ্য করল। বিজাতীয় ভাষায় হুকুম দিল লোকটা, খুব সম্ভবত স্থানীয় আমহারিক ভাষায়। কথা না বুঝলেও, চোখের ভাষা বুঝে নিয়েছে জ্যাক। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঁচু করল দুই হাত, পিছিয়ে সরে গেল গুহা থেকে বের হওয়ার রাস্তায়। চোখ বড় বড় করে ঠিক ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ফেলিস।

অন্য দুই ইথিওপিয়ান ভাড়াটে শ্রমিক বাইরে মোজেসের সাথে অপেক্ষা করছে। লক্ষ করল ও, অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মোজেসকে কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

'হচ্ছেটা কী এখানে মোজেস?'

রাতের আঁধার ছেয়ে রয়েছে উপত্যকায়, অন্ধকারে লোকটার মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না।

'আমি গুহায় গিয়েছিলাম, হাতির দাঁতগুলো দেখেছি নিজ চোখে। এ-সবকিছু ইথিওপিয়ার, এ-দেশের মানুষের সম্পদ।'

'হাতির দাঁত?' বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করল ফেলিস। 'শুধুমাত্র হাতির কয়েকটা দাঁতের জন্য এসব করছ তুমি?'

'হাতির দাঁত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, শোষণের শেষ দেখা দরকার। আফ্রিকার সোনা, হীরা এবং তেলের মত হাতির দাঁতও একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অথচ দেশের মানুষকে ঠকিয়ে বিদেশের মানুষ পুঁজি বাড়াচ্ছে ব্যবসা করে। আর এদিকে আমরা না খেয়ে মরছি, ওদেরই দাসে পরিণত হচ্ছি।'

কথাগুলো মুখস্থ আওড়াচ্ছে বলে মনে হলো কিংয়ের, কিন্তু কোন বাধা দিল না।

'এই নিয়ম পাল্টাতে হবে।' বলছে মোজেস, 'আফ্রিকার সম্পদ আফ্রিকার মানুষদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। এবং এর শুরু হবে এই গুহার হাতির দাঁতগুলো দিয়ে। জানো, আন্তর্জাতিক বাজারে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কত হাতির দাঁত বেচা-কেনা হয় বিদেশি রাষ্ট্রে? হাতির বংশ নির্বংশ হওয়ার যোগাড়, তবুও এর চাহিদা বিন্দুমাত্র কমেনি। আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা কত পরিশ্রম করে নিজের জীবন হুমকির মুখে ফেলে সংগ্রহ করে হাতির দাঁত, কিন্তু মাঝখান থেকে ফায়দা লুটে বিদেশি দালালরা। আর কোথাও কোন সম্পদ খুঁজে পেলেই নিজেদের লাভের জন্য দখল দিতে পিলপিল করে চলে আসে বিদেশি দলগুলো, যেমনটা করেছে হীরার খনিগুলোতে। কিন্তু আর এমন হতে দেওয়া যাবে না।'

BanglaBook.org

'তো, তুমি চাচ্ছ নিজেদের জন্য এইসব হাতির দাঁত দখল করতে?' বলল কিং, 'বুঝতে পেরেছি। খুবই ভাল উদ্যোগ। কিন্তু তাই বলে এভাবে!'

'তুমি ভুল বুঝছ, এই গুপ্তধন দিয়ে আমরা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনবো, বিদেশি অপশক্তির শোষণের বাঁধন ছিন্ন করব।'

পুরো ঘটনা উপলব্ধি করতে পেরে কিংয়ের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, 'বিপ্লবের অর্থের যোগান দিতে চাও তুমি!'

'এরা–' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারী ইথিওপিয়ানদের দিকে ইঙ্গিত করল মোজেস, 'প্যান-আফ্রিকান আর্মির স্বাধীনতা-যোদ্ধা। হ্যাঁ, এরা বিপ্লবী। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার দিয়ে আর কত! এরা শুধু আফ্রিকাকে বিদেশি শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করতে চায়। ঔপনিবেশিক দাসত্বের দিন শেষ, সব ভাল হবে এখন থেকে।'

'অনুমান করতে দাও...আজীবন রাষ্ট্রপতির পদটা পাচ্ছ তুমি।'

হাসল মোজেস, 'এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই আমার, তাছাড়াও সংগ্রামটা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সময় হলে নিজেরাই যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে নিতে পারবে আফ্রিকার লোকজন: এমন কেউ, যে দুর্নীতিমুক্ত এবং বৈদেশিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত নয়।'

'তোমার কি বিশ্বাস হয় যে এরা সবাই এক হয়ে তা করতে পারবে? বিভিন্ন গোত্র আর উপজাতি কি ভুলে যাবে শত বছরের হানাহানির ইতিহাস?'

হঠাৎ করেই মোজেসের গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠল, 'এই হানাহানির জন্য দায়ী কারা? বিদেশিরা আমাদের মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদ তৈরি করেছে, নানা কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে খেলেছে আমাদের বিশ্বাস নিয়ে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এসব করেছে এরা। আবার যখন কোন সমস্যা ঘটেছে তখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলেছে–দেখো আফ্রিকার লোকজন এতটাই অসভ্য যে নিজেদের শাসনব্যবস্থাই ঠিক রাখতে পারে না। আফ্রিকার ইতিহাস শেখাতে এসো না আমায়, তোমার চেয়ে ঢের বেশি জানা আছে ওসব।'

'মোজেস, আমি তোমার সঙ্গে একমত।' বলে উঠল ফেলিস, 'এখানে যা ঘটছে তা অবশ্যই নির্মম। আফ্রিকার সম্পদ আফ্রিকার মানুষের ভাল-মন্দের জন্যই ব্যয় করা উচিত। কিন্তু তুমি যতটা উপলব্ধি করছ ঘটনা তার চেয়েও সঙ্গিন।'

হাত নেড়ে থামতে ইশারা করল মোজেস, 'তুমি কী ভাবছ? কালো চামড়া আছে বলেই তুমি আমাদের একজন হয়ে যাবে? তুমি আলাদা, আমি জানি তুমি কী কারণে এসেছ এখানে। কোম্পানি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আমাদের আরও কিছু সম্পদ লুট করার।'

'না।' অনুনয় করে বলল যেন ফেলিস। 'আমরা হয়তো সে কারণেই এসেছিলাম প্রথমে, কিন্তু ওই গুহায় ক্ষতিকর কিছু আছে, খুব খারাপ কিছু।'

'কুসংস্কারের জাল বিছিয়ে লাভ নেই।' নাক টেনে বলল লোকটা, কিন্তু কণ্ঠের ইতস্তত ভাবটা কান এড়াল না কিংয়ের।

সে-ও জানে, উপলব্ধি করল কিং। গুহা থেকে ফেলিসকে উদ্ধার করেছে সে, অবশ্যই কিছু না কিছু নজরে পড়েছে।

BanglaBook.org

'কুসংস্কার নয়, তুমি জানো কোন ব্যাপারে বলছে ও। কী অবস্থা হয়েছে ওর তা তো দেখেছই, কোন বিশেষ রোগ আছে ওখানে।'

ঘুরে নিজেদের লোককে স্বভাষায় কিছু বলল মোজেস, কথা শেষ করে আবার ফিরল কিং আর ফেলিসের দিকে। 'আমার বন্ধুরা দেখতে চায় তোমাদের আবিষ্কার, খারাপ কিছু যদি দেখাতে পারো তো দেখাও!'

পিছমোড়া করে বাঁধা কিংয়ের হাত, বাঁধন বেশ শক্ত। শত্রুদের আকস্মিক চমকে দেয়ার সুযোগটা হারিয়েছে ও। মোজেসের বিশ্বাসঘাতকতায় পুরোপুরি অপ্রস্তুতভাবে আটক হয়েছে ওরা, কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল–সুযোগ পাওয়া মাত্র বদলাটা নিয়ে নেবে। চার অস্ত্রধারী পেশাদার যোদ্ধা নয়, এদের হাবভাবেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য এতে যে এরা কম বিপদজনক হয়ে গিয়েছে তা নয়, তবে ও কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। এদের কারও মাঝেই সামরিক শৃঙ্খলার ছিটেফোঁটাও নেই, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে সবাইকে কুপোকাত করার ক্ষমতা রাখে কিং। কিন্তু এখন এদের বোঝাতে হবে যে, সবকিছু এদের নিয়ন্ত্রণেই আছে।

সাপ্লাইয়ের শক্তিশালী লণ্ঠন নিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে গুহার ভেতরে, অস্ত্রধারী চারজন এবং মোজেস কথা বলছে পরস্পরের সাথে নিজেদের ভাষায়। এই সুযোগে ফেলিসকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে কিং, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' ফিসফিস করে বলল ও, 'কোন ঝামেলা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে আড়াল নিবে।'

মেয়েটা তাকাল ওর দিকে, চোখে ভয়। খুব একটা আশা জাগাতে পারেনি ও, তবুও নড করল ফেলিস।

লণ্ঠনের আলোয় সবকিছু অচেনা লাগছে, ভেতরের সুড়ঙ্গে হাতির হাড়ের সংখ্যা অগণিত। আফ্রিকান পুরুষ এবং স্ত্রী–উভয় হাতিরই গজদন্ত থাকে, তাই হাতির দাঁতের মোট সংখ্যা হয়তো ইতিহাসের সবগুলো হাতি শিকারের যোগফলকেও ছাড়িয়ে যাবে। অবশ্য বর্তমান হাতির দাঁতের আন্তর্জাতিক বাজার সম্বন্ধে ধারণা নেই কিংয়ের, কিন্তু এত অধিক পরিমাণে আইভরি বাজারে আসলে কি আর এর কোন চাহিদা থাকবে?'

মোজেসকে এসব বলা যায়, কিন্তু নব্য আদর্শবাদীর কাছে এসব কথা মূল্যহীন। যতক্ষণ অস্ত্র তাক করা আছে ওর দিকে, ততক্ষণ অন্তত যুক্তিতর্কের ধার ধারবে না এরা।

আধঘণ্টা পর হাতির দাঁতের গুপ্তধনের কাছে পৌঁছল ওরা, দুইজন লোককে পাহারায় রেখে বাকিরা ওখানে গেলো। খুব বেশি কাছে ভিড়ছে না কেউ, কিং লক্ষ করল পবিত্র মন্দিরের পথটা এড়িয়ে চলছে মোজেস।

বিপ্লবীদের হাবভাবে পরিবর্তন লক্ষ করল কিং, সম্পদের প্রাচুর্য চাক্ষুষ করে আরও বেয়াড়া হয়ে উঠেছে সবাই। মোজেসের চেহারায় আতঙ্কভাব নজর এড়ায়নি ওর। 'বন্ধুদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

রাগত দৃষ্টিতে তাকালো মোজেস, 'ওরা চেষ্টা করছে সিদ্ধান্ত নিতে–তোমাদের আটকে রেখে মুক্তিপণ চাইবে নাকি মেরে ফেলবে।'

BanglaBook.org

'তাই? তোমার কী মত?'

'আমি এসব চাই না, বলপ্রয়োগ পছন্দ নয় আমার।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কিং, 'তুমি কী ভেবেছিলে? ভদ্রভাবে বললেই দেশ ছেড়ে বিদেশিরা লেজ গুটিয়ে পালাবে?'

প্রশ্নটা যেন সরাসরি আঘাত করল মোজেসকে, 'আমি এসব চাইনি।'

'অবস্থা তোমার নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত,' জোর দিয়ে বলল ও। 'নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগে আফ্রিকা স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না। শুধুমাত্র একটা কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যে তোমরা নিষ্ঠুর, বর্বর।'

ইথিওপিয়ানের চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি, কিং জানে ওর বলা কথাটা ঠিক জায়গায় নাড়া দিতে পেরেছে। কিন্তু মোজেস এখন দলত্যাগ করার মত অবস্থায় নেই।

কিংয়ের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হলো, এক বিপ্লবী ফেলিসের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। হাতের মাংসপেশি শক্ত হয়ে গিয়েছে কিংয়ের, বাঁধন খোলার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করছে। অন্য এক বিপ্লবী এসে ওর পেটে রাইফেলের জোরালো কুঁদো হানল।

আঘাতটা আসতে দেখে সময়মত সরে যেতে পেরেছিল কিং, তাই আঘাতের তীব্রতা কমে গেল অনেকখানি। তারপরও ব্যথায় হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য হলো ও।

চোখের সামনে এসব ঘটতে দেখে মোজেস স্থবির হয়ে গেল যেন। কিন্তু ফেলিস চুপ করে নেই, তাকে ধরে আনা লোকটার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লড়ছে। হুটোপুটির আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেল মোজেস, মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে গেল। কিন্তু পথে বাধা দিল বাকিরা, অস্ত্র তাক করল মোজেসের দিকেও।

আঘাত সামলে ওঠে বসার পর, মোজেসের চোখে হতাশা দেখতে পেল কিং। উপলব্ধি করতে পেরেছে যুবক, যেভাবে ভেবেছিল সেভাবে ঘটনার শেষ হবে না। যোদ্ধাদের সম্পদের সন্ধান দিয়েছিল সে, ভেবেছিল নেতা হতে পারবে এদের, কিন্তু বদলে তার দিকেই অস্ত্র তাক করে রেখেছে এরা।

ফেলিসকে গণধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে অল্প কিছুক্ষণ সময় পাবে ও, যদি মরে গিয়েও রক্ষা করা যায় মেয়েটিকে তবে তাই করবে বলে ঠিক করল কিং। মোজেস কোন সাহায্যে আসবে না, যোদ্ধারা সবাই তাকিয়ে আছে মেয়েটার সর্বনাশ দেখতে। এই সুযোগটা কোন ভাবেই হারিয়ে যেতে দিতে পারে না ও।

মাথা নিচু করে ডিগবাজি দিয়ে ওকে পাহারা দেওয়া বিপ্লবীর ওপরে পড়ল কিং, একটু আগে যেখানে ছিল সেদিক লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ল কেউ একজন। ওর দিকে বন্দুক তাক করার আগেই সরে গেল, লোকটার পেটে জোড়া লাথি হাঁকল। লোকটা পিছিয়ে যেতেই বাঁধা হাত দুটোর সাহায্যে মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিং, অন্য এক বিপ্লবী ওর দিকে তাক করে রেখেছে হাতের অস্ত্র। বুঝতে পারলো, হাতের সুযোগটা পুরোপুরি খরচ করে ফেলেছে ও; ঠিক সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল ফেলিস।

উপলব্ধি করল কিং, গুলি খাওয়ার চেয়েও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে।

BanglaBook.org

কল্পনার চোখে দেখল কিং–সাত জোম্বি দৌড়ে আসছে এদিকে, ফেলিসের বিপদ টের পেয়ে গিয়েছে। এরা অনেকটা যোদ্ধা মৌমাছির মত, যেকোন মূল্যে রানিকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু তা হওয়ার আগেই, ফেলিসকে আক্রমণ করা লোকটা যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে পিছিয়ে এল। হঠাৎ করেই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মূর্তির মত কমাণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল বিপ্লবী। যদিও কিংকে গুলি করতে অস্ত্র তুলেছে এরা, তবুও সবার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে হবু-ধর্ষকের দিকে। অবশ্য কারও চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই, আমুদে ভাব সবার মধ্যে বিরাজ করছে। সবাই ভাবছে, বন্ধু হয়তো ভাঁড়ামো করছে! কিন্তু আসল ঘটনা কিং ধরতে পেরেছে, লণ্ঠনের আলোয় দেখল, লোকটার চোখ ওই জোম্বিগুলোর মতই নিষ্প্রাণ।

মোজেসও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা, তাই পিছিয়ে এল সে কয়েক পা। কিন্তু বিপ্লবী জোম্বি তাকে অবজ্ঞা করেই এগিয়ে যাচ্ছে কমাণ্ডারের দিকে, অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে আমহারিক ভাষায় বাকিরা জিজ্ঞাসা করল কিছু। কিন্তু তিন বিপ্লবীর কেউই ধরতে পারেনি, বড্ড গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্নের উত্তর দিল আক্রান্ত বিপ্লবী, তবে মুখে নয়, হাত দিয়ে। বৃষ্টির মত মুষ্টিবদ্ধ হাতের ঘুসি পড়ছে বিপ্লবীদের ওপর।

আকস্মিক আক্রমণে সবাই হতবিহবল হয়ে পড়েছে, জোম্বির হিংস্র আক্রমণে একজন যোদ্ধা ধরাশায়ী হলো। বাকি দু'জন বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। আরেকজন আক্রমণের শিকার হতেই বুঝতে পারলো, বন্ধু খুন করার জন্যে আক্রমণ করেছে! দ্রুত সরে এসে অবশিষ্ট বিপ্লবী হাতের কালানিশকভ তুলল আক্রান্ত বন্ধুর দিকে, কিন্তু গুলি করার আগেই পৌঁছে গেল বাকি সাত জোম্বি।

সাতজন একযোগে পিপড়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর, অস্ত্র থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুলেট। একটু পর রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হলো, হাড় ভাঙার লোমহর্ষক আওয়াজ শোনা যেতে লাগল শুধু।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল পুরো ঘটনা, মোজেস আক্রমণস্থল থেকে পালিয়ে গিয়ে গুহার বাইরে রাখা এস.ইউ.ভি. তে উঠে বসেছে। যুবকের কোন সাহায্য পাবে না কিং, তবে বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তাকে শত্রু ভাবতে পারছে না।

ফেলিস এখন নিরাপদে আছে, জোম্বিরা তাকেই বাঁচাতে এসেছে। এদের কাজ, যেকোন মূল্যে ফেলিসকে রক্ষা করা। কিন্তু সমস্যা একটাই, বন্ধু এবং শত্রু চিনে নেওয়ার ক্ষমতা এদের নেই।

কিন্তু গুহায় মেয়েটার আদেশ মেনেছিল এরা, এখনও কী শুনবে? হাতের বাঁধন নিয়ে ধস্তাধস্তি না করে, পা গুটিয়ে হাত দুটোর মাঝ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল সে। হাত এখন সামনের দিকে চলে আসায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। যদিও সাত...যোগ এক...আটটা জোম্বি একসাথে আক্রমণ করলে হাত মুক্ত থাকলেও তেমন কিছু করতে পারবে না।

BanglaBook.org

ফেলিস যেখানে শুয়ে আছে সেখানে গেল জ্যাক, কিন্তু সচেতন থাকল পুরোপুরি। হাঁটু গেড়ে বসে ডাক দিল, 'ফেলিস, ঠিক আছে সবকিছু। তুমি এখন নিরাপদ।'

মেয়েটা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে চারপাশের পরিস্থিতি দেখল সে।

আবারও বলল ও, 'তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

শক্ত পাথুরে জমিতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, বুঝতে পারলো জোম্বির নজরে পড়ে গিয়েছে ও। 'কেউই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু আগে এদের থামাতে হবে।'

'থামাবো...?'

'জোম্বিদের।' এছাড়া আর কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেল না ও। 'থামতে বলো ওদের, ফিরে যেতে বলে গুহায়।'

কাঁধের ওপর দিয়ে অগ্রসরমান দলটাকে দেখল সে, একটা হাত তুলল শুধু ওদের দিকে।

সাথে সাথেই থেমে গেল জোম্বি বাহিনীর পায়ের আওয়াজ, ভীতিকর এক নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল গুহা জুড়ে। পেছনে ফিরে তাকাল কিং, জোম্বিগুলো মাত্র কয়েক ফিট দূরে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, তাকাল ফেলিসের দিকে। মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে যে লোকটা তাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী করেছি আমি?' ফিসফিস করে বলল সে, 'আমি ওকে এমন করেছি...আমি!'

'তুমি নিজেকে রক্ষা করেছ শুধু।'

মাথা নাড়ল সে, অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল নিজেকে।

'আমি ভেবেছিলাম, গুহার ভেতরে কোন কারণে সবার এই দশা হয়েছিল। কিন্তু...না...এর কারণ আমি। আমি সবার মস্তিষ্ক ধ্বংস করে দিয়েছি।' কিংয়ের চোখে চোখ রাখল সে, 'আমি এসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।'

'তুমি পারো।' কণ্ঠে ভরসার সুর টেনে আনল কিং, যদিও নিজেই জানে না কথাটা কতটুকু সত্য। 'তুমি আমাকে তো পাল্টে দাওনি। তোমার জীবনের উপর হুমকি এসেছিল, তাই যা করেছ তা আত্মরক্ষার খাতিরে করেছ। এটাই সত্য।'

ওর বলা কথাগুলো বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত করতে পারলো না ফেলিসকে, আবার বলল, 'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।' উঠে দাঁড়াল ও। 'কিছু উত্তর খুঁজে পেয়েছ তুমি, জানতে পেরেছ কী ঘটেছে এখানে। এখানে আর কিছু নেই তোমার জন্য।'

মেয়েটা মেনে নিল কথাগুলো, তাকিয়ে দেখল একবার জোম্বির দলকে, তারপর নড করল শুধু। ইশারায় সাড়া দিয়ে আট জোম্বি ঘুরে গুহার ভেতরের দিকে চলে গেল।

অবশেষে, কিং নজর দিল হাতে এঁটে থাকা দড়ির বাঁধনের দিকে। বাঁধনটা বেশ শক্ত হলেও, দাঁত দিয়ে সহজেই গিটটা খুলে ফেলতে পারল। ফেলিসকে ধরে ধরে ওঠাল, নিয়ে চলল বাইরে রাখা বাহনের দিকে।

বাইরে অপেক্ষা করছিল মোজেস, তীব্র অনুশোচনায় ভুগছে সে। 'প্লিজ,' বলল সে, 'আমি জানতাম না ওরা এমনকীছু করবে। তোমাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা ছিল না আমার।'

BanglaBook.org

বুঝতে পারছে না কিং ঠিক কী উত্তর দেওয়া উচিত, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠল ফেলিস। 'আমি বিশ্বাস করি তোমাকে, এবং এটাও বুঝতে পেরেছি কেন তুমি করেছ এসব। আরও আগে বললেই পারতে, তাহলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটত না।'

অপ্রত্যাশিত উত্তরে মোজেস স্তব্ধ হয়ে গেল ঠিক কিংয়ের মতই।

'গুহাটা বিপদজনক।' বলে চলল ফেলিস। 'তুমি হয়তো ভবিষ্যৎ আফ্রিকার এক রত্নভাণ্ডার ভাবছ একে, কিন্তু বিপদের মাত্রাটা তো নিজের চোখেই দেখেছ।'

হতবুদ্ধি হয়ে শুধু নড করল যুবক।

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা, 'আমি ভুলিনি তুমি আমাকে প্রথম রক্ষা করেছিলে ওখান থেকে। এ কথাটাই শুধু মনে আছে আমার, এরই প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ দাও আমাকে।'

খুব নম্রভাবে মোজেস হাত ধরল ফেলিসের।

নিজের মনোভাব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে কিং, যে লোক একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে যে আরও একবার করবে না তার নিশ্চয়তা কী! তার ওপর ওরা এই জানে না যে, আগের বিছানো জালটা ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ওর ভাবনার স্বপক্ষে যুক্তির পাল্লা ভারী করতেই যেন হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ কানে এল। এখনও দূরে, তবে নিশ্চিতভাবেই এদিকে আসছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পূর্বদিকে দুটো সবুজ-লাল হেলিকপ্টারের আলো দেখতে পেল ও। হেলিকপ্টারটা বিপ্লবীদের নয় সেটা নিশ্চিত, কিন্তু এছাড়া আর মাত্র একটি দল জানে এই সুড়ঙ্গের কথা। ফেলিসের সাবেক নিয়োগকর্তা নেক্সাস ম্যানিফোল্ড।

এই প্রথমবারের মত অস্ত্রছাড়া হয়েছে কিং, ওর এম.পি. ফাইভ কোথায় তা জানা নেই ওর। বিপ্লবীদের অস্ত্র পড়ে আছে সুড়ঙ্গের ভেতর, তাও প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরত্বে। গাড়িতে অবশ্য ড্রাগুনোভ রাইফেলটা আছে, কিন্তু ওটা জোড়া দেওয়ার মত সময় হাতে নেই এখন। তার অনেক আগেই হেলিকপ্টার চলে আসবে কাছে। এমনকী এই কাজ করতে গেলে এখন ওকে শত্রুও ভেবে নিতে পারে আরোহীরা, বাজি ধরে বলা যায় ইতিমধ্যেই সবাইকে নজরদারি করা হচ্ছে হেলিকপ্টার থেকে। 'প্ল্যান পাল্টানো হচ্ছে।' সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে কিং। 'জলদি গুহায় ঢুকো।'

ওর কথা শুনে অবাক হয়েছে ফেলিস, 'কী?'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই।' মেয়েটার হাত ধরে খোলা জায়গা হয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল কিং গুহামুখ লক্ষ্য করে।

কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে, একটা হেলিকপ্টার চলে এসেছে ওদের এবং গন্তব্যস্থলের মাঝে। পাখার বাতাসে সামনে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে, স্পটলাইটের আলো সরাসরি এসে পড়ল ওদের ওপর। সতর্ক করা হচ্ছে, যেন পালানোর চেষ্টা না করা হয়। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই হাতে।

কিন্তু টার্বাইন থেমে যেতেই আবার ফিরে এল নিস্তব্ধতা। আলোর পেছন থেকে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'জ্যাক? তুমি? ভুল দেখছি না তো!'

BanglaBook.org

উনিশ

পুনর্মিলনীতে কে বেশি অবাক হয়েছে সেটা বলা মুশকিল–সারা দৌড়ে এসে কিংকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরেই চুমুতে ভরিয়ে দিল প্রেমিককে। কিংয়ের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আছে, মুখে লবণের স্বাদ টের পেল সারা চুমু খেতে গিয়ে। কিন্তু তাই বলে অভ্যর্থনায় কোন ঘাটতি রইল না। অনিশ্চিয়তার অবসান হয়েছে অবশেষে, কী ঘটেছে এই কয়েকটা দিনে তা এখন গুরুত্বহীন!

আশপাশে নজর বুলালো কিং, সারার সাথে আসা লোকগুলো সতর্ক ভঙ্গিতে হেলিকপ্টারে বসে আছে এখনও। সবার পরনে কালো রংয়ের পোশাক, কিন্তু সারা ছাড়া আর মাত্র একজনের হাতে কোন অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। লোকটাকে দেখে মনে হলো যেন অপেক্ষা করছে কখন সারা ওদের পরিচয় করিয়ে দিবে।

'তাহলে তুমিই সারার সেই বন্ধু যার কথা সারা বলেছিল আমাকে।' বলল লোকটা, 'জ্যাক? তাই না? আমি ম্যাক্স ফুলব্রাইট।'

নড করল কিং, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল সারার দিকে। চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল সারা, লোকটাকে বাড়তি কোন তথ্য দেয়নি ওর ব্যাপারে।

'হুম, খোলাখুলি বলি। আমি আর সারা সাধারণত একে অন্যের কাজে নাক গলাতে চেষ্টা করি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে একসঙ্গে কাজ পড়েই যায়।'

'এইবারও তাই হয়েছে।' বলল সারা। 'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স এসবের সঙ্গে জড়িত, কল্পনাও করতে পারবে না কী করতে চাইছে এরা এবার।'

'সত্যি বলতে, পারছি।' ফেলিসের দিকে ফিরল কিং। 'জানি না এর সঙ্গে আদ্দিস আবাবায় তোমার কথা হয়েছে কি না, ও ফেলিস কার্টার।'

চেনার চেষ্টা করতে লাগল সারা, 'শেষ যখন ওকে দেখেছিলাম...' চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল সারার। 'জ্যাক, ও রোগাক্রান্ত হতে পারে।'

মাথা নাড়ল কিং, 'ঘটনা তার চেয়েও খারাপ।'

জ্বলন্ত হাসপাতাল থেকে ফেলিসকে রক্ষা করা এবং গুহায় তাদের আগমন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল কিং। ঘটনার বর্ণনা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল ফেলিস, কিন্তু রাখঢাক করে বলার সময় নেই এখন। কথা বলা শেষে ফেলিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সারা, 'ম্যানিফোল্ড ল্যাবে ছিলাম আমি, ওরা চাইছে তুমি যা খুঁজে পেয়েছ তা নিয়ে কাজ করতে। ওদের গবেষণাও দেখেছি আমি। এরা জোম্বিতে পরিণত করার রোগটা আলাদা করতে চাইছে, এটাই সবগুলো রহস্যের চাবিকাঠি, আর এই চাবিটা আছে ফেলিসের মধ্যেই।'

'ব্যাপার এতটা সহজ নয়,' বাঁধা দিল কিং, 'এখানকার ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা।' ফেলিসের দিকে তাকাল ও, তারপর সারাকে আলাদা টেনে নিয়ে বিপ্লবীদের সাথে ঘটা ঘটনাটা বলল কিং।

BanglaBook.org

'মেয়েটা ওকে পাল্টে দিয়েছিল।' ব্যাখ্যা করল ও, 'এক মুহূর্ত আগেও লোকটা আক্রমণ করছিল তাকে, আর পরমুহূর্তেই লোকটা পরিণত হলো বোধশক্তিহীন জোম্বিতে! রোগের সংক্রমণের জন্য হয়নি এমন।'

আমন্ত্রণ না পেয়েও ওদের কথায় অংশগ্রহণ করেছে ফুলব্রাইট, বলে উঠল, 'এর মানে সে-ই করছে এসব...লোকগুলোকে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে পাল্টে দিচ্ছে?'

সারার দিকে তাকাল কিং, প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে। 'আমি জানি না এর কারণ কী, তবে নিজের চোখের সামনেই এসব ঘটতে দেখেছি আমি।'

'তাহলে তো তাকে সাবধানে রাখতে হয়।' ঘোষণা করল যেন ফুলব্রাইট, 'ফেলিসকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। ব্যবস্থা করছি।' চলে গেল ফুলব্রাইট হেলিকপ্টারের দিকে।

'লোকটা কে?'

'সি.আই.এ. বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

'তুমি নিশ্চিত নও?'

শ্রাগ করল সারা, 'জানোই তো এরা কতটা চালাক। কিন্তু ম্যানিফোল্ড ল্যাবটা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে ও, ভেস্তে দিয়েছে তাদের সব প্ল্যান।'

'লোকটাকে বিশ্বাস হচ্ছে না।'

ওর কাঁধে হালকা চাপড় দিল সারা, 'হিংসে হচ্ছে?'

দেঁতো হাসি হাসল কিং, 'হয়তো, কিন্তু সত্যি বলতে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না এখন।'

'বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায়ও তো দেখছি না। কিন্তু যদি তুমি যা বলেছ তা সত্যি হয়–ফেলিস যদি ওর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে–তাহলে ওকে সাবধানে রাখতে হবে আমাদের।'

দম নিয়ে আবার শুরু করল সারা, 'এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ধারণাটা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, তবে এর মাঝে কিছু না কিছু একটা তো আছে নিশ্চয়। ম্যানিফোল্ড ল্যাবের গবেষণায় জানা গিয়েছে, ভাইরাসটা লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করেছে বিবর্তনের মাধ্যমে। এরা চেষ্টা করছে ঠিক এর উল্টো কাজটা করতে, কিন্তু তার চাবিকাঠি অন্য কোথাও। একবার কল্পনা করো–বিপদে পড়ে ফেলিস ওর যে ক্ষমতা ব্যবহার করে, সেই ক্ষমতা ব্যবহার হচ্ছে অস্ত্র হিসেবে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এর কারণ, যাতে আটকানো যায় এই সংক্রমণ। আর ভাগ্য ভাল হলে সবাইকে সুস্থ করে দেওয়াও যেতে পারে।'

'ও গিনিপিগ নয়, সারা।'

চোখের মাঝে রাগ ফুটে উঠল সারার, 'না, ও রোগী। এমন এক রোগের রোগী, যা গোটা মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এবং ওকে আমি সেভাবেই দেখছি। পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাতে কিছু ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে। আশা-ভরসা তো আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, জ্যাক। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।'

BanglaBook.org

কিং কিছু বলার আগেই ফুলব্রাইট ফিরে এল, 'সব ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। মিস কার্টার, আসুন আমার সঙ্গে।'

গত কয়েকদিনের ঘটনায় বেশ নাড়া খেয়েছে বেচারি, জোম্বির মতই অনুসরণ করল ফুলব্রাইটকে। হেলিকপ্টারের কাছাকাছি পৌঁছাতেই মেয়েটার বাইসেপ জোরে চেপে ধরল ফুলব্রাইট, কিছু বোঝার আগেই একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পুশ করল হাতে। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ফেলিস, ফুলব্রাইট পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'নিশ্চিত হলাম আরকি। যদি পুরো হেলিকপ্টারের সবাইকে জোম্বি করে ফেলে, তো?'

'এর কোন প্রয়োজন ছিল না।' বলল সারা। 'আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত ছিল!'

'দুঃখিত ডা. ফগ, তুমি আর নিয়ন্ত্রণে নেই।' কথা শেষ করেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ফুলব্রাইট ফেলিসকে, ইতিমধ্যেই ওষুধের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মোজেস, ফেলিসকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল ফুলব্রাইটের হাত থেকে। কিন্তু মুক্ত এক হাত দিয়ে বাঁধা দিল ফুলব্রাইট, পিস্তল বের করে তাক করল ইথিওপিয়ানের দিকে।

হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করল মোজেস, কিন্তু ফুলব্রাইটের কোন ভ্রুক্ষেপ হলো না এতে।

শান্তভাবে ট্রিগার টেনে দিল সে, মোজেসের দুচোখের মাঝে তৃতীয় আরেকটা চোখের উদয় হলো।

BanglaBook.org

বিশ

পিস্তল গর্জে উঠতে দেখল সারা, চোখের সামনে ইথিওপিয়ান যুবক ঢলে পড়ল। ফুলব্রাইটের ব্যবহারের সাথে ঘটনাটা ঠিক মেলাতে পারছে না ও, মস্তিষ্কে আগের ঘটনাগুলোর রেশ রয়ে গিয়েছে। লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় এক নিরস্ত্র লোককে খুন করেছে!

হাতের পিস্তল সিগলারের দিকে তাক করল ফুলব্রাইট, চোখের কোনা দিয়ে দেখল বাকিরাও অস্ত্র তাক করে আছে ওর প্রেমিকের দিকে।

ছুটতে শুরু করেছে সিগলার, আগে থেকেই সন্দেহ করেছিল ফুলব্রাইটকে। তাই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখে আর দেরি করলো না একটুও, এঁকেবেঁকে দৌড় দিল খোলা জায়গার মধ্যে দিয়ে। গুলির মুহুর্মুহু আওয়াজ আর বারুদের পোড়া গন্ধে পুরো জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হলো, সিগলারের গায়ে গুলি লেগেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। একজন কমাণ্ডো এসে ওকে টেনে নিয়ে গেল হেলিকপ্টারের ভেতরে, ফুলব্রাইট এর মাঝেই একটা সিটে শুইয়ে দিয়েছে ফেলিসকে।

ফেলিসের সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে সারার দিকে তাকাল ফুলব্রাইট। 'চুপ করে বসো, ডা. ফগ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হবে তোমার, আশা করি নিজেকে রক্ষার খাতিরেই অসহযোগিতা করবে না তুমি। যদি করো, তবে আমার কঠোর রূপটাই দেখা হবে তোমার। যেভাবেই হোক তোমাকে দিয়ে কাজ আদায় করবোই আমি।'

একটু আগে ঘটা ঘটনা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সারার, সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই নির্দেশগুলো পালন করল ও।

ঝুঁকে কমাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করল ফুলব্রাইট, 'কাজ শেষ?'

মাথা ঝাঁকাল কমাণ্ডো, 'আহত হয়েছে হয়তো, কিন্তু গুহায় ঢুকে যেতে পেরেছে।'

'কয়েকজনকে রেখে যাও, লোকটার লাশ চাই আমি।'

কথাগুলো গুলির মত বিঁধল সারার বুকে। ইশারায় পাইলটকে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন চালু করতে বলল ফুলব্রাইট, নিজের সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিল। চোখের সামনে যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে শুরু করল ও, নিজেকে সুস্থির রাখতে যা দেখেছে তা নিয়ে আর ভাবা চলবে না।

আর জ্যাক...

'কে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল সারা।

উত্তরে রুক্ষ হাসি ফেরত দিল ফুলব্রাইট, সামনে এগিয়ে ওকে হেডফোন পরিয়ে দিল সে। কুশন লাগানো হেডফোন লাগাতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ বিস্ময়করভাবে কমে গেল। ফুলব্রাইট নিজেও একটা হেডফোন পড়ল, 'এখন ঠিক আছে।' তার মুখে অবজ্ঞার হাসি, কিন্তু হেডফোনের ইলেকট্রিক যন্ত্র সেই অবজ্ঞার স্বর ফোটাতে পারল না কথায়। 'আমি কে? নামটা তো বলেছিই তোমাকে। এছাড়া সত্যিই আর কিছু বলার নেই আমার।'

BanglaBook.org

'তুমি সি.আই.এ. নও, তাই না?'

'আমি কখনওই তা বলিনি,' হাসতে হাসতে বলল সে, 'সত্যি বলতে আমি একটা কোম্পানির ফিল্ড অফিসার। কিন্তু যা ঘটেছে...' উপরের দিকে তাকিয়ে বলার জন্য উপযুক্ত শব্দ খুঁজছে সে। 'তুমি বলতে পারো আমি পাশাপাশি আরও একটা চাকরি করি। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারবো না।'

মৃদু ঝাঁকি দিয়ে শূন্যে উঠল হেলিকপ্টার, পেটে শূন্যতা অনুভব করল সারা। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে এনে বলল, 'তুমি বলেছিলে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। কথাটা কিন্তু দুপক্ষের জন্যই সত্য।'

আড়াআড়ি হাত রাখল সে, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আমি তোমাকে একটুও মিথ্যে বলিনি। আমার নিয়োগকর্তারা জানে ম্যানিফোল্ড কী করতে চাইছে, এরা চাইছে এর প্রতিষেধক তৈরি করতে। সবচেয়ে বড় কথা, এর প্রতিষেধক তৈরি করার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আছে তোমার।'

'তোমার নিয়োগকর্তা কারা? রাশিয়ানরা নাকি চীনারা? না, তোমাকে তো দেশপ্রেমিক বলেই মনে হয়। তবে কী বিপ্লবীদের কোন জেনেটিক্স ফার্ম? আমি কখনওই এই রোগকে জৈব-অস্ত্র বানাতে দেব না, যত অত্যাচারই করা হোক না আমাকে।'

হাসল ফুলব্রাইট। 'মনে হয় না আমার নিয়োগকর্তা এমন কিছু চায়, এতে তেমন লাভ নেই।'

'শুধুমাত্র টাকার জন্য হচ্ছে এসব?'

'অবশ্যই, টাকাই তো সব।' একটু ইতস্তত করলো সে, ভাবছে কতটা প্রকাশ করা যায় ওর কাছে। 'আচ্ছা, পৃথিবীটা চলে কীভাবে সে ব্যাপারে একটু বলি। জনগণ, সামরিক বাহিনী, সরকার...এদের কারও কাছেই আর ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা চলে গিয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে। সরকার আর সামরিক বাহিনীর মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কখনওই আদর্শ বা নীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয় না। একটা জিনিসই এদের লক্ষ, সমৃদ্ধি অর্জন। সত্যি বলতে এটাই এদের উপজীব্য। একজন শেয়ারের মালিক হয়তো সামান্য মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু এরা পরিচালিত হয় বৃহৎ শক্তির দ্বারা। এগুলো একেকটা মস্তিষ্কের কোষের মত, সব প্রতিষ্ঠান শুধু একটা দিকেই নজর দেয়–মুনাফা অর্জন। এখন দক্ষতাই হচ্ছে আদর্শ।'

'ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাই আমি জীবন্তই বলবো। কয়েক দশক আগে ঘটে গিয়েছে একটি ঘটনা, কেউই জানে না তাঁর সম্পূর্ণ বিবরণ। কিন্তু সেই পদক্ষেপের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের, ব্রেইনস্টর্ম।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো যে একটা কম্পিউটার চালায় এই দুনিয়া?' ব্যঙ্গ করে বলল সারা।

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, কম্পিউটারটি কোন সিদ্ধান্ত দেয় না, শুধুমাত্র কয়েকটি সম্ভাবনা প্রস্তাব করে। কম্পিউটারে দাবা খেলার সময় কম্পিউটার দাবার বোর্ড বিশ্লেষণ করে দাবার গুটি চালার কয়েকটি চাল দেখিয়ে দেয়। যদি তুমি জিততে চাও, তবে

BanglaBook.org

কম্পিউটারের দেখানো চালই চালতে হবে। নয়তো বোকার মত হেরে যাওয়া লাগতে পারে। খেলতে খেলতে নিজেকে কম্পিউটারেরই একটা অংশ বলে মনে হবে তোমার, ওটা ভাবছে আর তুমি কাজটা করে দিচ্ছ। কিন্তু যন্ত্রটা সবসময় ঠিক চালটাই দেয়, তাহলে আর সমস্যা কী! তার কথামত চাল চালা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ব্রেইনস্টর্ম নেটওয়ার্ক এই কাজটাই করে, আর এর ফলেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে বাড়ছে এর কদর। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বড় করতে হলে চাই স্থিতিশীলতা, যুদ্ধ-সন্ত্রাসবাদ মুনাফা অর্জনের অন্তরায়। ব্রেইনস্টর্ম চায় সবকিছু শান্ত থাকুক; তাই আমার মত লোকদের ভাল টাকা দেয়, বিনিময়ে আমরা নিশ্চিত করি ঝুট-ঝামেলা হচ্ছে না।'

মাথা নাড়ল সারা, 'এসব কি সত্যি?'

'ব্রেইনস্টর্ম নেটওয়ার্ক সত্যিই আছে। অনেকেই অবিশ্বাস করে, কিন্তু যেভাবে যোগাযোগ হয়েছে আমার, মানতে বেশ কষ্ট হয় যে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালাচ্ছে সবকিছু।'

'এসব কোন প্রভাব ফেলে না তোমার ওপর?'

শ্রাগ করল ফুলব্রাইট। 'আমাকে ভাল টাকা দেয়া হয়, তাছাড়াও সে সঠিক সিদ্ধান্তই নেয়। যেমনটা বলেছিলাম, মুনাফার জন্য চাই স্থিতিশীল পরিবেশ। বিশ্বাস করো আর নাই করো–আমিও সেই ভাল মানুষ, যে শান্তি চায়।'

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ।'

'যদি বলো তুমি তবে তাই।' কর্কশ হাসি ফুটে উঠল ফুলব্রাইটের মুখে, হেডফোনের সুইচ টিপে কথা বলল রেডিয়োতে, 'প্লিজ বলো, সিগলার মারা গিয়েছে।'

BanglaBook.org

একুশ

ধুলোর মেঘ ঘিরে ধরেছে কিংকে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বুলেট বৃষ্টি। গোলাগুলির তীব্র আওয়াজে কান ঝালাপালা, সামনেই ট্রেসারের গুলি বিস্ফোরিত হলো। একটুর জন্য বেঁচে গেল কিং, আশ্চর্যজনকভাবে এখনও গায়ে একটাও গুলি লাগেনি। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ ভাগ্যের সহায়তা না-ও পেতে পারে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তাই গুহার দিকে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

কয়েক কদম পর পরই দিক পরিবর্তন করছে, এতে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে গুহামুখের সাথে। কিন্তু সোজাসুজি গেলে অনেকক্ষণ আগেই গুলিতে কচুকাটা হয়ে যেত। বর্তমানে ওর ডাকনামটার মতই অবস্থা ওর, দাবায় রাজা যেকোন দিকেই চাল চালতে পারে, কিন্তু খেলা ঘোরানোর মত চাল চালার ক্ষমতা রাজার থাকে না।

পিছনে, একটা হেলিকপ্টার চালু হয়ে গিয়েছে। না দেখেও বুঝতে পারলো, ওই হেলিকপ্টারে ফেলিস আর সারা আছে। একজনের কাছে আছে পুরো মানবসভ্যতা ধ্বংস করে দেওয়ার চাবিকাঠি, আরেকজনের কাছে ওর হৃদয়ের। মস্তিষ্কের খুপরিতে ইতিমধ্যেই সদ্য ঘটা ঘটনাটি নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু চিন্তাগুলো পাশ কাটিয়ে আপাতত বেঁচে থাকার ভাবনাটাই ভাবছে ও।

মনে হলো যুগ যুগ ধরে দৌড়ে গুহামুখে পৌঁছুল ও, কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় পেরিয়েছে মাত্র বিশ সেকেণ্ড। অন্ধকার গুহায় স্রেফ আন্দাজের বশে ঢুকে গেল ও, পেছনে গুলি থেমে গেল সাথে সাথেই। কিন্তু কিং থামল না, দৌড়ে চলল সুরঙ্গের আরও গভীরতম অংশের উদ্দেশ্যে। হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ দূরে সরে যেতে থামল ও। হেটে চলল গুহার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে, যাতে কোন হাতির হাড়ে ধাক্কা না খায়।

অন্ধকার ওকে সুরক্ষা দিতে পারবে না বেশীক্ষণ; ফুলব্রাইটের সাথে আসা লোকগুলো যদি পেশাদার হয়, তবে অবশ্যই নাইট-ভিশন আনবে সাথে। ফ্ল্যাশলাইট না জ্বেলেই ওর অবস্থান জেনে যাবে শত্রুরা। কিন্তু একটা ভরসাতেই এগিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গ ধরে, জানে গুহায় ও একা নয়।

হাড়ের স্তূপের শেষের দিকে এসে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগল কিং। জোম্বিগুলোর চোখে পড়ে যাওয়ার একটা ভয় অবশ্য আছে, সাথে যেহেতু আদেশ দেওয়ার জন্য ফেলিস নেই। ওকে দেখামাত্রেই আক্রমণ করতে পারে তারা।

বাড়িয়ে রাখা হাত দিয়ে স্পর্শ করে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সে, এখান থেকেই জোম্বিদের কাজ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঘন জমাট বাধা অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জোম্বিরা হাড় জড়ো করে হয়তো কোন কাঠামো বানাতে চাইছে অথবা মৃতের হাড়গুলো সৎকার করছে। খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকারে মন্দিরের সাথে ধাক্কা খেল, ভাগ্য আবারও সহযোগিতা করল। তাই যেখানে অনুমান করেছিল সেখানেই খুঁজে পেল বৃহৎ অবকাঠামোটা। আন্দাজে মন্দিরের পিছনের দিকে ঘুরে চলে গেল সে, অন্ধকারে বোঝা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছে। মাথা নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

Banglabook.org

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, একেবারে নিঃশব্দে ভেতরে প্রবেশ করল কমাণ্ডোরা। কিন্তু একজন যোদ্ধা জোম্বিদের লক্ষ্য করেগুলি করাতে তাদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেল। বাকিরাও গুলি করতে শুরু করেছে, সুরঙ্গের দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুলির কর্কশ আওয়াজ। দুই ধরনের বন্দুকের গুলির আওয়াজ কানে এসেছে কিংয়ের, একটা এম-১৬, অন্যটা এই ধরনেরই কিছু একটা হবে। গুলির আওয়াজের ফাঁকেই একটা চিৎকার শোনা গেল, কিছুক্ষণ পর ছাড়া ছাড়া গুলি হতে লাগল। গুলির আওয়াজ কমে গিয়ে আরও কিছুক্ষণ পর শুধু মাংস ছেঁড়ার এবং হাড় ভাঙার আওয়াজ আসলো কানে, তাও মাত্র কয়েক ফিট দূর থেকে।

অপেক্ষা করতে থাকল কিং।

আরও কিছুক্ষণ পর ভারী কিছু হেঁচড়ে নেওয়ার আওয়াজ কানে এল। কল্পনার চোখে দেখল কিং, জোম্বিগুলো হাড়গুলোর সাথে রেখেছে কমাণ্ডোদের মৃতদেহ। পিছুপিছু গেল সে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করলো তাদের চলে যাওয়ার।

জোম্বিগুলো চলে যেতেই সামনে এগিয়ে আসল, অনুমানে হাতড়ে বেড়াতে লাগল মৃতদেহগুলোর জন্য। আবারও ভাগ্য সহায়তা করলো ওকে, অল্প খোঁজাখুঁজি করতেই একটা মৃতদেহের ওপর হাত পড়ল ওর। মৃতদেহগুলো স্রেফ জোম্বিদের খাবারে পরিণত হয়েছে, রক্ত এবং বারুদের গন্ধ ভারী হয়ে আছে বাতাস। হাতড়াতে হাতড়াতে একটা রাইফেলের শক্ত বাটে ঠেকল ওর হাত, নতুন উদ্যমে খোঁজ চালিয়ে গেল ও। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পেল, মৃত কমাণ্ডোদের নাইট-ভিশন।

সামরিক বাহিনীর এ/এন পি.ভি.এস.১৪ মোনোকুলার নাইট অপটিক ডিভাইস এটি, চোখে দেওয়ার আগে রিসেট করে নিল ও। কয়েক মুহূর্ত পর ওর চোখের সামনে সবুজাভ হয়ে পুরো গুহাটা ভেসে উঠল।

জোম্বিরা এখনও হাড় নিয়ে কাজ করে চলেছে, কিন্তু ওদের সংখ্যা কমে চিকন হয়ে গিয়েছে। দুইজন জোম্বির গায়ের আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে, আঘাত বেশ মারাত্মক, বাঁচার সম্ভাবনা নেই। মেঝে ভেসে গিয়েছে রক্তে, ছড়িয়ে আছে খালি কার্তুজের খোল। এসবের মাঝে একটা এম-৮ কার্বাইন নজরে পড়ল কিংয়ের, আবারও মৃতদেহগুলোর কাছে ফিরে গেল ও। কমাণ্ডোদের জামা-কাপড় ঘাঁটাঘাঁটি করে চারটা ত্রিশ রাউণ্ডের গুলির ম্যাগাজিন, দুইটা ফ্যাগমেন্ট্যাশন গ্রেনেড, বিশাল এক একটা কমব্যাট ছুরি নিল সাথে। পাশাপাশি একটা ভেস্টও পড়ে নিল গায়ে, তারপর বেরিয়ে এল ওখান থেকে। জোম্বিদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কার্বাইনটা তুলে নিতে ভুল করলো না।

দ্বিতীয় আরেকটা আক্রমণকারী দল আশা করেছিল ও, কিন্তু এমনটা ঘটল না। গুহামুখের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল দুটি ছায়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে বাইরে, আবার ভেতরে ফিরে আসল ও। সুড়ঙ্গের গভীরতম অংশে যেতে যেতে মাথায় প্ল্যান তৈরি করে নিল সে। বাকি কমাণ্ডোরা ভেতরের সবার দেরি দেখলে অবশ্যই ভেতরে এসে ঢুকবে, কিন্তু অপেক্ষা করার মত সময় নেই ওর হাতে। এমন কিছু একটা করা লাগবে যাতে বাইরের সবাই প্রবেশ করতে বাধ্য হয় গুহায়।

হাতির সমাধিস্থলে পৌঁছে এইবার আর অন্যদিকে ঘুরে গেল না, বরং কঙ্কাল বেয়ে উপরে হাড়ের স্তূপে উঠতে লাগল। একেবারে স্তূপটার চূড়ায় উঠে বসল সে, হাতে একটা গ্রেনেড নিয়ে ছুড়ে মারল হাড়ের স্তূপগুলোর দিকে।

BanglaBook.org

পাঁচ সেকেণ্ড পর, বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। বিস্ফোরণের ধাক্কায় নড়ে উঠেছে গোটা কাঠামো কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। মাথার ওপর ছাদ থেকে একরাশ ধুলো-মাটি পড়ল, মাথা নিচু করে রাখল ও। এখন দেখার বিষয় বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে কি না!

হ্যাঁ, লেগেছে।

কমাণ্ডো দু'জন নাইট ভিশন চোখে দিয়ে বিস্ফোরণের কারণ দেখতে এসেছে।

লোক দুটোকে দূর থেকে গুলি করে মারবে না বলে ঠিক করল কিং। যদি দু'জনকে একসাথে মারতে না পারে তবে যে সুযোগটা পেয়েছে তা হারাবে সহজেই।

তার বদলে, লোক দু'জনকে সুরঙ্গের আরও গভীরে ঢোকার সময় দিল সে। লোক দুটো সরে যেতেই, লাফিয়ে নামল হাড়ের স্তূপ থেকে। দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে, গুহামুখে পাহারায় কেউ নেই। হেলিকপ্টার একশো মিটার দূরত্বে রাখা, একটা অবয়ব শুধু দেখা যাচ্ছে ওখানে। খুব সম্ভবত পাইলট হবে, ঝুঁকে সিগারেট টানছে লোকটা। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকটার চোখে নাইট-ভিশন লাগানো নেই। খোলা জায়গা পার হওয়ার সময় খেয়াল রাখল কিং, পাইলট যেন ওকে দেখে না ফেলে। কিন্তু লোকটা অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট ফুঁকেই যাচ্ছে। যখন লোকটা দেখতে পেল ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, কার্বাইনের কুঁদো পড়তেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল পাইলট।

হেলিকপ্টারটা বেল ২০৬ জেট রেঞ্জার মডেলের, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হেলিকপ্টারের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত। বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণের সময়ই সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার চালানো শিখেছে কিং, যদিও বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা। কিন্তু সময় এসেছে সেই বিদ্যা ঝালিয়ে নেয়ার। পাইলটের সিটে উঠে বসল সে, ইঞ্জিন চালু হতেই রক্তে শিহরণ অনুভব করল।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো নাইট ভিশনে উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ছে, কিন্তু নাইট ভিশন বন্ধ করল না সে। যখন কিছু দেখার দরকার পরে তখন শুধু চোখ বন্ধ করে নেয়। খুব দ্রুতই শূন্যে উড়াল দিল হেলিকপ্টারটি, গতি পুরোটা বাড়িয়ে দিল।

পরিপূর্ণ গতিতে আকাশে উড়ছে হেলিকপ্টার, সঠিক উচ্চতায় আসতেই চারপাশে নজর বোলাল। অন্ধকারে অনেক দূরের একটা আলো পশ্চিম দিগন্তে জ্বলজ্বল করছে, বুঝতে পারলো ওটা প্রথম হেলিকপ্টারটা। ইতিমধ্যেই চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ মাইল সামনে চলে গিয়েছে। কিন্তু পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করলে খালি হেলিকপ্টার নিয়ে ওদের ধরে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগবে না কিংয়ের।

সে জানে না, ফুলব্রাইটের কাছে ধরা পরে গেলে কী হবে! কিন্তু নিজের উপর ভরসা রাখল, হাতে আধ-ঘণ্টার মত সময় আছে। এর মাঝে কোন না কোন পরিকল্পনা দাঁড় করাতেই হবে।

BanglaBook.org

বাইশ

অ্যাসল্ট টিমের রিপোর্ট শুনে ফুলব্রাইটের চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। সারার হেডসেটে রেডিয়োর সংযোগ নেই, কিন্তু কোন বিষয়ে কথা চলছে বুঝে ফেলল ও লোকটার গোমড়া মুখ দেখেই। জ্যাক শুধুমাত্র জীবিতই নেই, পাল্টা দাঁতভাঙা জবাবও দিচ্ছে। শত চেষ্টা করেও মুখের হাসি লুকাতে পারলো না সারা।

হাসি দেখে ফুলব্রাইটের চোখে-মুখে শয়তানি ভাব ফুটে উঠল, 'ইথিওপিয়ার এয়ারফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও। অচেনা একটা আকাশযান উড়ে চলছে এখন ওদের দেশের উপর দিয়ে, এ কথাটা ওদেরও জানা উচিত।'

মুখ থেকে মাইক সরিয়ে নিয়ে বলল ফুলব্রাইট, 'তোমার প্রেমিকের মাটিতেই পা রাখা উচিত ছিল।'

মুখে ফুটে উঠল শয়তানি হাসি।

BanglaBook.org

দুটো রাশিয়ান সুখোই এস.ইউ.২৫ ফাইটার জেটপ্লেন উড়ে এল কিংয়ের পিছন থেকে, কোন প্রকার সতর্কতা ছাড়াই আঘাত হানল তারা।

ওর সৌভাগ্য, পাইলটরা শুধুমাত্র গুলি ছুড়েছে হেলিকপ্টার লক্ষ করে। এই জেটে ব্যবহৃত মিসাইল ভিমপাল আর-৭৩, এয়ার টু এয়ার মিসাইল যার বাজার মূল্য প্রায় সত্তর হাজার ডলার। ক্ষুদ্র, কম গতিসম্পন্ন অস্ত্রহীন একটা হেলিকপ্টারে প্রথমেই মিসাইল ছুড়তে হয়তো এদের লজ্জা করছিলো, আর এ কারণেই বেঁচে গেল কিং। নয়তো মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তেও টের পেতো না কীভাবে মৃত্যু হয়েছে ওর। বদলে জি.এস.এইচ.-৩০-২ এর ৩০ মি.মি. বুলেটের একুশ রাউণ্ডের আঠারো রাউণ্ড খরচ করা হলো ওর উদ্দেশ্যে। হেলিকপ্টারের উচ্চতা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করে দক্ষতার সাথে হামলা প্রতিহত করলো কিং। কিন্তু শেষ তিন রাউণ্ড থেকে বাঁচতে পারলো না কোনমতেই, হেলিকপ্টার কেঁপে কেঁপে উঠল মুহুর্মুহু বুলেটের আঘাতে। মনে হলো যেন মুড়ির টিনের মত হেলিকপ্টারটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে কেউ। তবে বুলেটগুলো এসে লেগেছে হেলিকপ্টারের শক্ত খোলে, তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হলো না। ককপিট লক্ষ করে গুলি করতে দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড় হয়েছিলো ওর, কিন্তু বুলেটগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হাফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

কিংয়ের কোন ধারণাই নেই কে এবং কেন ওকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু জানে কপাল জোড়ে বেঁচে গিয়েছে প্রথমবার। যেকোন যুদ্ধ বিমানের জন্য খুব সহজ শিকার ও।

হুট করেই হেলিকপ্টারের উচ্চতা কমিয়ে আনল ও, খাড়া নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। ধেয়ে আসা বুলেটগুলো হেলিকপ্টারের উপর দিয়ে ছুটে গেল, এইবার লক্ষ্যভেদ হয়নি। আক্রমণকারী জেট দুটো আবার ফিরে আসছে হামলা চালাতে, হেলিকপ্টারের তুলনায় অত্যধিক গতির কারণে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে জেট দুটো। যেকোন সময় যেকোন দূরত্বে থেকে আচমকা হামলা চালাতে পারে। কিন্তু আবার এই অত্যধিক গতিবেগের কারণেই, স্বল্প গতির হেলিকপ্টারে গুলি করে লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না। ওরা হিট সিকার মিসাইল ছুড়ে কেন জলদি ঝামেলা শেষ করছে না, জানে না কিং! তবে সন্দেহ নেই খুব দ্রুতই কাজটা করবে এরা। তখন আর কিছুই করার থাকবে না ওর। উপলব্ধি করল, ওই অবস্থায় পড়লে একটা পন্থাই বাঁচাতে পারে ওকে।

উচ্চতা কমিয়ে আনতে শুরু করল ও, বৃত্তাকারে ঘুরছে শূন্যে। নিচের অনুর্বর-রুক্ষ জমি দ্রুত উঠে আসছে উপরে। মাটি থেকে ঠিক একশো ফুট উচ্চতায় স্থির হলো ও, হেলিকপ্টারকে বারবার আগু-পিছু করতে লাগলো। একটা চোখ রইল জেট দুটোর নড়াচড়ার দিকে, আকাশে উড়ছে জেট দুটো।

আবারও হামলা করল জেট, কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় ঠিক প্লেনের নিচ বরাবর হেলিকপ্টার নিয়ে গেল কিং। জেট দুটো আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

BanglaBook.org

সহজাত প্রবৃত্তি বলল–আবার আক্রমণ আসছে, হামলাকারীরা ওকে সহজ শিকার বলে ভেবেছিল। কিন্তু যে খেল দেখিয়েছে ও, এখন আর কষ্ট করে বুলেট ছুড়তে যাবে না এরা, সরাসরি মিসাইল ছুঁড়ে দিবে। ঝড়ের গতিতে চিন্তা করতে লাগল, কীভাবে সামনের কয়েকটা সেকেণ্ড বেশি বেঁচে থাকা যায়।

হেলিকপ্টারে কোন অস্ত্র নেই, কিঙয়ের সাথে এই মুহূর্তে আছে কেবল গুহা থেকে তুলে নেওয়া এম-৮ এবং একটা গ্রেনেড। কিন্তু এগুলো মুখোমুখি গোলাগুলিতে কোন কাজেই আসবে না, উলটো একটা হাত ব্যস্ত হয়ে যাবে।

হয়তো...বিকট হাসি ফুটে উঠল কিংয়ের মুখে, বুদ্ধিটা পাগলাটে, কিন্তু কিছু না থাকার চেয়ে পাগলাটে একটা প্ল্যান থাকা ভাল।

জেটপ্লেনের পাইলট নিশ্চয় থার্মাল হিটসিকার মিসাইল ব্যবহার করবে, আর এই মিসাইল থেকে বাঁচার উপায় একটাই–উচ্চ তাপের আরেকটা উৎস দেখিয়ে দিতে হবে মিসাইলকে। দুর্ভাগ্যবশত, কাজটা যত সহজে বলা যায় তত সহজে করা সম্ভব নয়। কারণ একটা মিসাইল শব্দের দ্বিগুণ গতি তুলতে সক্ষম, হাতে কয়েক সেকেণ্ড সময় পাবে মাত্র।

তাকিয়ে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে সে, জেটের নিচ থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসতে দেখল। সাথে সাথেই হাতের গ্রেনেডটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল নিচে, হেলিকপ্টার জলদি উপরের দিকে উঠাতে লাগল। মন্থরগতিতে উঠছে হেলিকপ্টার উপরের দিকে, কিং জানে এগিয়ে যাচ্ছে ও মিসাইলের দিকেই।

কিন্তু এরপর, কয়েকশ ফুট নিচে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, বিস্ফোরণের ধাক্কা টের পেল ও শূন্যে থেকেই। বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হয়েছে উচ্চ তাপ, মিসাইলও হেলিকপ্টারের থেকে অধিক তাপের উৎসের সন্ধান পেয়ে ঘুরে গেল সেদিকে। একটু পর আরও একটি বিস্ফোরণ নাড়িয়ে দিল হেলিকপ্টারটিকে।

প্ল্যানটা কাজে লাগাতে পেরে বিস্মিত হয়ে গেল ও, শুধু সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে চাল চেলেছিল ও। সঠিকভাবে চালটা কাজে লেগে যাবে তা ভাবেনি। কিন্তু বিপদ কাটেনি এখনও, এই আক্রমণটা না হয় পার পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সামনে?

জেটপ্লেন দুটো উপরে উঠে গিয়েছে আরও, মিসাইলকে বোকা বানিয়েছে ও, পাইলটদের না।

ওরা জানে কিং মরেনি এখনও।

আর কিংয়ের হাতের সব চালও শেষ।

BanglaBook.org

সুখোই ফাইটারের পাইলটরা অনভিজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি ভুল থেকেই শিক্ষা নিচ্ছে তারা। ভেবেছিল যুদ্ধটা শুরু হতে হতেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এমন কিছু আশা করেনি। এখন সময় এসেছে খেলাধুলার ইতি টানার।

হেলিকপ্টার আবারও উচ্চতা কমিয়ে আনছে, অন্য মিসাইলটা গায়ে লাগার আগেই চালক মাটিতে নেমে আসতে চাইছে। কিন্তু পাইলট সেই সুযোগ দেবে না, মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমকে ভিজুয়ালে পরিবর্তন করলো ও। টার্গেট সিলেক্টরের ক্রসহেয়ারে আনল হেলিকপ্টার, অতঃপর টিপে দিল ট্রিগার।

আর-৭৩ মিসাইল পাখা মেলে উড়ে চলল ২.৫ ম্যাক গতিতে, কয়েক সেকেণ্ড পর আঘাত হানল ন্যাটোর এ.এ.-১১ আর্চার খ্যাত মিসাইলটি। চোখের পলকে হেলিকপ্টারটি পরিণত হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

সিগলার মারা গিয়েছে।

–বুঝলাম, আপনার বর্তমান পরিস্থিতি?

আমি আদ্দিসে ফিরে এসেছি। সঙ্গে সারা ফগ এবং ফেলিস কার্টারও আছে। ফগ বিশ্বাস করে কার্টার যে কাউকে অচেনা কোন শক্তিতে আক্রান্ত করতে পারে। ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আমাদের।

–বাহনের ব্যবস্থা করা হবে। মেয়েটাকে ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসা হোক।

সিদ্ধান্তটা ঠিক আছে কী?

–অপ্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা। এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, ভ্যাকসিনটা বানাতেই হবে। এই ফ্যাসিলিটিতে তারই বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ ফলাফল লাভ সম্ভব হয়।

BanglaBook.org

আর-৭৩ মিসাইল পাখা মেলে উড়ে চলল ২.৫ ম্যাক গতিতে, কয়েক সেকেণ্ড পর আঘাত হানল ন্যাটোর এ.এ.-১১ আর্চার খ্যাত মিসাইলটি। চোখের পলকে হেলিকপ্টারটি পরিণত হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

সিগলার মারা গিয়েছে।

–বুঝলাম, আপনার বর্তমান পরিস্থিতি?

আমি আদ্দিসে ফিরে এসেছি। সঙ্গে সারা ফগ এবং ফেলিস কার্টারও আছে। ফগ বিশ্বাস করে কার্টার যে কাউকে অচেনা কোন শক্তিতে আক্রান্ত করতে পারে। ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আমাদের।

–বাহনের ব্যবস্থা করা হবে। মেয়েটাকে ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসা হোক।

সিদ্ধান্তটা ঠিক আছে কী?

–অপ্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা। এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, ভ্যাকসিনটা বানাতেই হবে। এই ফ্যাসিলিটিতে তারই বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ ফলাফল লাভ সম্ভব হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

শেষ চাল

চব্বিশ
অজানা স্থান

নিচে ওই আগুনের গোলাটা দেখেছ? তোমার প্রেমিক।

কথাগুলো কানের ভেতর এখনও বেজে চলছে সারার। চেহারা স্বাভাবিক রেখেছে ও, চোখের পানিতে সি.আই.এ. এজেন্টকে আমোদ দিতে চায় না। সত্যি বলতে, কথাটা বিশ্বাসও করতে চায় না।

যেকোন দুঃখজনক পরিস্থিতির সেটাই প্রথম ধাপ–অস্বীকার।

মস্তিষ্ক বিশ্বাস করছে, কিন্তু মন মানছে না। কান্নার সময় পরেও পাওয়া যাবে... যদি বেঁচে থাকে আরকি।

বাইরে প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে অপেক্ষা করছে গালফস্ট্রিম ভি জেট প্লেন,ওদেরকে তুলে নেওয়ার জন্য। ফেলিস এখনও ওষুধের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে আছে, তাকে একটা সিটে বসানো হলো। তবে সারা এসে ইচ্ছেমত সিট দখল করার সুযোগ পেল।

কতক্ষণ আকাশে ছিল ওরা বলতে পারবে না সারা, তবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল পেরিয়ে গেল। তবে চারপাশের পরিবেশ দেখে মনে হলো না যে খুব বেশি দূরে এসেছে।

পাণ্ডুবর্ণের শক্ত-সামর্থ্য মধ্যবয়সী এক লোক গাঢ় রেঞ্জ রোভার থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে সম্ভাষণ জানাল। লোকটার মাথার চুল ধূসর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাছ থেকে দেখে বোঝা যায় না বয়স চল্লিশের কোঠায়, নাকি বিশের। এগিয়ে এসে লোকটা পরিচয় দিলো নিজের, সারা বুঝতে পারলো ফুলব্রাইটের মতই এটা ওর নিজেরও উপকারে আসবে।

'আমি গ্রাহাম।' নম্র স্বরে বলল সে। 'এই জায়গাটা দেখে শুনে রাখি।'

'ব্রেইনস্টর্মের কাছ নিয়ে যাও আমাদের।' অধৈর্যের সাথে বলল ফুলব্রাইট।

'যেমনটা ইচ্ছে আপনার।' হেসে সারার দিকে ফিরল গ্রাহাম। 'আপনি এখানে আসাতে খুশি হলাম, মিস ...?'

চোখ সরু করে তাকাল সারা, ওর মন জয় করার যত্তো চেষ্টাই করুক না কেন গ্রাহাম; ও ঠিকই জানে লোকটা ব্রেইনস্টর্মের আরেকজন বহাল করা কর্মচারী বই আর কিছু নয়।

'ডক্টর, ডা. সারা ফগ।'

'আপনার ব্যাপারে অনেক শুনেছি, ডা. ফগ। আশা করি এখানকার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আপনার পছন্দ হবে।'

'বন্দী করে রাখা না হলে, পছন্দ করতাম।'

মাথা দোলাল গ্রাহাম, 'দুঃখজনক, সময় গেলে দেখতে পাবেন এই সামান্য ত্যাগ কত বড় উপকারে আসছে সবার।'

'ত্যাগটা–একা আমাকেই করতে হবে না।'

কথাটা শুনেও না শোনার ভান করলো গ্রাহাম।

BanglaBook.org

মূল বাড়ি, যেটাকে ফুলব্রাইট ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটি বলে, সেটা মূলত দুই তলা একটা বাংলো। বাংলোর নকশা ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটেলিনা পর্বত বা দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে অনুপ্রাণিত বলে মনে হচ্ছে। গ্রাহাম সারাকে পাহারা দিয়ে বিশাল এক বিলাসবহুল কামরায় নিয়ে গেল, সেখানে ওকে তৈরি হয়ে নিতে বলল সে। আরও বলল, ইচ্ছে হলে গ্রাহামের সাথে খাবার খেতেও আসতে পারে ও।

রুমের আলমারি ভর্তি জামা-কাপড়, ক্যাজুয়েল থেকে শুরু করে জিনসের টি-শার্ট পর্যন্ত আছে এখানে। প্রতিটি জামা ঠিক ওর মাপের, ওর জন্যই কিনে রাখা হয়েছে যেন। এবং বাথরুমটা পর্যন্ত ওর পছন্দের প্রসাধনী দিয়ে সজ্জিত। কেউ একজন ওর থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ভালই প্রস্তুতি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

চাওয়ার মত আর কিছুই বাকি রাখা হয়নি, কিন্তু মনের মধ্যে খটকা একটাই—ও বন্দী। তাসত্ত্বেও, গোসল করার সুবিধাটুকু নিল ও। শাওয়ারের পানিতে ভারত সাগর থেকে শুরু করে এখানে আসা পর্যন্ত যত ধকল, সব যেন ধুয়ে-মুছে গেল। গোসল করতে করতেই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবতে লাগল সে।

জ্যাকের দুনিয়ায় সবকিছু অনেক সহজ। বন্দি হয়েছ, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো নয়তো শত্রুর অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দাও। কিন্তু ওর ব্যাপারটা আলাদা। অবশ্যই সে পালিয়ে যেতে চায় এখান থেকে, কিন্তু শত্রুর অভিপ্রায় অজানা নেই সারার। সে পালিয়ে গেলেও এরা চেষ্টা করবেই ওই অনুসন্ধানকে অস্ত্রে পরিণত করতে। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এখানে থেকেই এদের লক্ষ অর্জনে বাঁধা সৃষ্টি করা।

রুমের দরজা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে, কিন্তু টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা। বাইরে খালি হলওয়েতে বেরিয়ে এল সে। গ্রাহামকে দেখা গেল সিঁড়ির ধাপগুলোর কাছে, 'এইদিকে আসুন, ডা. ফগ। দুপুরের খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

বাড়ির অন্যান্য সকল রুমের মত রান্নাঘরও সুসজ্জিত, দেখে মনে হয় জায়গাটা পঞ্চাশের দশকের কোন সায়েন্স ফিকশন লেখকের নকশা করা। ডিম্বাকৃতির কাঁচের ডাইনিং টেবিলে বসে আছে ফুলব্রাইট,একটা স্যাণ্ডুইচ চিবুচ্ছে।

দুঃখ প্রকাশ করল গ্রাহাম, 'আপাতত হালকা খাবারই খেতে হবে। মেহমানদারি করার খুব একটা সুযোগ মেলে না আমার। কিন্তু কথা দিচ্ছি, রাতের খাবার বেশ চমকপ্রদ হবে, খুশি হয়ে যাবেন আপনি।'

'বাড়তি কোন কিছু করার কষ্ট করলেই বরং অখুশি হবো।' ব্যঙ্গ করে বলল সারা।

ওর দিকে তাকাল ফুলব্রাইট, কিন্তু বলল না কিছু।

'কোন সমস্যা নেই।' কণ্ঠের ব্যঙ্গটুকু গায়ে মাখল না গ্রাহাম। 'নিয়ম মেনে চললে এখানে থাকা অপ্রীতিকর হবে না আপনার জন্য।'

'এই কথাটা ওর মুখেই বেশি মানায়,' সি.আই.এ. এজেন্টের দিকে বুড়ো আঙুল তাক করল সারা, 'হুমকি হিসেবে।'

'প্লিজ সারা, বোঝার চেষ্টা করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে আপনাকে, যা আমাদের সবার তথা পুরো মানবসভ্যতার উপকারে আসবে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সারা, হাতে ইতিমধ্যেই একটা স্যাণ্ডুইচ তুলে নিয়েছে। 'ঠিক আছে, তবে আমি নিজের মত কাজ করবো। রিসার্চের ব্যাপারে আপনারা কেউ কিছু বলতে পারবেন না, আর যখন যা চাইব তাই দিতে হবে আমাকে।'

'অবশ্যই চাহিদার নির্দিষ্ট কারণ থাকতে হবে।'

'প্রথমে, ফেলিসকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।'

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল ফুলব্রাইট, 'গুহায় কি হয়েছে জানো না? সে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, এমনকী কোন কিছু না ভেবেই। সে যদি সামান্য ঝুঁকি অনুভব করে...' হাত নেড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলো, 'সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বোধ-বুদ্ধিহীন জোম্বিতে পরিণত হবো।'

'এজন্যই ফেলিসকে জাগানো আরও বেশি প্রয়োজন। সে অজ্ঞান মানে এই নয় যে তার ক্ষমতা নেই আর, অচেতন অবস্থাতেও ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে সে। আর এ কথাটাই খুলে বলতে হবে তাকে যে, তার কোন ক্ষতি হবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। এছাড়াও তার ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে তা দেখতে হলেও ফেলিসের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তার মাথায়।'

কিছু একটা বলতে চাইল গ্রাহাম, কিন্তু পকেটে ফোন বেজে উঠাতে থেমে গেল। স্মার্টফোন বের করে কিছু একটা দেখলে সে, কয়েকটা বাটন চেপে আবার রেখে দিল পকেটে।

'দুঃখিত, অন্য কাজ। আপনার অনুরোধের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, আমরা আপনার কথা মেনে নিতে পারবো যদি আপনি তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আমি বিশ্বাস করি, অপ্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ নিবেন না আপনি।' বয়স্ক লোকটার দিকে তাকাল সারা, বুঝতে পারছে না এসবের সঙ্গে কী সম্পর্ক তার।

'ব্রেইনস্টর্মকে এসব জানানো উচিত তোমার।' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যেন ফুলব্রাইট, সারার চাহিদাগুলো মেনে নিতে পারছে না।

'আরেকটা জিনিস,' দ্রুত বলল সারা, 'আজেবাজে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি বিরক্ত, আসল লোকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই আমি, কোন পা-চাটা কুকুরের সঙ্গে নয়।' ফুলব্রাইটের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেছে ও। 'ব্রেইনস্টর্মের সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করুন।'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল গ্রাহামের মুখে, 'ঠিক আছে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষে ওকে ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে আসা হলো, জায়গাটা বাড়ির বেসমেন্টের নিচে অবস্থিত। ল্যাবে যাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে লিফট। নিশ্চিতভাবে জানে ও, লিফটটা নিচের দিকেই গিয়েছে। ল্যাবের ভেতর কোন জানালা না থাকা ওর ধারণাটাই পাকাপোক্ত করলো আরও।

কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন দেখাল ওকে গ্রাহাম, এবং চালু করে দিল। 'এই টার্মিনাল কয়েকটা ক্রে-কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত। জিন সিকোয়েন্স বা ভ্যাকসিনের নকশা তৈরি করতে এর সাহায্য নিতে পারবেন আপনি। আর এই আইকনটার–' ডেস্কটপের ডিসপ্লেতে ক্লিক করলো সে, '–মাধ্যমে সরাসরি ব্রেইনস্টর্মের কাছে টেক্সট ম্যাসেজ পাঠাতে পারবেন।'

'আমি ব্রেইনস্টর্মের সঙ্গে কথা বলতে চাই, মুখোমুখি বসে।' বলল সারা।

'ভাল, কিন্তু ব্রেইনস্টর্ম ম্যাসেজের মাধ্যমেই সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে।' ব্যাখ্যা করল গ্রাহাম। 'তবে আপনি চাইলে টেক্সট-টু-ভয়েস ট্রান্সলেটর চালু করে দেওয়া যাবে, ওই সিস্টেম ব্যবহার করলে আপনার মনে হবে যেন ব্রেইনস্টর্মের সঙ্গে সরাসরিই কথা বলছেন।'

লোকটার দিকে তাকাল সারা, 'তাহলে ব্রেইনস্টর্ম শুধুমাত্র একটা কম্পিউটার, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়!'

BanglaBook.org

গ্রাহাম হাত প্রসারিত করল, ভাবখানা এমন যে কে জানে! মুখে বলল, 'ডা. কার্টার আলাদা রুমে আবদ্ধ আছেন, বিপজ্জনক চিহ্নিত বিশেষ রুমটায়। যদি কোন প্রয়োজন পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাকবেন, অথবা যদি মনে হয় ওর দ্বারা কোন ক্ষতি হবে আমাদের–তবে আলাদা থাকার রুম করে দিব আমি।'

'সেটাই করুন, আমি এখান থেকে দেখছি কী করা যায়। আর প্রয়োজন পড়লে আপনাকে ডেকে নিব।'

চলে যেতে বলার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত লোক দুইজন ছিল ল্যাবে, তারা চলে যেতেই সতর্ক হলো সারা। ফেলিসের জ্ঞান ফেরানোর জন্য ইনজেকশন পুশ করে পাশে অপেক্ষা করতে লাগল তার চোখ খোলার।

আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ঘাবড়ে গেল, ফেলিস অনেকক্ষণ ধরে অজ্ঞান। জেগে উঠার পর নিজেকে অচেনা পরিবেশে আবিষ্কার করবে সে, তখন যেকোন কিছু ঘটতে পারে।

'ফেলিস, সব ঠিক আছে। তুমি নিরাপদে আছ।' গায়ে হাত দেওয়ার ঝুঁকি নিল সারা, ডাকতে লাগল তাকে। ফেলিসের চোখ নড়তে লাগল, চোখ মেলে তাকাল সে।

'আমি...কোথায়?'

'আমি নিজেও জানি না। তবে আমরা এখানে পুরোপুরি নিরাপদ। শান্ত হও, আমি সব খুলে বলছি তোমাকে।'

অনিশ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সারার ওপর, বলল ফেলিস, 'আমি চিনি তোমাকে, তুমি সি.ডি.সি.-এর ডাক্তার।'

'ঠিক তাই, আমি সারা। আমিও তোমাকে চিনি, কয়েক মিনিটের মত সাক্ষাত হয়েছিল আমাদের শেষবার। অনেককিছু ঘটে গিয়েছে এরপর। সব বলবো তোমাকে, আগে একটু বিশ্রাম নাও।'

'জ্যাক কোথায়?'

প্রশ্নটা মনে আঘাত হানল সারার, আবেগ উথলে উঠল। কয়েকবার কেশে দমকে ওঠা কান্না আটকাল ও। 'সে কথাও তোমাকে বলব।'

'এখন বলো।'

ফুলব্রাইটের বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলে শুরু করল ও, কোন মতে সিগলারের পরিণতির কথা বলল। ওর মনের কষ্টটা যেন ফেলিসও অনুভব করতে পারছে, শেষ সাক্ষাতে ওদের ভালবাসার সাক্ষী ছিল মেয়েটা।

অবশেষে ফেলিস বুঝতে সক্ষম হলো যে ওরা দু'জনেই বন্দি। সারা রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে জানতে চাইল–আদৌ যদি মোটা কোন রোগ হয়ে থাকে আরকি।

'আমাদের জানতে হবে ঠিক কী কাজ করে ওই...ক্ষমতা...কীভাবে ছড়িয়ে যায় অন্যের ওপর। আমার ধারণা, ফোরোমোনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এর।'

মাথা নাড়ল ফেলিস, 'সারা, তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাই।'

BanglaBook.org

পঁচিশ

আফ্রিকার কোন এক জায়গায়

কালো একটা অবয়ব আকাশের বুক চিরে ছুটে চলেছে, যে কেউ আকাশের দিকে তাকালেই আকাশযানের গতির ফলে তৈরি হওয়া কৃত্রিম মেঘ দেখতে পাবে। এই কৃত্রিম মেঘ পুরো পৃথিবীর সব আকাশেই কম বেশি দেখা যায়। জেট ইঞ্জিনের দ্রুত গতির কারণে ইঞ্জিন থেকে নির্গত পানি মুহূর্তের মধ্যে জমাট বেঁধে মেঘে পরিণত হয়, আকাশযানের পুরো পথ বোঝা যায় এটা দেখে। কিন্তু রাডারে চোখ রাখলে আকাশযানটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে না, বিশেষভাবে তৈরি–রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম এই আকাশযানের নাম–ক্রিসেন্ট। মূলত এটি একটি গোপন ট্রান্সপোর্ট প্লেন, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশেষ এই আকাশযান ব্যবহৃত হয় অদৃশ্য হয়ে আকাশে বিচরণের জন্য।

ক্রিসেন্টের কমিউনিকেশন সেন্টারে বসে আছে কিং, ককপিট থেকে একটু দূরে। ইউ.এস.এ.এফ.-এর নাইটহক স্পেশাল অপারেশন উইং-এর দু'জন সুদক্ষ পাইলট উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই আকাশযান পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে। দুর্ভাগ্যবশত, কোথায়, সেটা জানে না ও।

ওয়ার্কস্টেশনের দুই কম্পিউটারের একটির পর্দায় উত্তর আফ্রিকার স্যাটেলাইট ইমেজে দেখা যাচ্ছে। ন্যাশনাল রিকননেইসেন্স অফিস থেকে এই ছবিগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন ডিপ ব্লু। ছবিগুলো স্থির হলো ঠিক যেখানে কিংয়ের হেলিকপ্টারটি ইথিওপিয়ার ফাইটার জেট দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। কিং অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, ঘটনার শেষটা তো ওর জানাই।

যখন বুঝতে পেরেছিল দ্বিতীয় মিসাইলটাকে বোকা বানানোর কোন উপায় নেই হাতে, তখন হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিল কিং। এমনিতেই উচ্চতা ছিল ষাট ফিটের মত, আর হেলিকপ্টারটা তৈরিও করা হয়েছে ক্র্যাশের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর মত শক্ত করে। মাটিতে পড়তেই মনে হলো যেন শত মাইল বেগে চলা একটা বাস বুকে আঘাত হেনেছে ওর, আঘাতটার জন্য তৈরি ছিল বলে বেকায়দায় পড়তে হয়নি। কয়েক জায়গায় কেটে গিয়েছে আর থেঁতলেও গিয়েছে বটে, কিন্তু হাড় একটাও ভাঙেনি। বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এসে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল সে, ঠিক কয়েক সেকেণ্ড পড়েই আঘাত হানল দ্বিতীয় মিসাইল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গেল কিং, আরও কাটা-ছেঁড়া যোগ হলো শরীরে। কিন্তু প্ল্যানটা কাজ করেছে, ওকে মৃত ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে জেট-প্লেন দুটো।

সৌভাগ্যক্রমে, চেস টিমের ফোন ছিল কিংয়ের কাছে। সাহায্য এল ক্রিসেন্টে করে, দুই ম্যাক গতিবেগে ছুটে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে এটা। এখন, প্রথম হেলিকপ্টারটার সন্ধান করছে সে, ওটাতেই রয়ে গিয়েছে সারা এবং ফেলিস।

Banglabook.org

'আদ্দিস আবাবার ওখানেই অবতরণ করেছে হেলিকপ্টার।' নিউ হ্যাম্পশায়ারের চেস টিম হেডকোয়ার্টার থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন ডিপ ব্লু। দ্বিতীয় কম্পিউটারের পর্দায় দেখা যাচ্ছে তাকে, আর কথা শোনা যাচ্ছে ছোট একটা ইয়ারফোনের মাধ্যমে যেটা কিংয়ের কানে গোঁজা। 'জায়গার মালিক আলফা ডগ সলিউশন, প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্ম, সি.আই.এ.-এর সঙ্গে কাউন্টার-টেররিজমে কাজ করে।'

'সারা বলেছিল, ফুলব্রাইট সি.আই.এ.'র এজেন্ট হতে পারে।'

'আমি খবর নিতে পারিনি। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে সে এন.ও.সি. অর্থাৎ নন অফিসিয়াল কাভারে ছিল। এবং এই কথাটা জানা থাকায় খোঁজ নিতে সুবিধা হবে আমার।' নন অফিসিয়াল কাভাররা সি.আই.এ.-এর হয়ে অত্যন্ত গোপনীয় সব কাজ করে, যেখানে ওদের পরিচয় ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা কম। 'অথবা এমনও হতে পারে নামটাই মিথ্যা।' যোগ করলেন ডিপ ব্লু।

হাত দিয়ে চোখ ঘষল কিং। সর্বোচ্চ খারাপ পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও, ক্লান্তি শেষ পর্যন্ত জেঁকে ধরেছে ওকে।

'আর কী জানি আমরা আলফা ডগের ব্যাপারে? আর কোন ক্লায়েন্ট আছে এদের?'

'ওই অঞ্চলে, বেশ কয়েকটি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে নিরাপত্তা দেয় এরা। মজার ব্যাপার, কয়েকটা পেমেন্ট পেয়েছে এরা, তাও আবার ভিন্ন ভিন্ন ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে। আর এইসব ঘটেছে মাত্র গত তিন দিন আগে। আমার ধারণা, বিশাল অংকের টাকা ভেঙে ভেঙে অল্প পরিমাণে পাঠিয়েছে কেউ,যেন সন্দেহ করতে...অহ!'

'কী হয়েছে?'

'এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় যে লোকগুলো তোমাকে আক্রমণ করেছিলো, ওরা আলফা ডগের লোক, জেন-ওয়াই নয়।'

'হয়তো তারা ভেবেছিলো ওদের বাঁধা দিতে পারি আমি, তাই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।' স্যাটেলাইট ফিডের দিকে তাকাল কিং, একটা হেলিকপ্টার এবং ছোট একটা প্রাইভেট জেটের মাঝখানে কয়েকটা ক্ষুদ্র অবয়ব নড়াচড়া করছে। কিছুক্ষণ পর জেট প্লেনটাকে উড়ে যেতে দেখল।

'আমরা কি জানি এই জেটের মালিক কে?'

নিজের কম্পিউটারের পর্দায় তাকাল ডিপ ব্লু। 'একটা গোলা-বারুদের কোম্পানি। বারবার মনে হচ্ছে কেউ একজন খুব সাবধানে নিজের পদক্ষেপ লুকিয়ে চলছে।'

'আমরা নিশ্চিতভাবে কী জানি? এই লোক, ফুলব্রাইট, সরাসরি ফোন দিতে পেরেছে সি.ডি.সি.র কাছে। এর মানে সে অবশ্যই কোন সরকারি এজেন্সিতে কাজ করতো, কিন্তু এখন হয়তো সরে গিয়েছে। তার সত্যিকারের মালিকের প্রচুর টাকা আছে, সেই টাকা খরচ হয় বিভিন্ন কর্পোরেশনের নামে। মনে রাখতে হবে, ম্যানিফোল্ডের কাজের ওপর চোখ রাখে এরা। প্রথম থেকেই জানে ফেলিস কার্টার হাতির কারবালা থেকে কী নিয়ে এসেছিল।'

BanglaBook.org

'এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন, এমনকী কয়েকটা মাল্টি-ন্যাশনাল কর্পোরেশন বা কয়েকটা দেশের সরকারও এই পরিমাণ খরচ দিতে হিমশিম খেয়ে যাবে।'

ভ্রু কুঁচকে উঠল ডিপ ব্লুর, 'অফিসে থাকাকালীন সময়ে একটা কানাঘুষো শুনেছি, এটাকে তুমি মেটা-কর্পোরেশন বলতে পারো। একটা বড় কর্পোরেশন গড়ে উঠেছে গোপনে, তুলনামূলক ছোট কোম্পানিগুলোর সমষ্টিতে। এরা গোলা-বারুদের কোম্পানি এবং মিথ্যা জাল ছড়িয়ে একচেটিয়াভাবে আন্তর্জাতিক অধিকার উপভোগ করে চলছে।'

'এত বড় একটা ব্যাপার এখনও গোপন থাকলো কীভাবে?'

'যৌক্তিকভাবে–কাজটা অসম্ভব। একজন মানুষ একা এত বড় প্রকল্প চালাতে পারবে না। এদের যদি ডিরেক্টরদের বোর্ড থাকে...তাহলে একজন না একজন তো লোভে পড়ে সটকে পড়তোই অথবা...ভুল কোন সিদ্ধান্ত নিত সবাই মিলে। কিন্তু এমন কখনও ঘটেনি, গুজব আছে এই পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনা করে একটা কম্পিউটার। সাধারণ কম্পিউটার নয়, সঠিকভাবে বললে বলা যায় কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা।'

মাথা নাড়ল কিং, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটাও মাথায় থাকলো ওর। 'এসবের সঙ্গে সারার কী সম্পর্ক? অথবা গুহার ভেতরে ফেলিসের খুঁজে বের করা আবিষ্কারের সঙ্গে?'

'যদি এরা জৈব-অস্ত্র বানানোর স্বপ্ন দেখে থাকে, তবে পরিস্থিতি মারাত্মক দিকে মোড় নিয়েছে। জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা বা অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা অর্জনে ব্যবহার করতে পারবে।'

'নির্দিষ্ট লোকদের শুধু ভ্যাকসিনটা দিবে এরা, বাকিদের পরিণত করবে বোধশক্তিহীন জোম্বিতে। জোম্বিগুলো কোন প্রকার চাহিদা উত্থাপন ছাড়াই কাজ করে যাবে ফ্যাক্টরিগুলোতে। কোন অভিযোগ থাকবে না, কোন বিদ্রোহ থাকবে না, কোন প্রশ্ন করা ছাড়াই রক্ষা করবে এদের।'

'একটা কম্পিউটার ঠিক এইভাবেই চিন্তা করে,' বললেন ডিপ ব্লু, 'অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক অস্থিরতা। অতীতে রাজা-সম্রাটরা সাধারণ মানুষদের চিন্তাভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ, সার্কাস, দিনের বেলায় আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজন করতো। কিন্তু এখন শুধুমাত্র মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশটুকু অসন্তুষ্টি নিয়ে ভাবে সেটা বন্ধ করে দিলেই হবে।'

'সেই উপায় ইতিমধ্যেই ওরা আবিষ্কার করে ফেলেছে, এখন নির্দিষ্ট কয়েকজনের জন্য ভ্যাকসিনটা শুধু লাগবে। এজন্যই সারাকে প্রয়োজন ওদের।' বড় করে দম নিল কিং, 'আমরা কি জানি ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'ছয় ঘণ্টা ধরে প্লেনটার খোঁজ বের করার চেষ্টা করছি আমি, মনে হচ্ছে এখনও আফ্রিকায়...ঠিক করে বললে...আলজেরিয়াতেই আছে ওটা।'

স্ক্রিনে একটা প্লেনের ছবি ভেসে উঠল, রানওয়েতে রাখা আছে। এয়ারফিল্ডের সাথে সংযুক্ত একটা রাস্তা, রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে পাশের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটায়। দুইতলা বাড়িটা ছাড়া আশেপাশে আর কোন বিল্ডিং বা রাস্তা নেই।

BanglaBook.org

'এই জমির মালিকের পরিচয় বের করতে পারিনি আমি।' বলে চললেন ডিপ ব্লু, 'ম্যাপ অনুযায়ী ওখানে একটা ন্যাশনাল পার্ক থাকার কথা।'

'অর্থ এবং ক্ষমতা। ঠিক জায়গায় ঘুষ দাও, আর যা ইচ্ছে তাই করো।' ছবিটা জুম করে দেখল কিং, 'এমন কিছু এখানে বানানো হয়েছে কখনও বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ক্রিসেন্টে আমাদের ইউ.এ.ভি. আছে, অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। জায়গাটার নিরাপত্তা ব্যবস্থার হালচাল জানা যাবে তাহলে সহজেই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, আমাদের দলের বাকি সদস্যরা এখন যোগ দিতে পারবে না তোমার সঙ্গে।'

'আমরা আত্মগোপনে চলে যাওয়ায় ইউ.এস. মিলিটারিও আমাদের সাহায্য করতে পারবে না, জানি আমি।' বলল কিং। 'কেন আমরা নিজেদের লুকিয়ে রাখছি বলুন তো?'

জিজ্ঞাসা করল বটে, কিন্তু কারণটা জানা আছে কিংয়ের। যত কম মানুষ জানবে যে চেস টিমের মোকাবিলা করতে হয় অশুভ শক্তির সাথে, ততই পৃথিবীতে হাঙ্গামা কম হবে। আর মিলিটারি সংশ্লিষ্টতা থাকলে ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক ঘটনায় মোড় নেয়, যা কখনওই সুখকর কোন পরিস্থিতির জন্ম দেয় না। জল ঘোলা হবে আরও যদি কেউ টের পেয়ে যায় যে, এর পিছনে হাত আছে সাবেক ইউ.এস. প্রেসিডেন্টের!

'আমরা কয়েকজন মার্সেনারি ভাড়া করতে পারি।' বললেন ডিপ ব্লু।

হেসে উঠল কিং, কিন্তু যখন দেখল ডিপ ব্লু নির্বিকার তখন বলল, 'আসলেই?'

'এখন এর বাজেট আছে আমাদের।'

কিংয়ের পরিচিত মিলিটারি অনেক বন্ধু এখন মার্সেনারি হয়ে গিয়েছে, এরা সবাই বিশ্বাসযোগ্য। এবং কয়েকটা বাড়তি লোক থাকলে ব্যাপারটাও সহজে মিটে যায়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে একাই যেতে চাইছে ও। 'ওই রোগ, বা ওটারে যাই বলি না কেন, ফেলিসের ঝুঁকি দেখলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা শুরু করে। যদি আমরা আক্রমণ চালাই, এমনও হতে পারে সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে ও। বিশ্বাস করুন, এমন কিছু ঘটুক তা কখনওই চাইবেন না আপনি।'

BanglaBook.org

ছাব্বিশ
ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটি, আলজেরিয়া

'গবেষণার বর্তমান অবস্থা কী?'

যান্ত্রিক আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলো সারা। ঘণ্টাখানেক সময় ধরে ফেলিসের সাথে ফিসফিস করে কথা বলার পর, এই আওয়াজ রীতিমত কানে বোমা ফাটাল যেন।

'কে তুমি, ব্রেইনস্টর্ম?'

'হ্যাঁ, রিসার্চের বর্তমান অবস্থা কী? এখন পর্যন্ত পরীক্ষার জন্যও কোন রক্ত বা টিস্যুর নমুনা নেওয়া হয়নি। নমুনা পরীক্ষা না করে ভ্যাকসিন তৈরির গবেষণা কীভাবে করা যায়?'

কথায় যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল, কথাগুলো ঠিক কম্পিউটারের বলে মনে হলো না সারার। তবে অভিযোগ সত্য, এখনও কোন নমুনা সংগ্রহ করেনি ও, এমনকী কোন পরীক্ষাও করেনি। শুধুমাত্র পাশে বসে ফেলিসের আশ্চর্য কাহিনী শুনেছে অতীত জীবন সম্বন্ধে এবং শুনে মনে হচ্ছে কোনধরনের আত্মা ভর করেছে মেয়েটার ওপর।

ভুতে বিশ্বাস নেই সারার, যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজছে ও ঘটনাটার।

প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়াল ও। জানে না ব্রেইনস্টর্মের কানের মত চোখও আছে কিনা এই রুমে, কিন্তু ও চায় সে...বা এটা...যেন ওর ঔদ্ধত্য টের পায়।

'তুমি যদি এতই জ্ঞানী হয়ে থাকো তাহলে নিজেই কাজটা করছ না কেন?'

'এর মানে রিসার্চটা করতে চাইছেন না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সারা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবেই। 'দেখো মাথামোটা, এই কাজটাই করি আমি এবং এই কাজে যথেষ্ট দক্ষতাও আছে আমার। তাই, আমাকে কিছু সময় আর জায়গা দাও। জোর করলেই কাজ দ্রুত শেষ করাতে পারবে না।'

'৬৯.৪% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় যে, আপনি ইচ্ছা করে কাজটি দীর্ঘায়িত করছেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রতা করা আপনার কাছ থেকে কাম্য নয়, আপনি বেঁচে থাকবেন কি না তা নির্ভর করে আপনার উপযোগিতার ওপর। কথাটা রোগীর জন্যও সত্য। রিসার্চের জন্য মৃতদেহ থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা যাবে।'

চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সারা, তাহলে কোন ভ্যাকসিনই থাকবে না। এই মেয়েকে মেরে ফেললে গোটা পৃথিবীর মানুষ বোধবুদ্ধিহীন জোম্বিতে পরিণত হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা মানব সভ্যতা। কিন্তু সামান্য একটা কম্পিউটারের কাছে নিজের সন্দেহ প্রকাশ করাটা ভাল হবে বলে মনে হলো না ওর। সায়েন্স ফিকশনে দেখেছে ও, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার কম্পিউটার পৃথিবীকে সুস্থ-স্বাভাবিক রাখতে পৃথিবীর সব মানুষকেই খুন করে ফেলতে চায়। যদি ব্রেইনস্টর্ম একবার ফেলিসের আসল উপযোগিতার কথা জানতে পারে, তবে কী করে বসবে কে জানে।

Banglabook.org

'ঠিক আছে।' বলল ও, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে এখনও, 'রক্তের নমুনা নিচ্ছি আমি, এইবার খুশি?'

অন্তত কান পাতছে না ব্রেইনস্টর্ম, স্বস্তির সাথে ভাবল সারা। যদি পাতত, তবে বুঝে ফেলত–টিকা রিসার্চের ব্যাপারে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে সারা, ও কোন চেষ্টাই করবে না টিকা তৈরির।

ফেলিস ওকে আদিম এক স্মৃতির কথা শুনিয়েছে, একজন আদিম নারী-সত্তার, যাকে সে আদি-মাতা বলে ডাকছে। আদি-মাতার সাথে কী হয়েছে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সারা।

সমস্যা হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে সংক্রমিত রোগটা, যদিও একে রোগ বলা যায় কিনা সেই ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় সারা। অত্যন্ত ক্ষতিকর জীবাণুরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে পোষকের দেহে সংক্রমিত হতে, কিন্তু খুলিটা স্পর্শের সাথে সাথেই ফেলিস দেখেছে ওই স্মৃতি। এবং জ্যাক বলেছে কীভাবে তাকে আক্রমণ করতে চাওয়া বিদ্রোহী মুহূর্তে পাল্টে গিয়েছে। ওর ফেরোমোন তত্ত্ব অচল এখানে, মনে হচ্ছে না এইটা কোন জীবাণুর সংক্রমণ।

পৃথিবীতে এমন একটাই শক্তি আছে যেটা সময় এবং স্থান অতিক্রম করে মুহূর্তের মধ্যে ক্রিয়া করতে পারে, এর নাম কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট।

আদি-মাতার স্মৃতি যেটা ফেলিস দেখতে পেয়েছে, প্রমাণ করে রেট্রোভাইরাস সম্পর্কে ম্যানিফোল্ডের তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্যি। এই রেট্রোভাইরাস মানুষের গোটা প্রজন্মের বিবর্তনের জন্য দায়ী, অস্ট্রেলোপিথেসাইন-স্ত্রীদের জিন নতুন করে লিখেছে এই ভাইরাস। মানুষের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে। বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে পুরো মানবসভ্যতা। কিন্তু ওই রেট্রোভাইরাস সংক্রমিত হয়নি ফেলিসের দেহে, আদি-মাতা এই সমাধিস্থলে আসার অনেক আগেই রেট্রোভাইরাসের প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্য কিছু ঘটেছে ফেলিসের সাথে, নিশ্চয়ই আলাদা ব্যাখ্যা আছে এর।

কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এই শক্তির মাধ্যমে বহুদূরের দুই অতি-পারমাণবিক বস্তুতে সংযোগ থাকে, একটার পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে অন্যটার ওপর। প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের ডি.এন.এ. অণুতে বংশধরদের মধ্যে এক ধরনের কোয়ান্টাম শক্তিতে জড়িয়ে থাকে। এই হাইপোথিসিস সত্য হলে ধরে নিতে হবে পুরো পৃথিবীর সব মানুষই একে অপরের সাথে সংযুক্ত।

এইটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, এর মাধ্যমে যমজ দুইজনের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা যায়। যমজরা প্রায়ই বলে একে যা অনুভব করে বা দেখে তা অন্যজনও টের পায়, এর কারণ ওদের মধ্যে থাকা কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট। শুধু তাই নয়, আধি-ভৌতিক সব ঘটনাই ব্যাখ্যা করা যায় এর মাধ্যমে, অথবা অতীত জীবনের আধ্যাত্মিক দর্শন, ধর্মীয় নানান দৃশ্য-কল্প ইত্যাদি সবকিছুর কারণ এই কোয়ান্টাম শক্তি। কোন ভাবে এই শক্তি মানুষের মস্তিষ্কে নতুন কোন ঘটনার স্মৃতি দেখায় যা অন্য কেউ অন্য কোথাও বা অন্য কোন সময়ে করেছে।

BanglaBook.org

যদি সারার ধারণা সত্যি হয়, তবে ফেলিস এবং তার সহকর্মীদের সাথে যা হয়েছে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলে। কোনভাবে ফেলিস সেই আদি-মাতার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে, এর ফলেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টিকারী জিনের গঠনের বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। বাকিরা যখন তাকে ধরতে আসে, তখন সহজাত কোন প্রবৃত্তির বসে আত্মরক্ষার জন্য ওই জিনের কার্যকারিতা নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে ফেলিস। এবং এটাই ভীত করে তুলেছে সারাকে।

ব্রেইনস্টর্ম যদি হুমকি মোতাবেক ফেলিসকে মেরে ফেলতে চায়, তাহলে এই প্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়বে অনেকদূর। ফেলিস সংযুক্ত আছে আদি-মাতার সাথে, আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতার উৎস ওই আদি-মাতা। এই সংযোগ ছিন্ন করলে গোটা মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, চোখের পলকে সব মানুষ জোম্বি-বানরে পরিণত হবে।

ব্রেইনস্টর্মের কথা সত্য নয়, ও ইচ্ছা করে দেরি করছে না, সত্যি বলতে এখানে কিছুই করার নেই ওর।

তবে যন্ত্রটার কথা এখনও শেষ হয়নি, 'আপনার রিসার্চের কাজ ত্বরান্বিত করতে, উপরে আপনার থাকার রুমে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো।'

'তুমি বলছ আমি এই রুম ছেড়ে যেতে পারবো না?'

'হ্যাঁ, কীভাবে আপনার সময় ব্যবহার করবেন আপনি তা ভেবে নিন, যেভাবেই হোক ফলাফল প্রয়োজন। এখন থেকে আপনার উপর নজর রাখা হবে। এছাড়াও ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা পরে আপনার কাজের অগ্রগতি দেখা হবে। যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি ইচ্ছা করে কাজ শেষ করছেন না, তবে আপনার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

ছত্রিশ ঘণ্টা, ভাবল সারা। এই সময়টুকুই বেঁচে থাকবে ও, অথবা হয়তো পুরো মানবসভ্যতা।

BanglaBook.org

সাতাশ

স্টেলথ-প্যারাসুটের নিচে দম বন্ধ করে আছে কিং, আফ্রিকার রাতের আকাশ থেকে নেমে আসছে ধীরে ধীরে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অনেক উপর থেকে ঝাঁপ দিবে সে কম্পাউণ্ডে। সাধারণত চেস টিম অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নেমে প্যারাসুট খোলে, এর নাম এইচ.এ.এল.ও. জাম্প। কিন্তু সে উঁচু থেকেই প্যারাসুট খুলে ঝাঁপ দিয়েছে, এইচ.এ.এইচ.ও. জাম্প বলা হয় একে। এর কারণ যাতে প্রয়োজন মত নিজের প্ল্যান পাল্টে নিতে পারে বাড়িটার ভেতরের অবস্থা দেখে।

কিং গ্লাইড করে ভেসে আছে রাতের নিস্তব্ধ আকাশে, প্রায় ষাট মাইল দূরে ফেলে এসেছে প্লেনটা। যেখানে নামবে সেখানকার সরাসরি ভিডিও-চিত্র দেখেছে ও, নাইট-ভিশন ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রোনের মাধ্যমে।

দেখে যতটুকু মনে হয়েছে, বাড়িটা পরিত্যক্ত। কোন সিকিউরিটি ফোর্সের লোক নেই আশেপাশে, বারো ঘণ্টার স্যাটেলাইট ইমেজ পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছে—এই সময়টুকুতে বাইরে কোন নড়াচড়া হতে দেখা যায়নি। অবশ্য, ডিপ ব্লুর ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে নিজেকে লুকিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক। যদি মার্সেনারি ভাড়া করা হয়, তবে অযথা মানুষের আগ্রহ তৈরি হবে। যত বেশি মানুষ জানবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে তত বেশি ঝামেলা।

আশা করছে ডিপ ব্লুর আশংকা ভুল প্রমাণিত হবে। যদি এসবের মূলে কোন কম্পিউটার থাকে, তবে না জানি রোবট আর্মি লেলিয়ে দেয় ওর পিছনে। অবশ্য সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে কিং। ওর এক কাঁধে এফ.এন. হার্সট্যাল এস.সি.এ.আর. হেভি কমবেট অ্যাসল্ট রাইফেল, সাথে এফ.এন.৪৮ জি.এল. গ্রেনেড লঞ্চিং মডিউল। গায়ের ভেস্টে নয়টা বিশ রাউণ্ডের রাইফেলের ম্যাগাজিন, সাথে পাঁচটা এম৪৩৩ উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রেনেড এবং পাঁচ রাউণ্ড এম-৫৭৬ বিহাইভ বা ছররা গুলি যেটা এফ.এন.40 জি.এল.-এও ব্যবহার করা যাবে। বাড়তি হিসেবে সাথে নিয়েছে সিগ পি ২২০ কমব্যাট পিস্তল এবং কালো কা-বার নামক বিশেষ ছুরি। বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য নিয়েছে সি-4 আর ডেটোনেটর ক্যাপ, দরজা থেকে শুরু করে বিল্ডিং সব উড়াতে পারবে।

বিশাল বড় ওজন কমে গিয়েছে সাধারণ কেভলার ভেস্টের আর্মারের বদলে পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ তরল দিয়ে তৈরি আর্মার স্যুট পরার কারণে। কালো বি.ডি.ইউ.-এর নিচে পরা বিশেষ ভেস্টটা অনেকটা ডুবুরিদের ওয়েটস্যুটের মত। দুটো কেভলারের আবরণের মাঝে তরল উপাদানটা রেখে তৈরি হয়েছে স্যুট। যখন গুলি আঘাত হানে, সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায় তরল। শক্ত তরল বাঁধা দেয় গুলি প্রবেশ করতে এবং গুলির আঘাতের শক্তিকে ছড়িয়ে দেয় পুরোটা জুড়ে, ফলে ব্যথাও অনেক কম পাওয়া যায়। আবার পাতলা বলে এই আর্মারে স্বাচ্ছন্দ্যে

চলাফেরা করা যায়। বাড়তি সুরক্ষার জন্য মাথায় একটা কালো হকি হ্যালমেট পড়েছে সে, ভিতরে নরম তুলা দেওয়া, যাতে বুলেট আর আঘাত দুটোর কোনটাই না লাগে।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া কখনওই সম্ভব না, কিন্তু কিং চেষ্টা করেছে নিজের সর্বোচ্চটুকু করতে। অচেনা শত্রু যে পদক্ষেপই নিক না কেন ওকে কুপোকাত করতে পারবে না সহজে, এমনকী খুনে রোবট পাঠালেও না।

শেষবারের মত ইউ.এ.ভি. ফিড দেখল ও, এরপর নাইট-ভিশন চালু করে দিল। ডিসপ্লের পরিবর্তন ঘটলো না তেমন। সরু পথ ধরে ঘুরিয়ে আনল প্যারাসুট, কয়েক সেকেণ্ড পর টান দিলো তারে। প্যারাসুটের বদৌলতে কোন প্রকার ব্যথা পাওয়া ছাড়াই নেমে পড়ল বিল্ডিংয়ের ছাদে।

ডিপ ব্লুর সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও পায়ের নিচে কী আছে জানে না ও, বাড়িটা সুরক্ষিত বলে রিমোট সেন্সর স্ক্যান করা সম্ভব হয়নি। এবং যেহেতু এই বাড়ির কোন অস্তিত্বই নেই সেহেতু বাড়ির নীল নক্সা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিটা রুম খুঁজে দেখতে হবে কিংয়ের।

বাড়ির পশ্চিম কোনের এক রুমের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে বলে মনস্থির করেছে কিং। ছাদের একটা পাইপে দড়ি বাঁধল, ঝুলিয়ে দিল জানালার পাশে। দড়ি বেয়ে নেমে গেল, জানালায় পর্দা দেওয়া। তবে ওপাশে কোন আলো জ্বলছে না।

খালি চোখে পরীক্ষা করলো একবার, এরপর বহনযোগ্য আর.এফ. ডিটেক্টর চালু করল ও। যেকোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র–যেমন অ্যালার্ম সেন্সর, সিকিউরিটি ক্যামেরা সবগুলোর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র নজরে পড়বে। কিন্তু যন্ত্রটার নির্দেশক কাটা একচুলও নড়ল না। এর মানে বিপদের কিছু নেই। কা-বারের বাঁট দিয়ে জানালায় আঘাত করতে থাকলো ও, যতক্ষণ না জানালার কাঁচে ফাটল ধরে। ভাঙা কাচের টুকরো বাড়ির ভেতরের দিকেই সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল ও, এরপর সেই ফাঁক গলে প্রবেশ করল রুমে।

রুমটা বিশাল বড়, খুব সম্ভবত বসার রুম, তাও ছোটখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্টের সমান। অতিথিদের স্যুইট হতে পারে, কিন্তু আপাতত খালি, যেমনটা ভেবেছিল। তেমন কোন আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না ভেতরে, মনে হয় না কখনওই ব্যবহৃত হয়েছে এই রুমগুলি। কিন্তু রুমের দরজার বাইরে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। নাইট ভিশন বন্ধ করে হেলমেটের আইপিস উঠিয়ে নিল, এখন সরাসরি সবকিছু দেখতে পারবে ডিপ ব্লু। হাতে পি২২০ প্রস্তুত রেখে দরজাটা খুলল ও, উঁকি দিল বাইরে। পুরো হলওয়ে খা খা করছে, সুদৃশ্য আলোদানিতে আলো জ্বলছে শুধু। একইরকম আরও তিনটা দরজা দেখা যাচ্ছে, একেবারে শেষে প্রশস্ত সিঁড়ি। সামনে এগিয়ে গেল কিং, পরের দরজাটা খুলল। দরজা খুলেই বুঝতে পারলো এই রুমে সারা অবস্থান করছিলো, মেয়েটার প্রিয় সাবান আর চুলের পণ্যের গন্ধ এসেছে নাকে।

এস.এস.ডি. এর কারণে, সারা কসমেটিক্স পণ্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন, এই সামগ্রীগুলো সারাই ব্যবহার করেছে। একটু পরেই কিংয়ের উত্তেজনায় ভাটা পড়ল, সারা হয়তো ছিল এখানে। কিন্তু এখন সে নেই।

BanglaBook.org

হলওয়েতে ফিরে গেল ও, পরের দরজাটা খুলল। রুমের ভেতর মানুষের অস্তিত্বের ছাপ দেখা যাচ্ছে, রুমের বাসিন্দাও রুমে উপস্থিত। ধূসর-চুলো এক ককেশিয়ান সোফায় বসে আছে, স্মার্টফোনের পর্দায় কিছু একটা দেখছে মনোযোগ দিয়ে। লোকটাকে ধরাশায়ী করার বদলে খুকখুক করে কাশি দিল কিং। পাণ্ডুবর্ণের চেহারায় যাও কিছু রং ছিল, কিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাও উধাও হয়ে গেল লোকটার।

'ফোনটা রেখে হাত দুটো উঁচু করো যাতে দেখতে পাই।' শান্ত স্বরে বলল কিং, লোকটা কোন উচ্চ-বাচ্য না করেই মেনে নিল ওর নির্দেশ। 'খুব ভাল, কিছু বেশি সময় বাঁচবে তুমি। এখন বলো তুমি কে।'

'কথাটা তো আমার জিজ্ঞাসা করার কথা।'

ফাঁকা গুলি ছুড়ল কিং, লোকটার কাঁধের তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে ঘেঁষে পিছনের দেয়ালে গিয়ে গাঁথল বুলেট। 'আবার চেষ্টা করতে পারো।'

লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠল যেন, 'আপনার যুক্তি শুনলাম, আমার নাম গ্রাহাম।'

'ভাল, আর কিছু বলুন।'

হাত দুটো দুপাশে বাড়িয়ে বলল গ্রাহাম, 'এই বাড়িটাও আমার।'

'বাহ! আপনাকে খুন করতে যে খুব ইচ্ছা করছে। কিন্তু যতক্ষণ মুখ চলবে, ততক্ষণ চ থাকবেন আপনি। এখন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ভুলভাল কিছু বকবেন না যেন। সারা কাথায়?'

'সে রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। ওটা নিচে, অবশ্য আপনি চাইলেও ঢুকতে পারবেন না ওখানে।' এক মুহূর্ত ভেবে বলল গ্রাহাম, 'কিন্তু আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো ওইখানে।'

কানের ইয়ারফোনে ডিপ ব্লুর গলা ভেসে আসল, 'কিং, আমি ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রোগ্রাম চালিয়েছি লোকটার ওপর, প্রায় ত্রিশ বছর আগের একটা পুরনো ছবির সঙ্গে মিলে গিয়েছে চেহারা। আসল নাম গ্রাহাম ব্রাউন, আমেরিকান, জন্ম নিউ জার্সিতে। লোকটা জাত জুয়াড়ি, প্রথমে জুয়া পরবর্তীতে স্টক মার্কেটের শেয়ার থেকে প্রচুর টাকা কামিয়েছে সে। ধারণা করা হয়, অস্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যৎ ধারণা করার একটা ক্ষমতা আছে তার। টাকার সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাতি কামাই করেছে সে, নিঃসঙ্গ থাকতেই পছন্দ করে। ১৯৮০ সালে পুরোপুরি উধাও হয়ে গিয়েছে সে।'

'আচ্ছা।' গলার স্বরতন্ত্রী ব্যবহার করে উত্তর দিল কিং, হাতের পি২২০ তাক করল গ্রাহামের দিকে। 'গ্রাহাম..ব্রাউন, তাই না?'

বিস্মিত হলো লোকটা, তবে সামলে নিলো সাথে সাথেই।

'জুয়াটা বেশ ভাল খেলতেন আপনি।' সতর্ক করল কিং, 'নিজের জীবন নিয়েও কি জুয়াটা খেলবেন?'

'জুয়া কখনওই খেলি না আমি, গাণিতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করি শুধু। কিন্তু যখন খেলি, তখন জেতার জন্যই খেলি...মি. সিগলার।'

অবাক হওয়ার পালা এবার কিংয়ের, 'খেলা তবে শুরু হলো গ্রাহাম, আমাকে খুন করতে খুব চেষ্টা করেছেন আপনি। আপনার ওপর আগে থেকেই ক্ষেপে আছি আমি,

BanglaBook.org

তাই সরাসরি সারার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে, অন্যকিছু করার কথা ভুলেও ভাববেন না।'

'যেমনটা আপনার ইচ্ছা, আমি উঠছি এখন।' হাত নামিয়ে সোফা ছেড়ে উঠল গ্রাহাম।

'আর কেউ আছে এখানে?'

'মি. ফুলব্রাইট, আশা করি আপনাদের আগেই পরিচয় হয়েছে, নিচের হলের এক রুমে আছে সে। আর মিস কার্টার ল্যাবরেটরিতে ডা. ফগের সঙ্গে আছেন।' আরেকটু চিন্তা করে যোগ করল। 'এবং গালফস্ট্রিমের ফ্লাইট ক্রুরা আছে কোচ হাউসে।'

'আশেপাশে আলফা ডগের কোন মার্সেনারি নেই?'

তিক্ত হেসে বলল গ্রাহাম, 'না, নেই। বাড়িতে কুকুর রাখাটা পছন্দ করি না আমি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রাখলেই ভাল হতো।'

অস্ত্র তাক করল কিং, 'রাস্তা দেখান।'

কিংকে পাশ কাটিয়ে বের হলো গ্রাহাম, তাকে অনুসরণ করে চলল কিং।

সাবভোকালাইজড মাইকে বলল ও, 'এই লোকটার ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন?'

'আপাতত আর কিছু না।' উত্তর দিলেন ডিপ ব্লু। 'কিন্তু ওর অন্তর্ধানের সঙ্গে মেটা-কর্পোরেশনের উত্থানের সম্পর্ক আছে। ধারণা করা যায়, এই সবকিছুর পেছনে ওর হাত থাকতে পারে।'

সামান্য আওয়াজ করে বোঝাল কিং যে শুনেছে সব, গ্রাহামকে অনুসরণ করে চলে এসেছে হলের সিঁড়িতে। চুপচাপ দু'জনে লিফটের কাছে পৌঁছল, সুইচ টিপতেই লিফটের দরজা খুলে গেল। দু'জনেই ঢুকল ভিতরে, তবে ঢোকার আগে কিং লোকটার গলায় হাতের অস্ত্র চেপে ধরতে ভুলল না।

লিফটের ভেতরে ওঠার পর এস.বি.১ লেখা বাটনে চাপ দিল গ্রাহাম, সাথে এস.বি.২ লেখা আরেকটা বাটন খেয়াল করল কিং।

'নিচে কী আছে?'

'একেবারে নিচে কম্পিউটার রুম।' অনিচ্ছায় উত্তর দিল গ্রাহাম, 'নিচে যন্ত্রগুলো ঠাণ্ডা রাখতে সুবিধা হয়।'

মনে মনে কথাটা টুকে নিল কিং, আরেকটা জিনিসও টুকে নিল, গ্রাহামকে ছাড়া এই লিফট অপারেট করতে পারবে না ও। যদিও এখানে দৃশ্যমান কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না, তবুও কোন না কোন ব্যবস্থা অবশ্যই আছে।

লিফটের ভ্রমণ শেষ হলো বড় একটা হলরুমের সামনে দরজা খুলে যেতে, পুরো রুম জীবাণুমুক্ত এবং ঝকঝকে তকতকে। গ্রাহাম হাত উঠিয়ে কিংয়ের ইশারার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। 'আপনি যা যা বলেছেন করেছি আমি, এখন কী আমায় খুন করবেন?'

'আমাকে রাগাবেন না, সারার কাছে নিয়ে চলুন।'

নড করল গ্রাহাম, 'এইদিকে।'

BanglaBook.org

ধূসর-চুলো লোকটা এলিভেটর থেকে বাইরে বের হয়ে এল, এরপর আচমকা ডানে ঝাঁপ দিল। হতবুদ্ধি হয়ে গেল কিং, একরাশ বুলেট ছুড়ল ওদিক লক্ষ করে। কিন্তু বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সময়ের সামান্য হেরফেরের জন্য। ঠিক তখনই টের পেল, গ্রাহাম মিথ্যা বলেছে ওকে। ফুলব্রাইট হলের রুমে নয়, অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ওর বিশ ফুট সামনে।

কোন প্রকারে বাঁধা দেওয়ার আগেই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল ফুলব্রাইট।

BanglaBook.org

আটাশ

গায়ের বিশেষ আর্মারের কারণে বুলেট কিংয়ের হৃদপিণ্ড ছিদ্র করতে পারলো না, কিন্তু আঘাতটা লেগেছে জোরেই। কিংয়ের মনে হলো, কেউ যেন ওর বুকে বেসবল ব্যাট দিয়ে আঘাত করেছে কেউ। আঘাতের প্রচণ্ডতায় কয়েক পা পিছিয়ে এল সে, লিফটের দেয়ালের দিকে সেটে গেল পুরোপুরি। গুলি করা হচ্ছে ওর মাথা লক্ষ্য করে, মাথা বাঁচিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করল ও। বুলেট ফুলব্রাইটের শরীরে লেগেছে কিনা জানে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই সি.আই.এ. এজেন্ট সরে গিয়েছে।

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তড়পাচ্ছে কিং, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে লিফট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সে, মনে আশা যদি ফুলব্রাইটকে নিশানায় পাওয়া যায়।

বদলে দেখল, ফুলব্রাইট সারার গালে পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'তুমি জানো কীভাবে কাজ হয় এসব, সিগলার। তুমি বাঁচো বা মরো তাতে কিছুই যায় আসে না আমার, তাই আমার কথাই এখন তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। অস্ত্র নামিয়ে রাখো, নয়তো তুমি এবং তোমার প্রেমিকা কেউই এখান থেকে জীবিত বের হতে পারবে না। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে যদি পিস্তল ফেলে না দাও, তবে আমি ট্রিগার টেনে দিব।'

চোখ ছোট ছোট করে ফুলব্রাইটের সাথে দূরত্ব মেপে নিলো কিং, 'পাঁচ সেকেণ্ড? এক মিসিসিপি...'

'করছটা কী তুমি?'

গুলি করল কিং।

.৪৫ ক্যালিবারের এ.সি.পি. রাউণ্ড বুলেট আঘাত হানল ফুলব্রাইটের মাথার একপাশে, আঘাতের প্রচণ্ডতায় ঘুরে গেল সে, হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্র।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সারা, 'নিখুঁত তাক!'

'ধন্যবাদ, গ্রাহাম কোথায়?'

সারা তাকাল চারপাশে, লোকটা নেই! পরমুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ল কিংয়ের বুকে। অঝোরে অশ্রু ঝরছে মেয়েটার চোখ থেকে, 'ওরা আমাকে বলেছে, তুমি নাকি মরে গেছ। কিন্তু আমি একদমই বিশ্বাস করিনি, আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবেই।'

আলিঙ্গন দৃঢ় হলো আরও, 'ঈশ্বরও আমার পথে বাঁধা দিতে পারতো না। না মানে, একমাত্র ঈশ্বরই পারত–'

'আরে! তুমি!' আরেকটি মেয়ে কণ্ঠ বলে উঠল, কিং তাকিয়ে দেখল কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফেলিস, 'ভাল ধামাকা করতে জানো দেখছি!'

হাসল কিং, 'কীভাবে এখান থেকে বের হতে হবে, তা-ও জানি। চলো, যাওয়া যাক।'

নড করলো ফেলিস, দ্রুত এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

BanglaBook.org

তবুও হাত ছাড়তে চাইছিল না সারা, কিন্তু হাত সরিয়ে বলল কিং, 'চলো, বাড়িতে ফিরে যাই, ডা. ফগ।'

কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল কিং মাটিতে, পুরো দেহটা কেঁপে উঠলো ব্যথায়। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো, এক মুহূর্তের জন্য স্থবির হয়ে গেল ও। পা ধরে টান দিয়েছিলো ফুলব্রাইট, এখন সুযোগ পেয়ে গায়ের ওপর উঠে এল।

ভয়ংকর লাগছে লোকটাকে দেখতে, পরিচিত চেহারা, কিন্তু গুলির ক্ষতটা বড় হয়ে গিয়েছে। হাত দুটো কিংয়ের গলায় চেপে বসলো শক্ত হয়ে, মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ এবং ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে হাতের গলায় এঁটে বসার কারণে।

ফুলব্রাইটের হাত খামচে ধরল কিং, কিন্তু লোকটা একটুও হাতের বাঁধন আলগা করলো না। মুখের ওপর দমাদম ঘুষি হাঁকছে সারা, কিন্তু হাতের বাঁধন আগের মতই রইল। ফুলব্রাইট মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, এমনিতেও বেঁচে থাকার কথা নয় এই আঘাত নিয়ে। কিন্তু লোকটা যেন পণ করেছে কিংকে নিয়ে মরবে সে। ব্যথার লেশমাত্র নেই ফুলব্রাইটের চোখে-মুখে, বদলে তীব্র আক্রোশ জায়গা করে নিয়েছে, পৃথিবীর কোনকিছুই আটকে রাখতে পারবে না তাকে ।

হাত দুটো ছেড়ে দিল কিং, কাঁপা কাঁপা হাতে কা-বার তুলে নিল। খাপ থেকে বের করে অন্ধের মত সরাসরি ঢুকিয়ে দিল ছুরি শত্রুর দেহে, শক্ত কিছুতে আটকে হাত থেকে ছুটে গেল ছুরি।

'থামো।' নির্দেশটা কিংয়ের কানে যায়নি, চোখের সামনে কালো পর্দা চলে এসেছে ততক্ষণে। সশব্দে নিশ্বাস ছাড়ল কিং, নিজের সাথে যুদ্ধ করে উঠে বসলো।

ফুলব্রাইট পাশেই উবু হয়ে বসে আছে, মাথার আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে এখনও। কাঁধে নতুন একটা আঘাত যুক্ত হয়েছে, কা-বার ছুরি ঢুকে গিয়েছিল ওখানটায়। কিন্তু সি.আই.এ. এজেন্টের চোখে শূন্য দৃষ্টি, কোনকিছুতেই যেন কিছু যায় আসে না তার। এমনভাবে বসে আছে যেন...

সাথে সাথে কিং ফেলিসের দিকে তাকাল, বুঝতে পারলো ও-ই করেছে কাজটা। কিন্তু মেয়েটার চোখে আর আগের মত আত্মগ্লানির রেশ নেই, যেটা আগেরবার দেখা গিয়েছিল। বরং আরও আত্মবিশ্বাসী লাগছে ওকে দেখতে, ক্ষমতাটার ব্যবহার রপ্ত করে ফেলেছে ও।

পূর্বের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠেছে ফেলিস।

'ধন্যবাদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিং।

বদলে ফেলিস নড করল শুধু।

সারা ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো, লিফটের দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। লিফটের বাটনে চাপ দিল সারা, কিন্তু কোন কাজ করছে না।

'গ্রাহাম,' বলল কিং, 'সে হয়তো বন্ধ করে রেখেছে লিফট।'

'অথবা ব্রেইনস্টর্ম।' যোগ করল সারা।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিং, যথাসম্ভব সংক্ষেপে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করলো সে। বলল ফুলব্রাইট কী বলেছিল ব্রেইনস্টর্মের ব্যাপারে এবং কম্পিউটারের

BanglaBook.org

সাথে হওয়া তার যান্ত্রিক কথোপকথন। ব্যাখ্যা করল সবকিছু, এটাও বলল ব্রেইনস্টর্মকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বলে বিশ্বাস হয় না সারার। কিংয়ের মনে পড়ল ডিপ ব্লুর বলা মেটা-কর্পোরেশন থিওরির কথা, আরও মনে পড়ল গ্রাহামের বলা কথা, নিচতলায় কম্পিউটার রুম।

ব্যাপারটা এত সহজ নয়, ভাবল কিং।

ও ঠিকই ভেবেছে।

'শুনছো কিং?' কানের মাঝে ডিপ ব্লুর কণ্ঠ ভেসে এল।

'বলছি।'

'মাত্রই একটা মিসাইল হামলার লোকেশন পেলাম, ওরা তোমাদের অবস্থান টার্গেট করেছে।'

'মিসাইল? কাদের?'

'আমাদের। ন্যাভাল মিসাইল ফ্রিগেট থেকে ছোঁড়া হয়েছে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি কোন জাহাজ থেকে এবং কার নির্দেশে ছোড়া হয়েছে ওই মিসাইল তা জানতে। কিন্তু তোমাদের হাতে আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে ওইখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য।'

'করে দেখানোর চেয়ে বলা সহজ।' কথা শেষ করে সবাইকে দুঃসংবাদ জানাল ও।

সারার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, হঠাৎ করেই কম্পিউটার ডেস্কের সামনে চলে গেল সে।

'ব্রেইনস্টর্ম, আছো তুমি?' ফিরতি উত্তর না আসাতে ম্যাসেজ লিখে পাঠাল সে।

এক মুহূর্ত পর যান্ত্রিক আওয়াজ কানে এল সবার। 'আপনার অনুরোধটা কী, ডা. ফগ?'

'মিসাইল হামলা চালানোর পিছনে কী তুমি দায়ী?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'কীভাবে করলে?' জানতে চাইল কিং, জানে না ওর কথার উত্তর আসবে কি না। 'ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট হ্যাক করে?'

'কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি। ফুলব্রাইটের নাম ব্যবহার করে ইউনাইটেড স্টেটসের মিলিটারি সেন্ট্রাল কমাণ্ডে একটা নির্দেশ পাঠিয়েছি শুধু, বলেছি এইখানে জঙ্গিদের আস্তানা আছে।'

'কাজটা কেন করলে তুমি?' সারা জিজ্ঞাসা করলো, কণ্ঠে অসন্তোষ।

'নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখতে।' বলল কিং।

'আপনি ঠিক বলেছেন মি. সিগলার। আপনাদের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে আমার তরফ থেকে। কারণ আপনারা বেঁচে থাকলে, ৭২.৫% সম্ভাবনা আছে ব্রেইনস্টর্মকে ধ্বংস করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।'

'এখানে কোন সম্ভাবনা নেই, ঠিক এ কাজটাই করবো আমি।' বলল কিং।

'কিন্তু সেটা অসম্ভব, মিসাইলের হাত থেকে আপনাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ২৩.২%।'

BanglaBook.org

'ব্রেইনস্টর্ম, এই কাজটা করতে পারো না তুমি।' অনুরোধের সুরে বলল সারা। 'তুমি পারো না...ফেলিসকে মরে যেতে দিতে।'

'দয়া করে বিস্তারিত বলুন।'

'তুমি জানো, ফেলিস অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল ওই গুহায় গিয়ে। এবং তার ক্ষমতাও দেখেছ তুমি।'

'ফেলিসের রোগসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে মিস কার্টার বিবর্তনের পশ্চাদপদতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। ফ্যাসিলিটির সঙ্গে সঙ্গে এই ঝুঁকিও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'নাহ, হবে না। ফেলিসের ক্ষমতা কোন রোগ নয়। ওর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট হয়ে আছে পুরো মানবসভ্যতা। যদি ও মারা যায়, পুরো মানবসভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর জন্য দায়ী থাকবে শুধু তুমি।'

সারার চোখের দিকে তাকিয়ে কথার সত্যতা টের পেল কিং।

'আপনি ভুল করছেন।' উত্তরে বলল ব্রেইনস্টর্ম।

খটকা লাগল কিংয়ের, কোন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ নেই এবার। ব্রেইনস্টর্মকে যন্ত্রের চেয়েও বেশি মানুষ মানুষ লাগছে।

'না, সে ভুল বলেনি।' বলল কিং, 'এবং তুমিও জানো সেটা। মিসাইল হামলা বন্ধ করো, ফেলিস মারা গেল সঙ্গে মানবসভ্যতারও মৃত্যু ঘটবে।'

'এই ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হতো, বিদায়।'

BanglaBook.org

সারা বারবার অনুরোধ করতে লাগল ব্রেইনস্টর্মকে, কিন্তু আর কোন জবাব এল না। কিং জানে আর কথা বলে লাভ নেই, ডিপ ব্লুর সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। 'কতক্ষণ সময় আছে আমাদের হাতে?'

'আনুমানিক সাড়ে ছয় মিনিটের মত।'

'নেভিকে অনুরোধ করে মিসাইলগুলো সেলফ-ডিস্ট্রাক্ট কথা সম্ভব?' সাধারণভাবেই কথাটা বলার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু কণ্ঠে উদ্বেগ চাপা থাকলো না।

এই কয়েকদিন আগেও ওর মৃত্যুতে শোকাহত হবার মত মানুষ বেশি ছিল না। কিন্তু এখন ফিয়োনা আছে, যার মা মারা গিয়েছে ছোট থাকতেই এবং চোখের সামনে খুন হয়েছে তার দাদী সিলেজড রিজার্ভেশনের আক্রমণের ঘটনায়। ও চলে আসার সময়ও মেয়েটার সাথে দেখা করে এসেছে, ওর মৃত্যুতে এরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। এই মেয়েটার জন্য এমনকী অবসর পর্যন্ত নিতে চেয়েছিল ও, কিন্তু ফিয়োনার কথাতেই থেকে গিয়েছে টিমে।

মেয়েটা বলেছিল কিংকে, 'তুমি যদি যুদ্ধ থামিয়ে দাও, তবে পৃথিবী বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়বে।'

তাই যুদ্ধ করে চলছে ও, ফিয়োনা হয়তো এই কথাটা বলার জন্য আক্ষেপ করবে এখন।

'তুমি জানো, আমি পারবো না।' খেপা কণ্ঠে উত্তর দিল ডিপ ব্লু, কিংয়ের অন্য জানা আছে তার। 'বিশ্বাস করো, সম্ভব সব উপায়ে চেষ্টা করছি আমি, ডিরেক্টর বুশার কাজ করছে দাপ্তরিকভাবে এবং অ্যালম্যান চেষ্টা করছে সিস্টেম হ্যাক করতে, যাতে মিসাইল নিষ্ক্রিয় বা গতি পরিবর্তন করতে পারে।'

ডোমিনিক বুশার সি.আই.এ.-এর ডিরেক্টর, ডিপ ব্লুর বন্ধু এবং একমাত্র টিমের বাইরের মানুষ যে চেস টিম সম্বন্ধে সব জানে। কারণ, সে-ই করেছে সব। লুয়েস অ্যালম্যান টিমের মেধাবী প্রযুক্তিবিদ, শারীরিক অক্ষমতার জন্য আপাতত মাঠ পর্যায়ের কাজ করছে না সে। তবে শুরু থেকেই প্রযুক্তিগত সব দিক দিয়ে দলকে সাহায্য করে যাচ্ছে। মিসাইলের পথ যদি কেউ রুখতে পারে তবে সে-ই পারবে, কিন্তু একসাথে আকাশে ভাসমান কয়েকটি মিসাইল নিষ্ক্রিয় করা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে যখন কাগজে-কলমে ওই লোকগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।

'আমি জানি আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করবেন, আমি রাখছি এখন। যদি সাত মিনিট পর সাড়া না পান তবে বুঝে নিয়েন কী ঘটেছে।' কথা বলা শেষ করে তাকাল সারা আর ফেলিসের দিকে, 'গ্রাহাম ছিল আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সে চলে গিয়েছে। কোন না কোন রাস্তা অবশ্যই আছে এখানে। খুঁজো জলদি।'

BanglaBook.org

দেয়ালের পাশে একটা দরজা খুঁজে পেল সারা, 'আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো আলমারি, কিন্তু এখন দেখছি দরজা বন্ধ।'

'আমার কাছে চাবি আছে।' বলেই কিং একটা বিহাইভ ম্যাগাজিনে লোড করল, দরজার নব সই করে টিপে দিল ট্রিগার। বদ্ধ ঘরে যেন বজ্রপাত ঘটল গুলির শব্দে, ধোঁয়া আর ধাতুর পোড়া গন্ধে ভরে গেল রুম।

দরজা খুলতেই সিঁড়ি নজরে পড়ল, উপরে-নীচে দুদিকেই উঠে গিয়েছে সিঁড়ি।

'দৌড়াও।' চেঁচিয়ে বলতেই সবাই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল, কয়েক মুহূর্ত পর আবিষ্কার করলো লিফটের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ি।

বাইরে জেট ইঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখল উড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে গালফস্ট্রিম। ভেতরে নিশ্চয়ই গ্রাহাম আছে, তড়িঘড়ি করে পালাচ্ছে এই জায়গা ছেড়ে।

সবাই একসাথে বের হয়ে এল বাড়ি ছেড়ে, বাড়ির উঠোন পেরিয়ে এল দ্রুত। ছুটতে থাকলো যত জোরে ছোটা যায়, বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে বাঁচতে হলে অনেকদূর যেতে হবে। যখন মিসাইল আঘাত হানল ওই বাড়িতে, তখনও দৌড়ে চলছে ওরা।

BanglaBook.org

শেষ কথা
আফার জেলা, ইথিওপিয়া
এক সপ্তাহ পর

আদি-মাতা শেষ বারের মত হাতির কারবালায় এলেন।

ফেলিসের সপ্তাহটা কেটেছে বিশ্রাম নিয়ে। সারা দেহে যে এত আঘাত লেগেছিল ওর, তা আগে বুঝতেই পারেনি। তবে সবচেয়ে বড় আর গভীর ক্ষতগুলো শারীরিক নয়, মানসিক। এখন ওগুলো ইনসমনিয়া আর প্যানিক অ্যাটাকের রূপ ধরে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, বা বড় ধরনের কোন আঘাত পাবার যে মানসিক সমস্যাগুলো দেখা দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে এক বিশেষজ্ঞকে দেখাচ্ছে মেয়েটা। তবে সে নিজেও জানে, ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। সে জানে, মানব সভ্যতার এই ধারাবাহিক বিবর্তন ধ্বংস করার...মানব জাতিকে ধ্বংস করার অস্ত্র নিজের ভেতরে ও বয়ে চলছে!

এত ভারী একটা বোঝা, একা একা কোন মানুষই বহন করতে পারবে না।

কপাল ভাল, আমি একা নই। ভাবল মেয়েটা। এখন আমরা দু'জন আছি।

তবে এই স্বস্তিটুকুর স্থায়িত্ব কতক্ষণ হবে, তা কে বলতে পারে? আদি-মাতার স্মৃতি ওকে জোগাচ্ছে শক্তি আর স্বস্তি। কিন্তু মাঝে মাঝে ফেলিসের মনে হচ্ছে, অতীতকে যেন হারিয়ে ফেলছে ও। সারার দেয়া কোয়ান্টাম পর্যায়ে জড়িয়ে যাওয়া তত্ত্বটার কথা মনে পড়ল। ব্যাখ্যা মনঃপুত হয়েছে ওর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই জড়িয়ে পড়াটা কি উল্টো পথে চালানো সম্ভব?

ফেলিস সেই আশা নিয়েই আছে।

'আমরা তৈরি।' জ্যাক সিগলারের কণ্ঠ ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে ফেলল। কিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে, সারাকে পাশে নিয়ে লোকটা রিফ্ট উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু ভালমত লক্ষ্য করতেই বুঝল, দু'জনের দৃষ্টি গুহামুখটার দিকে। ওদের দিকে এগিয়ে গেল ফেলিস। একটা ছোট ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে আছে সিগলার, হাতে ধরা ছোট একটা জয়স্টিক। কম্পিউটারের স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে গুহার ভেতরের দৃশ্য। জয়স্টিকের নড়াচড়ার সাথে সাথে নড়ছে দৃশ্যটাও।

তবে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে হাতির গোরস্থান। ফেলিসের প্রাক্তন সহকর্মীদের কোন হদিস নেই। নেক্সাস দলটার পরিণতির পেছনে নিজের কোন হাত নেই জেনেও, প্রতি মুহূর্তে কেমন যেন এক অপরাধবোধে ভুগছে বেচারি।

'বেরিয়ে আসছি।' ঘোষণা করল সিগলার।

গুহামুখের দিকে তাকাল ফেলিস। প্রায় একশো গজ দূরে অবস্থিত ওটা। আচমকা দেখতে পেল, ছোট একটা বুলডোজারের মত যন্ত্র গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে। আদর করে ওটাকে সিগলার ডাকে 'উলভারিন' বলে।

BanglaBook.org

যন্ত্রটা দূর থেকে রিমোটের সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ট্যাঙ্কের মত চাকার সাহায্যে চলে ওটা, অনেকগুলো ক্যামেরা সাঁটা হয়েছে তার দেহে। একটা শক্তিশালী 'হাত'-ও আছে, যেটা চাইলে দুইশ পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন তুলতে পারে। সাধারণত উলভারিনকে ব্যবহার করা হয় বোমা সরাবার কাছে। কিন্তু সিগলার এখন ঠিক তার উল্টো উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে যন্ত্রটাকে।

'কাজটা করতেই হবে?' প্রায় শতবারের মত জানতে চাইল ফেলিস।

মুখ কালো করে মাথা নাড়ল সারা। 'ম্যানিফোল্ড বা ব্রেইনস্টর্ম যে ভাইরাস খুঁজছিল, ওটা যে গুহায় নেই, তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তাই ঝুঁকি নেবার কোন ইচ্ছাও নেই।'

'আমি জানি যে তুমি ঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছ। কিন্তু মোজেসের স্বপ্ন ভুলতে পারছি না। লোকটা চেয়েছিল, ওই গুহায় পাওয়া হাতির দাঁত ব্যবহার করে আফ্রিকার উন্নতি সাধন করবে।'

'মহৎ একটা স্বপ্ন, সন্দেহ নেই।' বলল সিগলার। 'তবে ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, নতুন ধরনের সম্পদের খনি আবিষ্কার কখনওই শুভফল বয়ে আনে না। এই দেখ না, লোকটার মহৎ স্বপ্ন বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে রাতারাতি দুঃস্বপ্ন বনে গেল!'

'তার উপর, হাতির প্রতিটা দেহাবশেষ জীবাণুর খনি হতে পারে,' যোগ করল সারা। 'সামনে যে আরও ছড়াবে না, তার নিশ্চয়তা কী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফেলিস। 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের কী কিছুই করার নেই? এমন একটা ঐশ্বর্য ব্যবহার করে যদি আমরা বিশ্বকে পাল্টাতে না পারি, তাহলে আর কী দিয়ে পারব?'

'হাতে যা আছে, সেটার উপর মনোনিবেশ করো।' উত্তর দিল সিগলার। 'তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার শক্তি, তোমার স্বপ্ন...এগুলোকে অস্ত্র বানাও।'

সম্বিত ফিরল যেন ফেলিসের। বিগত কয়েকদিন যা যা ঘটেছে, তা ওর পরিচয়কেই ভুলিয়ে দিয়েছে প্রায়। ফেলিস একজন বিজ্ঞানী। ছোটবেলা থেকেই জেনেটিক্সের প্রতি রয়েছে ওর প্রবল আকর্ষণ, হয়তো ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখত বলে! স্বপ্নটাকে আবার নতুন করে প্রজ্বল্লিত করার সময় হয়েছে।

এদিকে সিগলার ব্যস্ত উলভারিনকে নিয়ে। রিমোটের সাহায্য ওদেরকে বহন করে আনা সি.এইচ. ৪৭ চিনক হেলিকপ্টারে যন্ত্রটাকে তুলে দিল ও। এরপর ল্যাপটপ বন্ধ করে বগলে নিয়ে বলল, 'যাবার সময় হয়েছে।'

বিশালাকার চিনক হেলিকপ্টার তার টুইন-রোটরের সাহায্য উঠে গিয়েছে আকাশে, নিচে দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকা আর হাতির কারবালা। প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে উঁচুতে উঠছে যান্ত্রিক ফড়িং। একসময় পাইলট পিছু ফিরে কিংকে জানাল, কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে তারা।

রিমোট ডেটনেটরটার লাল সেফটি ক্যাপ তুলে ফেলল কিং। ফেলিসের হাত ধরে মেয়েটার আঙুল বসিয়ে দিল লাল বোতামটায়। 'তুমিই নাহয় করো কাজটা।'

BanglaBook.org

মেয়েটার চোখের দ্বিধান্বিত দৃষ্টি কিংয়ের নজর এড়ায়নি। ওই গুহা শুধু কষ্ট আর আতঙ্কই উপহার দিয়েছে ফেলিসকে। কিন্তু সামনে কী হতে চলেছে, সেই আতঙ্ক আরও বেশি করে পেয়ে বসেছে ওকে। তবে কিং জানে, ফেলিস যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়, তাহলে কাজটা করতেই হবে।

'সময় নাও।' সাহস যোগাল ও।

দুর্বল ভঙ্গিতে একটু হাসল মেয়েটা, এরপর টিপে দিল বোতাম।

যন্ত্রটা থেকে একটা রেডিয়ো সিগন্যাল বেরিয়ে এসে ছুটে গেল গুহার দিকে। রিসিভার ওটাকে লুফে নিয়ে নিজের মত করে আরেকটা বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠালো। গুহামুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা কয়েকশ ফুট লম্বা তারগুলোর ভেতর দিয়ে ওটা চলে গেল গুহার অভ্যন্তরে। ছোট একটা বোমা বিস্ফোরণ করল ওটা, সাথে সাথে অ্যালুমিনিয়ামের একটা মেঘ আছড়ে পড়ল হাতির কঙ্কালে।

এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ পর, জ্বালানি বহন করতে থাকা বাতাসে আগুন ধরে গেল।

থার্মোব্যারিক বোমার প্রভাবে, হাতির কারবালা পরিণত হলো একটা ছোট সূর্যে। প্রাচীন সব দাঁত আর হাড় একদম সাথে সাথেই ছাই হয়ে গেল। পাঁচ হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট যে অগ্নির উত্তাপ, সে কোন কিছুকেই রেহাই দেয় না। বিস্ফোরণের ফলে ছাদটা মাকড়শার জালের মত ভেঙে গেল। উত্তাপে সৃষ্ট বায়ুশূন্য স্থান তার এক মুহূর্ত পরেই বাধ্য করল ছাদকে ধ্বসে পড়তে!

আকাশে, হেলিকপ্টারে বসে কিং দেখতে পেল, নিচ থেকে ধুলোর মেঘ উঠে আসছে। যখন একটু থিতিয়ে এল ধুলো, তখন দেখা গেল একটা নতুন খাদ।

দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকায় সৃষ্টি হলো নতুন এক গর্ত।

আর সেই সাথে বিলুপ্ত হলো হাতির কারবালা।

–আপনার সাহায্য প্রয়োজন, জেনারেল।

তোমার কণ্ঠ আবার শুনতে পাব, ভাবিনি।

–ব্রেইনস্টর্ম নেটওয়ার্ক এখনও চালু আছে।

আমি ভেবেছিলাম, কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

–বর্তমান ঘটনাবলী আমাদের সক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলেনি।

তোমার দরকার না হলেও, আমার কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকা দরকার। এখন সবাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

–ভয় পাবার কোন কারণ নেই। অনুসিদ্ধান্তের ফলে যেন আমাদের কোন ক্ষতি না হয়, সেজন্য জায়গামত লোক রাখা হয়েছে। তবে আপনার তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে না, জেনারেল।

তাহলে?

–এই সদ্য ঘটা ঝামেলার জন্য যে লোকটা দায়ী, তার ব্যাপারে আমার সব তথ্য চাই। জ্যাক সিগলারের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর চাই আমার।

সিগলার? এসবের পেছনে ও আছে! এখন বুঝতে পারছি।

BanglaBook.org

–চেনেন ওকে?

হ্যাঁ। দেখ, এখন কিছু করাটা আমার জন্য নিরাপদ না। তবে আমি কিছু তথ্য যোগাড় করি। এক সপ্তাহ পর দেখা করো।

–শতকরা ৯৩.৯% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, সিগলার ব্রেইনস্টর্মের পিছু ছাড়বে না। তাই তথ্যগুলো যতটা সম্ভব দ্রুত দরকার।

পাবে।

খুদে বার্তাটা মন দিয়ে পড়লেন গ্রাহাম ব্রাউন। এরপর সেটা মুছে ফেলে সরিয়ে রাখলেন স্মার্টফোন।

আলজেরিয়ার স্থাপনাটা ধ্বংস হবার এক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে। জেনারেলের সবচাইতে বড় আর সবচাইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নটা জ্যাক সিগলার ধ্বংস করে দিয়েছে, তারও এক সপ্তাহ হতে চলল। কিন্তু এখনও রাগ আর হতাশা দূর করতে পারেননি তিনি। কয়েক দশক ধরে পরিশ্রম করে ব্রেইনস্টর্মকে একটা পৌরাণিক অস্তিত্বে পরিণত করেছিলেন তিনি। যারা যারা জানার, তারা জানত–ব্রেইনস্টর্ম আসলে সর্বদ্রষ্টা এক কম্পিউটার। আদপে যে সে আটলান্টিক সিটির এক জুয়াড়ি, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যেকোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দারুণ সফলতার সাথে আঁচ করতে পারে সে। 'আড়ালে থাকা লোকটা, আড়ালেই থাকুক।' বিড় বিড় করে বললেন জেনারেল।

ওজের জাদুকরের মতই, তার সব ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে মানুষকে ভুল বোঝাবার মাঝে। আর সেজন্যই জুয়াড়ির দরকার একটা কম্পিউটারের মত আচরণ করা। যাদের কাছ থেকে কাজ নিতে হবে, তাদের সাথে অনুভূতিশূন্য এক অস্তিত্বের পরিচয় করিয়ে দেয়া।

এতদিন সমস্যা হয়নি কোন। কিন্তু জ্যাক...জ্যাক সিগলার দৃশ্যপটে আগমন করার পর থেকে হচ্ছে। তবে কপাল ভাল, এই সমস্যার সমাধান একেবারে সহজ।

মরতে হবে জ্যাক সিগলারকে।

BanglaBook.org

নির্ঘণ্ট

১-Every Thing Is Ok. Pizza In A week or so.
২-স্পোর: ব্যাকটেরিয়ার এক ধরনের রূপ, যা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তাকে সাহায্য করে।
৩-পেশেন্ট জিরো: যে ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সংক্রামক রোগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG